উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় ७७तक मश्वाप

গ্রেপ্তার মেহুল চোকার্স

বেলজিয়ামে গ্রেপ্তার হলেন পিএনবি জালিয়াতি কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত মেহুল চোকসি। শনিবার সুইৎজারল্যান্ড যাওয়ার পথে » >o তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নববর্ষে রাজনীতির ছোঁয়া

পুরোনো ধারা মেনে সোমবারই বাংলা নববর্ষ পালিত হল বাংলাদেশে। তবে বর্ষবরণের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নানা খণ্ডদৃশ্য শেখ হাসিনা পরবর্তী 'নতুন' বাংলাদেশের কথা মনে করিয়ে দিল।

২১° ৩৬° ২৩° ৩৬° ২২° ৩৫° ২২° ৩৫° শিলিগুড়ি আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি কোচবিহার

নারায়ণদের ভরসায় পাঞ্জাবের সঙ্গে পাঞ্জা 🝌 🕽 🖇



শিলিগুড়ি ১ বৈশাখ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 15 April 2025 Tuesday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 325



তুলির টানে স্বাগত বাংলা নববর্ষকে। পয়লা বৈশাখের প্রাক সন্ধ্যায় শিলিগুড়িতে। ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।

বর্ষবরণের আলপনায় ও সেলাফ



শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : নিউ ইয়ার্স ইভ যদি হয়, সংক্রান্তির সন্ধ্যা হবে না কেন?

হতেই পারে। আর সোমবার সন্ধ্যায় বাঘা যতীন পার্ক চত্বরে তেমনটাই হল। পার্কের গেট থেকে শুরু করে সামনের ব্যাংক অবধি রাস্তাটুকুর দৈর্ঘ্য আর কতটা হবে? মেরেকেটে ১০০ মিটার। ব্যস্ত অফিস টাইমে এই রাস্তাটুকু পেরোতেই যে কতখানি সময় লাগে আর কতবার গাড়ির হর্ন বাজাতে হয়, সেকথা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এদিন রাত ১০টা নাগাদও ছবিটা ছিল অনেকটা তেমনই। বাইক, স্কুটার আর গাড়ির ভিড়ে চাকা জ্যাম। তবে হর্ন বাজিয়ে হুড়োহুড়ি করছিলেন না কেউ। বরং দু'দণ্ড সময় নিয়ে দেখছিলেন

বিকাল থেকেই

দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছিল রাস্তা।

ব্যারিকেড

শুরু হয়ে গিয়েছিল আলপনার তোডজোড়। সন্ধ্যায় পার্ক লাগোয়া রাস্তার একপাশজুড়ে যখন আলপনা দেওয়া হচ্ছিল, তখনই গেটের সামনে পুরোনো বছরকে বিদায় জানাতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল অর্চক নামের সাংস্কৃতিক সংগঠন। অনুষ্ঠান ও আলপনা দেওয়ার কাজ শেষ হতে হতে রাত গড়িয়েছে। 'লাইভ' সেই কাজ দেখতে ব্যারিকেডের ওপারে ভিড়ও জমেছে। আর আলপনার রং শুকানোর জন্য যেটুকু অপেক্ষা না করলেই নয়, তারপরেই রাস্তার সেই পাশটা হয়ে উঠেছে সেলফি জোন। রাত ১০টাতেও সেখানে তখন এক ছবি শিকারির ফ্রেমে ঢুকে পড়ছেন আরেকজন। সকলেরই ব্যস্ততা রয়েছে। মঙ্গলবার সকাল সকাল পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রোফাইলের ডিপিটাও যে না বদলালেই নয়!

এরপর বারোর পাতায়

PICK & SAVE

আজ বিনামূল্যে

জাগো হে



নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শংকর, প্রফুল্ল রায়, পি সি সরকার, গৌতমেন্দু রায়, সাগরিকা রায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শবরী চক্রবর্তী, জেন-জি. তিন কন্যার পয়লা স্মৃতি, উত্তম পদ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত বিশেষ সংখ্যা

INDIA'S

MOST TRUSTED INANCIAL SERVICES BRAND 2025'

dell QR cetts

শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে সোমবার ভোররতি থেকে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগর এলাকা। স্থানীয় সূত্রে খবর, বচসা থেকেই দ'পক্ষের মধ্যে ঝামেলার সূত্রপাত। একসময় দু'পক্ষের মধ্যে ঢিল ছোড়াছুড়ি শুরু হয়। ঘটনায় দ'পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত ইয়েছেন। তাঁরা বর্তমানে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযোগ, সংঘর্ষ চলাকালীন একপক্ষের তিনটি বাড়িতে ভাঙচুর

জ্যোতিনগরে পুলিশের টহল। সোমবার সকালে।

অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার। তিনি বলেন, 'প্রশাসন জানে, কাউন্সিলার হিসেবে আমার ভূমিকা আজ কেমন ছিল। তাই এসব কথার কোনও মানে হয় না।' এদিকে, গুজবে কেউ যাতে

ভোররাতে

উত্তপ্ত শিলিগুডি

মদের আসর থেকে বিরোধ

কান না দেন, সেজন্য শহরবাসীকে বার্তা দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত 'সকলের কাছে হয়ে বলেন. অনুরোধ করব, কেউ কোনও ধরনের গুজবৈ কান দেবেন না।' যদিও গোটা ঘটনায় পলিশের ভমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, 'শনিবার রাত থেকেই এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। তাই পুলিশকে আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল। বহিরাগত কিছু লোক ঢুকে এমন কাণ্ড ঘটাচ্ছে বলে আমার মনে হয়। তাই প্রশাসনের উচিত এব্যাপারে আরও নজর দেওয়া। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

জ্যোতিনগর এলাকায় দু'দিন ধরেই উত্তেজনা রয়েছে। শনিবার রাতে জ্যোতিনগর নদীর ঘাট এলাকায় মদের আসরের বিরুদ্ধে দুই তরুণ প্রতিবাদ করেন এরপর তাঁদের মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছডায়। এদিন ভোরবেলা সেই উত্তেজনা নতুন করে

আক্রান্ত বিএসএফ, কান্দিতেও অশান্তি

কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ, ১৪ এপ্রিল: ধুলিয়ানে নতুন করে কোনও অশান্তি না হলেও সামশেরগঞ্জে ফের উত্তেজনা ছড়ায় রবিবার। সামসেরগঞ্জের জাফরাবাদে একটি আম বাগান থেকে ইট-পাটকেল ছোড়া হয়। গ্রামে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী দুষ্কৃতীদের তাড়া করে বটে, বাগানের মধ্যে কিছুটা যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় বাহিনী আক্রান্ত হয়। তখন পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী কম থাকায় পিছু হঠতে বাধ্য হয়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুষ্কৃতীদের ধাওয়া করে। তখন তারা পালিয়ে বাঁচে।

নতুন করে অশান্তি ছড়িয়েছে মর্শিদাবাদের কান্দিতে। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় মর্শিদাবাদের সতি ও সামশেরগঞ্জ অগ্নিগর্ভ হওয়ার ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের আর্জি জানানো হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার ওই জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের হয়। তাতে ওয়াকফ আইনকে অজুহাত হিসেবে দেখিয়ে আসলে হিন্দুদের ওপর হামলার অভিযোগ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে আবেদনকারীদের বক্তব্য, হামলা রুখতে রাজ্য প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। যদিও সোমবার সন্ধ্যায় কালীঘাট স্কাইওয়াকের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ধর্মের নামে অধার্মিক আচরণ করবেন না।

कथाय कथाय জমি মানেই খাঁটি সোনা, রামরাজ্যে হরির লুট

আশিস ঘোষ



বৈঠে ত্রিলোকা/ হর্ষিত ভয়ে গয়ে সব সোকা।/ বয়রু ন কর কাহু সাথ কোই/ রাম প্রতাপ

তুলসীদাস রামচরিতমানসে লিখেছেন, রামচন্দ্র সিংহাসনে বসে রাজকার্য নিজের হাতে নিলেন। স্বৰ্গ, মৰ্ত্য, পাতাল তিন লোক প্ৰসন্ন হল, তাদের সব দুঃখ দূর হয়ে গেল। রামের প্রতাপে সবার মনের ভেদভাব নম্ট হয়ে গেল। কেউ কারও সঙ্গে শত্রুতা করে না।

সে রাম নেই। সে অযোধ্যাও নেই। এ যুগের রামরাজ্যে অযোধ্যায় জমি মানেই সোনা।যোগীরাজ্যে জমি মানেই মোটা টাকার কারবার। এই তো সেদিন সরযু নদীর তীরে মাঝা জামতাড়ায় কিছু জমি টাইম সিটি মাল্টি স্টেট কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি ১ কোটি ১৩ লাখ টাকায় কিনেছিল। সেই জমি তারা আদানি গ্রুপকে বেচেছে তিনগুণেরও বেশি দামে, ৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকায়। এই টাইম সিটি যে কোনও এলেবেলে কোম্পানি নয়। এই কোম্পানির মালিক কাপ্তানগঞ্জের আগেকার বিজেপি এমএলএ। সে রাজ্যের বিজেপির কেম্টবিষ্টুদের

এরপর বারোর পাতায়

DNB-D000808893

GCH-D000802172

OR কোড স্ক্যান করুন এবং

100 টির ও বেশি ব্যাঙ্গেল

ডিজাইন দেখুন।

চাকরি হারিয়ে দিল্লি যাত্রা, কটাক্ষ শুভেন্দুর

চালিয়েছে একদল দুষ্কৃতী। ভেঙে

দেওয়া হয়েছে বাড়ির ভেতরে ও

বাইরে থাকা একাধিক টোটোর কাচ।

একজনের বাড়ির সামনে দোকানের

শাটার ভেঙে লুটপাটের ঘটনা পর্যন্ত

ঘটেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন

সকালে দফায় দফায় উত্তেজনা

তৈরি হয়। এমনকি স্থানীয় ওয়ার্ড

কাউন্সিলার বিবেক সিং ক্ষতিগ্রস্ত

বাড়িগুলি দেখতে গেলে, একটি

পক্ষ তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর

চেষ্টা করে। পুলিশ অবশ্য পরিস্থিতি

চলাকালীন

ভূমিকা নেননি। উলটে

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ

সদর্থক

কোনও

তিনিও

নিয়ন্ত্রণে আনে।

নয়নিকা নিয়োগী ও নবনীতা মণ্ডল

কলকাতা **७ नग्ना** मिल्लि, ১৪ এপ্রিল : দিল্লি রওনা হলেন চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। বুধবার দিল্লির যন্তরমন্তরে ধর্না বিক্ষোভের কর্মসূচি রয়েছে তাদের। রবিবার ট্রেনে রওনা হয়েছিলেন ৭-৮ জন। মঙ্গলবার আরও ৭-৮ জন ট্রেনে যাবেন। তার আগে ৬০ জন রওনা হন ভাড়া করা বাসে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁদের এই আন্দোলনকে করেছেন। 'মমতা-তাচ্ছিল্য ঘনিষ্ঠ' বলে কটাক্ষও করেছেন আন্দোলনকারীদের।

শুভেন্দুর কথায়, 'তৃণমূলের দালালরা দিল্লি যাচ্ছে। মেহবুব সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বন্দ্না



ভবিষ্যৎ নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা।

GNB-D000807398

GSC-D000802198

India's 2nd Most

Like & Follow us at

(2) [6] X

Trusted Jewellery

Brand 2024

GSB-D000802521

T.W.

170+

করছিলেন। ওসব ড্রামাবাজি জানা আছে।' দিল্লির পুলিশের হাতে আট ফুট সাইজের লাঠি আছে বলে চাকরিচ্যুতদের পরোক্ষে হুমকিও দেন তিন। তাঁর যুক্তি, 'সুপ্রিম কোর্ট যোগ্য-অযোগ্য বিচার করলে মুখ্যমন্ত্রী হাতেনাতে ধরা পড়বেন অযোগ্যদের চাকরি দেওয়ার অপরাধে। সেই ভয়ে অযোগ্যদের সামনে আনছেন না তিনি। যোগ্যদের তালিকা মুখ্যমন্ত্রীর কাছেই রয়েছে।'

যোগ্যরা যেদিন বাসে দিল্লি গেলেন, সেদিনই কলকাতায় মিছিল করল আদালত ঘোষিত 'অযোগ্য শিক্ষকদের সংগঠন 'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন টিচিং ফোরাম ২০১৬'। তারা গাজিয়াবাদ থেকে সিবিআইয়ের উদ্ধার করা হার্ডডিস্কে প্রাপ্ত ওএমআর শিটের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় অমান্য করার অভিযোগে সোমবার চার আমলার কাছে নোটিশ পাঠানো

হয়েছে।

এরপর বারোর পাতায়



শুভ নববর্ষের আন্তরিক অভিনন্দন

O% সহজ EMI। 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সার্টিফায়েড ন্যাচরাল ডায়মন্ডস

বাইব্যাক সুবিধা।লাইফটাইম মেন্টেন্যান্স।ফ্রি বীমা

Scan here

nearest

to know your

Senco Store!

○ 7605023222 ♥ 1800 103 0017

GPB-D000804121

FRANCHISEE

ENQUIRY:

9874453366



Muthoot Finance

গোল্ড লোন

প্রতিটি শুভারম্ভে আপনজনদের মত ভরসা

স্মৃতি ভুলে বৌয়ের বাইরে থাকাই কাল হল, আপাতত দাদার বাড়িতে

জুর চেন্টা ব্যর্থ, স্বামীর ঘরে ঠাঁই হল না বাসন্তীর

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৪ এপ্রিল : যতই হোক, বাড়ির বৌ বলে কথা। তাঁর কি বাডির বাইরে থাকা মানায়! রামায়ণে সীতার উপাখ্যান হোক বা একুশ শতকের বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামের বাসন্তী সোরেন, দুজনের জীবন যেন প্রায় একই সূতোয় মিলে গেল। সংসারে আর ফেরা হল না। মানসিক ভারসাম্যহীন বধু প্রায় দুই বছর আগে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। স্মৃতি হারিয়ে মুঙ্গের জেলার সাবাইয়া গ্রামের বাসন্তীর ঠাঁই হয় হোমে। তারপর দীর্ঘ চিকিৎসার পরে শুক্রবার বাড়ি ফিরলেও স্বামী

তাঁকে ঘবে ফেবালেন না। এতদিনে সংসারে তিনি ব্রাত্য। বাসন্তীর স্বামী বাডির বৌয়ের এতদিন বাইরে থাকা মানতে পারেননি। তাই স্মৃতি হারানো পাঁচ সন্তানের মায়ের ঠাঁই হল পাশে লকরকোনা গ্রামে নিজের বাপের বাডিতে। স্বামীর প্রত্যাখ্যানে দাদা নিরঞ্জন সোরেনের কাছেই

বছর দুই আগে মানসিকভাবে অসুস্থ বধূ একদিন হঠাৎ করেই বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। একসময় তিনি বীরপাড়ায় পৌঁছোন। সাহায়ে ডিমডিমার সমাজকর্মী সাজু তালুকদারের হেভেন শেলটার হোমে তিনি আশ্রয় পান।



বিহারের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে নিরঞ্জন ও বাসন্তী। -ফাইল চিত্র

এতদিন সেখানেই ছিলেন। বহুদিন তাঁর স্মৃতি ফেরে। শুক্রবার বাসন্তীকে চিকিৎসার পর মাস তিনেক আগে নিয়ে মুঙ্গেরে তাঁর স্বামীর বাড়িতে

জানিয়েছেন, বৌ এতদিন বাড়ির প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছোন সাজু। সেখানে বাইরে ছিল। তাই তিনি আর তাঁকে ঘরে তুলবেন না। যদিও অসুস্থ বোনকে ফেলতে পারেননি দাদা নিরঞ্জন।

বললেন, 'বীরপাড়া হাসপাতালে একজন মনোরোগের চিকিৎসক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে রোগী দেখেন। তাঁর চিকিৎসায় অনেকেই স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন। দু'বছর চিকিৎসার পর বাসন্তীরও ধীরে ধীরে সবকিছু পড়ে। তিনি তাঁর ঠিকানাও জানান। বহস্পতিবার তাই তাঁকে ेবিহারে গিয়েছিলাম।' ফেরাতে প্রথমে খাগারিয়া, তারপর মুঙ্গের

সারাদিনে মাত্র তিনটি টোটোরিকশা যায়। শুক্রবার সারাদিন খুঁজে বধুর বাপের বাড়ির খোঁজ মেলে। দাদাকে সঙ্গে নিয়ে তারপর পাশের গ্রামে মহিলার শৃশুরবাড়িতে যাওয়া হয়। সাজুর সঙ্গে কমল বিশ্বাস নামে আরেক ব্যক্তিও ছিলেন। সাজু জানান, বাসন্তীর স্বামীর কাছে দিদিকে ফেরানো নিয়ে কথা বলতেই নিরঞ্জন ও বধুর স্বামী মারপিটে জড়িয়ে পড়েন। বাসন্তীর স্বামী কিছতেই তাঁকে মানতে চাননি। এদিকে, বাসন্তীর দাদাও তাঁকে জোর করছিলেন। শেষ পর্যন্ত স্থানীয়দের

বাডিতে ফেরেন সকলে।

এরপর রবিবার ডিমডিমায় ফেরত আসা হয়। সেদিন রাতেই শিলিগুড়ি থেকে মুঙ্গেরের বাসে বাসন্তী ও নিরঞ্জন বাড়িতে ফিরেছেন।

সাজর কথায়, ভারসাম্যহীনদের অনেকেই পথ ভূলে হারিয়ে যান। হেভেন থেকে অনেকেই ঘরে ফিরেছেন। আবার অনেক বযস্ক মান্য সন্তানদের অত্যাচারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তবে মানসিক ভারসাম্যহীনের স্মৃতি ফেরার পর পরিবার তাঁকে ঘরে তুলতে রাজি হয়নি এমন ঘটনার সাক্ষী এই প্রথমবার হলাম।

ম্যানেজমেন্টের

পুনর্মিলন

শिनिञ्जिष्, ১८ विश्वन

ম্যানেজমেন্ট বিভাগে দু'দিনব্যাপী

পুনর্মিলন অনুষ্ঠান আয়োজিত

হতে চলেছে। আগামী ২৬ এপ্রিল

সকাল ৮টায় রবীন্দ্র-ভানু মঞ্চে

অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। সাংস্কৃতিক

ও সকলের সঙ্গে মেলামেশা। ২৭ এপ্রিল ক্যাম্পাসের বাইরে

একটি আনন্দঘন ভ্রমণ, চা চক্র ও

সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠান সহ আরও

থেকে

বেশি প্রাক্তনী বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত। বিভাগীয় প্রধান ডঃ

আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রাক্তনী ও

কপোরেট জগতের সঙ্গে বিভাগের

সংযোগ স্থাপিত হবে। যা বিভাগের

ঐতিহ্যের পাশাপাশি ভবিষ্যতের

পুনর্মিলনই স্মৃতিচারণ নয়, এটি

সোনা ও রুপোর দর

বিভাগীয় সূত্রে খবর, এই

্ দায়বদ্ধতাকে

অনুষ্ঠানের থাকছে প্রাক্তনীদের কমিটি গঠন

নানা পর্ব থাকবে।

বিভাগটির

সুদৃঢ় করবে।'

পাকা সোনার বাট

পাকা খুচরো সোনা

হলমার্ক সোনার গয়না

একটি মাইলফলক।

(৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

(৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

(৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

রুপোর বাট (প্রতি কেজি)

খচরো রুপো (প্রতি কেজি)

দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স

অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

২০০৩ সালে

সন্ময় মল্লিকের কথায়,

বিশ্ববিদ্যালয়ের

আটশোর

'এই

৯৩৮০০

৯৪৩০০

৯৫৭০০

৯৫৮০০

সমীক্ষক চাই

শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া, কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি

ও আশ্রমপাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাঠক সমীক্ষার

জন্য চটপটে, উৎসাহী ও উদ্যমী তরুণ-তরুণী

চাই। আকর্ষণীয় শর্ত। স্থানীয় বাসিন্দারা অগ্রাধিকার

পাবেন। আগ্রহীরা ফোন নম্বর সহ ১৭ এপ্রিল ২০২৫-

এর মধ্যে আবেদন করুন এই মেল আইডি-তে :

readerssurvey 2025@gmail.com

শিলিগুড়িতে ইট ফ্যাক্টরির জন্য লেবার (M/F) ও পিকআপ ভ্যান চালানোর জন্য ড্রাইভার চাই। বেতন সাক্ষাতে। M : 98320-12224. (C/116050)

শিক্ষা

অনলাইন/অফলাইন গিটার ক্লাস, সব বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য। WhatsApp : 9064720674. (C/116122)

Affidavit

Fariduddin Mahammad Son of Late Ajijar Rahaman, Residing at Rabvita, Leusipakuri, Phansidewa, Dist. shall henceforth be known as Md Fariduddin as declared before the Notary Public at Siliguri vide affidavit no 92AB 929092 dated 09-04-2025 Mahammad Fariduddin and Md Fariduddin both are same and identical person. (C/116048)

বিক্ৰয়

Sale Eicher 3015-2021-WB-73-F-9964. 3532950301. (C/116126)

Commercial Building sale, Bidhan Market, George Slg. 9832699559/7908420738 (C/116049)

বিক্ৰয়

<u>ণলিগুড়িতে</u> উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন ফোনঃ ৯৬৭৮০৭২০৮৭







বনাধিকারিকের অভিনব উদ্যোগ

বন্যপ্রাণের গল্পে সচেতনতার বাতা

শिनिञ्जिष, ১८ এপ্রিল কেউ আসেন বাঘ দেখতে. কেউ বা হাতির পিঠে চড়তে, বা প্রকৃতি দেখতে। তাঁকেও বেঙ্গল সাফারিতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তবে তিনি খোঁজ করেন ছোট্ট থেকে বডদের. প্রত্যেকের মাঝে হারিয়ে যেতে, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। সৃষ্টি বলতে, বন্যপ্রাণ নিয়ে কবিতা, ছড়া, নানান গল্প। তিনি বেঙ্গল সাফারির অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার জনার্দন চৌধুরী। তাঁর খেয়ালে থাকে বন্যপ্রাণ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, সচেতনতা গড়ে তোলা। শরীরে একাধিক ক্ষতচিহ্ন।

চিহ্নগুলি তাঁর কর্মজীবনের প্রাপ্তি। কেননা, কখনও হাতির হামলার মুখে পড়তে হয়েছে, তো কখনও আবার বাইসনের। কিন্তু পিছিয়ে আসেননি বরং বন্যপ্রাণদের ভালোবেসে ফেলেছেন। সেই ভালোবাসার লড়াইয়ের কথাই তিনি তুলে ধরছেন মানুষের কাছে। মাদারিহাটের বাসিন্দা জনার্দন কখনও সাফারিতে থাকা হাতিদের নিয়ে মজার গল্প বলেন. কখনও আবার বাঘ মামার জীবনকে কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেন। যাটোর্ধ্ব জনার্দন অবসর নিয়েছিলেন ২০২২ সালে। কিন্তু বাডিতে মন টেকেনি। তাই রাজ্য জু অথরিটির থেকে পুনরায়



বেঙ্গল সাফারিতে পড়য়াদের সঙ্গে জনার্দন চৌধুরী। -সংবাদচিত্র

তাঁর কর্মস্থল শিলিগুড়ির অদূরে থাকা বেঙ্গল সাফারি।

এর আগে যাঁরা তাঁর মুখে গল্প শুনেছেন, তাঁরা পুনরায় সাফারিতে এলে নাকি জনার্দনের খোঁজ করেন, বলছিলেন সাফারির অন্য কয়েকজন কর্মী। নতুনরাও খুশি মনে বাড়ি ফেরেন জনার্দনের গল্প শুনে। রবিবার পরিবারের সঙ্গে এখানে এসেছিল অনসয়া দে. সৌমেন দে। সৌমেনের 'উনি ভীষণ ভালোভাবে সম্পর্কে, এখানে থাকা নানান পশুপাখি সম্পর্কে আমাদের বুঝিয়েছেন। বন্যপ্রাণ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে পেরেছি।' গল্প

১ ঘণ্টার মহাপর্ব রাত ৯.৩০

শ্রীকমার

আকাশ

আকাশ আট

খুঁখার, বিকেল ৫.২০ সিম্বা, রাত

৮.৩০ কিসি কা ভাই কিসি কি

অ্যান্ড পিকচার্স : দপর ১.২৩

জানওর, বিকেল ৪.৫৭ টয়লেট-

এক প্রেম কথা, রাত ৮.০০ সুরয়া

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা

১১.৪৮ হমারি অধুরি কাহানি,

দুপুর ২.০২ রানওয়ে ৩৪,

কিসি কা ভাই কিসি কি জান

আকাশ আটের বর্ষপূর্তিতে পঁচিশে আকাশ অনুষ্ঠানে থাকবেন তন্ময় বসু তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার,

রাগেশ্রী দাস। গুড মর্নিং সকাল ৭.০০

১১.২৭ ইন্টারন্যাশনাল

চটোপাধ্যায়

আজ টিভিতে

নববৰ্ষে নানা অনুষ্ঠান

ঝিল্লি. ঋষি ও কথা এভির সঙ্গে নাচে- **অনরাগের ছোঁয়ায় শু**ভ নববর্ষ।

অনুষ্ঠান দুটি স্টার জলসা

রাউডি

৭.০০ বলো দুগ্গা মাইকি, ১০.০০ বিকেল ৪.২৭ রশমি রকেট,

১১.৫২ সূর্যবংশী, দুপুর ২.৪৮ রাত ৮.৩০ জি বাংলা সিনেমা এইচডি

অভিমান বেলা ১১.৩০ জি বাংলা সিনেমা

: দ্য সোলজার

সন্ধে ৬.৪৫ ফিতর

গানে <mark>নববৰ্ষ উদযাপন।</mark> বিকেল ৫.৩০

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০

অভিমান, দুপুর ২.৩০ পূজা,

বিকেল ৫.৩০ শতরূপা, রাত

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জিও

পাগলা, বিকেল ৪.৩০ বর আসবে

এখনি, সন্ধে ৭.২০ মিস কল, রাত

कालार्भ वाःला भित्नभा : भकाल

গ্যাঁড়াকল, দুপুর ১.০০ নাটের

গুরু,বিকেল ৪.১৫ মহাগুরু, সন্ধে

৭.১৫ বন্ধন, রাত ১০.১৫ কেঁচো

খুঁড়তে কেউটে, ১.০০ চলো

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সমাধান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মন

জি সিনেমা এইচডি : বেলা

১২.৩০ বিসর্জন

১০.০৫ হিরোগিরি

পাল্টাই

তখন না করতে পারেননি। বর্তমান শোনার ফাঁকে অনেকেই তাঁর হাতে থাকা ক্ষত সম্পর্কে জানতে চায়। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'একসময় জংলি হাতির চিকিৎসা করতে গিয়ে কুনকির হামলার মুখে পড়ি। কুনকিটি দাঁত পেটে ঢুকিয়ে দেয়। দু'হাত দিয়ে দাঁত বের করার চেষ্টা করি। সুস্থ হতে

টানা তিন মাস লেগে যায়।' ২০১১ সালে কবিগুরু এক্সপ্রেসে সাতটি হাতির মৃত্যু সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছিল, বললেন তিনি। জনার্দন 'একটি হাতি এমনভাবে ইঞ্জিনে আটকে ছিল যে, কেটে বের করতে হয়। সত্যিই ভয়ংকর অভিজ্ঞতা।' যা এখনও মাঝে মাঝে তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।

নতুন সংগঠন

কোচবিহার, ১৪ এপ্রিল

বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির কাছে যেন

সাধারণ মান্য হার না মানেন। সেই

উদ্দেশ্যে সোমবার কোচবিহারে

তৈরি হল পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু সনাতনী

মঞ্চ। আগামীতে পশ্চিমবঙ্গের

প্রতিটি জেলায় এই সংগঠন তৈরি

হবে বলে জানা গিয়েছে। সংগঠনের

আহ্বায়ক প্রণব গোস্বামী বলেন,

'রাজনৈতিক দলগুলির ইচ্ছে থাকলেও সব কাজ করা হয়ে

ওঠে না। আমাদের দাবি এক দেশ.

এক আইন।'

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : তিনি এক কোপে মুরগির গলা নামিয়ে ছাল ছাড়িয়ে মাংস ওজন করে দেন ক্রেতাদের। রক্তমাখা দু'হাত দেখলে কে বলবে পরম যত্নে তিনি সংসার আগলান। শুধু তাই নয়, দুপুরে মাংসের দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে ফের টোটো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন অধিক আয়ের আশায়। লাটাগুড়ির উত্তর মাটিয়ালি মহাকালপাডার এই মহিলার নাম কল্পনা রায়। অনেকেই তাঁর এই জীবন সংগ্রাম দেখে কুর্নিশ না জানিয়ে পারেন না।

স্বামী অমৃত রায় ও পাঁচ বছরের ছেলে রক রায়কে নিয়ে ছোট সংসার কল্পনার। নিজের মাংসের দোকানের পাশাপাশি টোটো চালিয়েই সুখে



চৈত্র সংক্রান্তিতে হাজরা নাচ। সোমবার রায়গঞ্জে। ছবি : বাসুদেব চক্রবর্তী

টোটোচালকের হাতে

কোপ মুরগির গলায়

টোটো নিয়ে ক্রান্তি বাজারে কল্পনা।

সংসার চলছিল এই ছোট্ট পরিবারের। কিন্তু বছবখানেক আগেই হৃদবোগে আক্রান্ত হয়ে চলাফেরার ক্ষমতা হারান অমৃত। সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি অকেজো হয়ে পড়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েন কল্পনা। হয়তো সংসার টেকানো সম্ভব হত না সময় নষ্ট না করে সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন তিনি। যে হতে কতদিন লাগবে তাঁজানা নেই। টোটো চালিয়ে সংসার চলাতেন তাঁর স্বামী, সেই টোটো চালানোর সিদ্ধান্ত নেন তিনি। পাশাপাশি স্বামীর মাংসের

পারব কি না সেই ভয়ে প্রথমদিকে তাঁর পরিবারকে সাহায্য করা যায় কি যাত্রীরা আমার টোটোয় চাপতে না, তা তিনি দেখবেন।

ঘোরাফেরা করার পর এক-দজন করে যাত্রী উঠতে শুরু করেন।' এখন টোটো নিয়ে দিব্যি লাটাগুড়ি থেকে ১২ কিমি দুরের ক্রান্তি হোক বা লাটাগুড়ি থেকে ৬ কিমি দূরের মৌলানি, যাত্রীদের নিরাপদে পৌঁছে দিচ্ছেন। আর মাংসের দোকান চালাতে অসুবিধা হচ্ছে না? কল্পনার উত্তর, 'প্রথমদিকে মাংস কাটতে সমস্যা হত। তবে এখন আমি সাবলীল।'

কল্পনার স্বামী চিকিৎসায় এখন অনেকটাই সুস্থ। অমৃতর কথায়, 'নিজের মনোবলৈ স্ত্রী যদি শক্ত হাতে সংসার না ধরত তাহলে আজকে কল্পনা জানালেন, স্বামীর পুরোপুরি সুস্থ তবে স্বামী সুস্থ হলেও আগামীতে এই কাজ চালিয়ে যেতে চান তিনি। কল্পনার এই জীবন সংগ্রামের কথা জানা দোকানও চালাবেন বলে ঠিক করেন। ছিল না লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কল্পনা বলেন, 'ঠিকঠাক চালাতে উপপ্রধান কবিতা সেনের। কল্পনা ও

নৃত্যে রোজগার সাড়ে ৮ লক্ষ

বনবস্তির ৩৭ আদিবাসী মহিলার মুখে হাসি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : চা বাগানে পাতা তোলার কার্জে মেলা মজরি দিয়ে সংসার চলত ধুঁকেধুঁকে। তবে বন দপ্তরের উদ্যোগে দিন विपटनर्ष्ट नाठाश्चिष्ठ जञ्जन नारगाया वर्षापित এমনই ৩৭ জন মহিলার। গৃহস্থালীর কাজ সেরে সন্ধ্যায় এক-দেড় ঘণ্টা পর্যটকদের আদিবাসী নৃত্য দেখিয়েই গত সাত মাসে এই মহিলারা রোজগার করেছেন প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা। বিকল্প এই আয়ে খুশির হাওয়া বনবস্তিতে।

এমনই একজন বড়দিঘি বনবস্তির বাসিন্দা বিশমেনি মুন্ডা। তিনি ও তাঁর স্বামী সানি মুন্ডা দুজনেই বাগানে দিনমজুরি করতেন। এক সন্তান রয়েছে তাঁদের। মজুরির টাকা দিয়ে সংসার চলত খুব কম্টে। একই পরিস্থিতি স্থানীয় পুনম খেরিয়ারও ছিল। তাঁর স্বামী রতন খেরিয়া আবার



আদিবাসী নৃত্যগোষ্ঠীর নাচ।

অসুস্থতার জন্য কোনও কাজই করতে পারতেন না। বনবস্তির এমনই ৩৭ জন মহিলা আজ বাডতি রোজগার করছেন। সাত মাস আগে বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের তরফে এই মহিলাদের নিয়ে একটি আদিবাসী নৃত্যগোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে। পর্যটকরা বিকেলের শিফটে লাটাগুড়ি জঙ্গলের বড়দিঘি বিট অফিস চত্ত্বরে মহিলাদের এই আদিবাসী নৃত্য উপভোগ করতে পারেন। সঙ্গে বাড়তি পাওনা বনবস্তির মহিলাদের হাতের তৈরি আদা চা। এর জন্য পর্যটকদের গুনতে হয় মাথাপিছু ৫০ টাকা করে।

গত সাত মাসে পর্যটকদের কাছ থেকে ওই নৃত্যগোষ্ঠীর মহিলারা মোট রোজগার করেছেন প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা। লাটাগুড়ি রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত জানান, প্রতিদিনের টাকা জমা করে কয়েক মাস অন্তর ওই মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আগামীদিনে বনবস্তির মহিলাদের আরও কীভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়, সেই চেষ্টাও চলছে বলে জানান তিনি।

নত্যগোষ্ঠীর সদস্য প্রমিলা ওরাওঁ বলেন সারাদিন কাজের পর সন্ধ্যায় পর্যটকদের সামনে নৃত্য পরিবেশন করতে পেরে ভালোই লাগছে। বন দপ্তরের এই উদ্যোগে বাড়তি কিছু টাকা রোজগার করায় কিছুটা সুবিধে হয়েছে সংসার চলাতে।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। অনৈতিক কোনও কাজ এড়িয়ে চলুন। বৃষ : খুব শান্ত মাথায় থাকুন। কেউ আপনাকে বিনা কারণেই অপমান করতে পারে। মিথুন : কাউকে যেচে উপকার করতে যাবেন না। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে বের হবার পরিকল্পনা। কর্কট : ব্যবসার কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। সিংহ : বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাবে। ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে অশান্তি। কন্যা : পেটের অসুখে সমস্যা।

দূরের কোনও বন্ধুর সাহায্যে ব্যবসার সমস্যা কাটিয়ে স্বস্তি। কোমর ও পিঠের ব্যথা ভোগাবে। তুলা: পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে বের হবার পরকল্পনা সফল হবে। পেটের অসুখে সমস্যা। বৃশ্চিক : সন্তানের জন্যে বৈশ কিছু অর্থ খরচ করতে হবে। জমি কেনার সুযোগ পাবেন। ধনু : ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। ঘাড় ও পিঠের ব্যথা কমে যাওয়ায় স্বস্তি। মকর : খুব অল্পে সম্ভষ্ট থাকুন। বিকেলের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। কুম্ভ: নতুন কোনও বন্ধ পেয়ে খব খুশি হবেন। কর্মক্ষেত্রে জটিল কোনও কাজেব সমাধান কবতে পেরে প্রশংসিত। মীন : মেজাজ হারিয়ে কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে ঝগড়া।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২৫ চৈত্ৰ, ১৫ এপ্রিল, ২০২৫, ১ বহাগ, সংবৎ ২ বৈশাখ বদি, ১৬ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২১, অঃ ৫।৫৪। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া দিবা ৮।৪৪। বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ১।৬। অসকযোগ রাত্রি ৯।৫৪। গরকরণ দিবা ৮।৪৪ গতে বণিজকরণ ৯।৪১ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- তুলারাশি সূদ্রবর্ণ মতান্তরে অষ্টোত্তরী ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, সন্ধ্যা ৬।২৯ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ১ ৷৬ গতে দেবগণ অস্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। ২।৫১ মধ্যে।

মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, দিবা ৮।৪৪ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১ ৷৬ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ৮।৪৪ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৬।৫৫ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২। ৪৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২০ গতে ৮।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ৯।৪১ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। নবব্যরিস্ত, নতুনখাতা পুজা, হালখাতা মহরত, ১৪৩২ সাল আরম্ভ। অমৃত্যোগ- দিবা ৭।৪০ গতে ১০।১৫ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ২।৩৫ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৫।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৭ মধ্যে ও ৯।০ গতে ১১।১১ মধ্যে ও ১।২৩ গতে

হোয়াটসঅ্যাপেই

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হব জামাই অথবা পুত্রবধু খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শুনাপদের জনা প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবন্ধ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি। আপনাকে আসতে হবে না। গুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন

দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসআপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে। ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

সভর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।



সংহের আরাধ্যা, স্বপ্নগুলো সত্যি হোক, সকল আশা পূরণ হোক। দুঃখগুলো দূরে থাক, সুখে জীবনটা ভরে যাক।জীবনটা হোক ধন্য, স্নেহ ও আশীর্বাদ তোমার জন্য। শুভ জন্মদিন - **মিত্রাজ**, বিন্নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।



অনেক শুভেচ্ছা রইল। তোমার জীবনে আরও উন্নতি হোক। ভালো থেকো, সৃস্থ থেকো। - নির্বাণ (ভাগ্না), মা, বাবা ও পরিবারবর্গ, মধ্য শান্তিনগর, শিলিগুড়ি।

শিক্ষা দুর্নীতিতে আন্দোলনের পথে বামেরা

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল : ১৭ এপ্রিল এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছেন বামপন্থীরা। এই মিছিলে সমাজের সকল স্তারের যোগদানের আহ্বান জানানো হয়েছে। ওইদিন কর্সবা কাণ্ডের প্রতিবাদে ও শিক্ষা দুর্নীতির অভিযোগে আন্দোলনে পথে নামবে তারা। শিক্ষা দুর্নীতির অভিযোগকে সামনে রেখে নিজেদের পরিসর

বাড়াতে চাইছেন বামেরা। বৃহস্পতিবার শিক্ষক সংগঠন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ডাকে এসএসসি ভবন অভিযানে যোগ দেবে ৯টি বামপন্থী ছাত্ৰ-যুব সংগঠন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে সেক্ষেত্রে দলমত নির্বিশেষে সকলকেই যোগ দিতে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বামেদের মধ্যে কঠোর দলীয় শুঙ্খলতা রয়েছে। যার ফলে বামমনস্ক বা সেই ভাবধারায় বিশ্বাসী অনেকেই বামেদের সঙ্গে একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে ছাত্র-যুবদের মাধ্যমে সকল শ্রেণির মান্যকে শামিল করতে চাইছেন বামেরা। যাতে শ্রেণি সংকীর্ণতা ও দলীয় শৃঙ্খলতার বাঁধন শিথিল হিসেবে জনসমক্ষে প্রকাশ করা যায়। এসএফআইয়ের এক রাজ্য নেতার কথায়, 'ওইদিন বামপন্থী বা বামমনস্ক ছাড়াও সকল স্তরের মানষকে শামিল হতে বলা হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকলে তাকেও স্বাগত।

যোগ্য তালিকায় জটিলতা আজ প্রার্থনা পদ্মের কলকাতা. ১৪ এপ্রিল : বাঙালির নববর্ষেও রাজনীতির চোঁয়। নবর্ষাব

চাকরি ফেরানোর অনিশ্চয়তা, ফের তৎপর নবান্ন

শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের রায়ের ওপর রিভিউ পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে গহীত হওয়ার আশা খুবই ক্ষীণ। তার মধ্যে আবার যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা বাছাই নিয়ে নতন করে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ১৯ হাজার যোগ্যদের একটা নতুন তালিকা তৈরি করেছে এসএসসি। এই পর্যন্ত ঠিক থাকলেও অযোগ্যদের তালিকা তৈরি নিয়েই নতুন বিপত্তি দেখা দিয়েছে। যা সুপ্রিম কোর্ট রিভিউ পিটিশন গ্রহণ করলে শুনানির সময় নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। আশঙ্কা এই সংক্রান্ত মামলায় আইনজ্ঞদের একাংশের। আর এই নিয়ে নতুন করে তৎপরতা শুরু হয়েছে নবান্ন প্রশাসন, শিক্ষা দপ্তর ও স্কুল সার্ভিস কমিশনে।

সোমবার নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত রিভিউ পিটিশন পেশ করার জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) চাকরিহারা যোগ্য প্রার্থীদের নতুন তালিকা স্কুলশিক্ষা দপ্তরে পাঠিয়েছে। যার সংখ্যা প্রায়

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল : যোগ্য

চাকরিহারাদের তালিকা স্কুল সার্ভিস

কমিশনের কাছে চেয়ে পাঠাল রাজ্যের

স্কুল শিক্ষা দপ্তর। রবিবারই ২৫,৭৫২

জন চাকরিহারার মধ্যে যোগ্য ও

অযোগ্যদের তালিকা স্কুল শিক্ষা দপ্তরে

জমা দিয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন।

এবার জেলাভিত্তিক তালিকা নিয়ে

পরবর্তী পদক্ষেপ করবে স্কুল শিক্ষা

দপ্তর। এই মুহূর্তে জেলাগুলিতে কোন

স্কুলে কতজন শিক্ষক রয়েছে, তার

হিসাব জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের

কাছ থেকে চেয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর।

শিক্ষকদের কথা ভেবে রিভিউ পিটিশন

করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার,

স্কুল সার্ভিস কমিশন, স্কুল শিক্ষা

দপ্তর। তবে রিভিউ পিটিশন হলেও

তা শীর্ষ আদালতে আদৌ গ্রহণযোগ্য

হবে কি না সেই নিয়ে সংশয়

রিভিউ পিটিশন বা তা খারিজ হলে

কিউরেটিভ পিটিশন করার সুযোগ

এই মামলার ক্ষেত্রে রয়েছে কি না তা

অধিকাংশ আইনজীবীর।

চাকরিহারা

অযোগ্যদের জেলাভিত্তিক

সূপ্রিম কোর্টের রায়ে যাঁরা 'অযোগ্য'

এসূএসসির কাছে। স্কুল মামলায় চাকরিহারা উভয় মহলেই। যদিও এদিন ছুটির দিন সত্ত্বেও নবায়ে সিবিআইও অযোগ্যদৈর একটা এখনও রাজ্য সরকার ঠিক করতে এই নিয়ে তৎপরতা দেখা গিয়েছে কলকাতা, ১৪ এপ্রিল : তালিকা সূপ্রিম কোর্টে পেশ করে। পারেনি চাকরি বাতিলের রায়ের এমনিতেই ২৬ হাজার শিক্ষক ও জটিলতার শুরু এখান থেকেই। ওপর কবে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন পেশ^{*}করা হবে। এক্ষেত্রে বলে চিহ্নিত হননি, তাঁদেরকেও একটা নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। এবার এসএসসির তৈরি করা নতুন আগামী ১৭ এপ্রিল মধ্যশিক্ষা তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষা পর্যদের এই সংক্রান্ত আর্জির ওপর



দিল্লির বাসে ওঠার আগে চাকরিহারা শিক্ষকরা। সোমবার।

দপ্তর সূত্রের খবর, এই সবটা খতিয়ে দেখেই রিভিউ পিটিশন সপ্রিম কোর্টে তালিকায় নতন ওই অন্তর্ভক্তি নতন করে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। তালিকা আগে থেকেই তৈরি ছিল সম্ভাবনাও থেকে যাবে সরকার ও নিজেও বিষয়টি নজরে রাখছেন।

রিভিউ পিটিশনের

গ্রহণযোগ্যতায় সংশয়

তাদের মতে, রিভিউ পিটিশন গ্রহণ

হলেও বায় বদলানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ।

বিরোধীদের যুক্তি, বিষয়টি সম্পর্কে

রাজ্য সরকার অবগত হওয়ার পরও

নিবাচনের আগে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি বজায়

রাখতে ও সরকার চাকরিহারাদের

চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার ইমেজ বজায়

রাখতে চাইছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু

এই ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে

রাজি হননি। তিনি বলেন, 'বিচারাধীন

বিষয় নিয়ে আমি কোনও প্রতিক্রিয়া

না। এতে রায় বদলানোর সম্ভাবনা

নেই। কিউরেটিভ পিটিশন গ্রহণ

নিয়েও সম্ভাবনা নেই বললেই

চলে।' আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ

চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'খুব কম ক্ষেত্রে

রিভিউ পিটিশন গ্রহণযোগ্য হয়।

কারও কাছে নতুন কোনও তথ্য

থাকলে যা শুনানির সময় আদালতে

দেওয়া যায়নি সেই সুযোগের ভিত্তিতে

রিভিউ পিটিশন করা যায়।

বর্ষীয়ান আইনজীবী অরুণাভ

'টেকনিক্যাল গ্রাউন্ড

পিটিশন করা যায়

আইনজীবী

দিতে পারি না।'

বলেন.

সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত জানার পরই রিভিউ পিটিশন রাজ্য সরকার পেশ পেশ করা হবে। তবে অযোগ্যদের করবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবদিক খতিয়ে দেখেই রিভিউ পিটিশন পেশ করতে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য ১৯ হাজার। অযোগ্যদের নামের এই নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ার বসকে নির্দেশ দিয়েছেন। মখামন্ত্রী

'আমার অভিজ্ঞতায় আমি কখনও

রিভিউ পিটিশন গ্রহণযোগ্য হয়েছে

দেখিনি। এই মামলায় কিউরেটিভ

পিটিশনের গ্রাউন্ডও নেই। বিরলের

মতো বিরলতম ক্ষেত্রে কিউরেটিভ

পিটিশন করা যায়।' একই বক্তব্য

আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের।

তিনি বলেন. 'সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে

একশোটা রিভিউ পিটিশন হলে

৯২টা খারিজ হয়ে যায়। আর তা

প্রকাশ্য আদালতে হওয়ার নজির

নেই। যিনি রায় লিখেছেন তার

বেঞ্চেই রিভিউ পিটিশন যাবে।

তাই সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে

দাঁড়ায়। এখন সরকার যদি তাদের

ক্রটি স্বীকার করে হলফনামা দেয়

তাহলে তা বিবেচ্য হতে পারে।' তবে

এক্ষেত্রে কোনও মন্তব্য করতে চাননি

রাজ্য সরকারের আইনজীবীরা।

আইনজীবী সঞ্জয় বর্ধন জানান,

তিনি রাজ্য সরকারের আইনজীবী

প্যানেলের শীর্ষ পদে রয়েছেন। তাই

এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে

পারবেন না। আইনজীবী কল্যাণ

বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বিষয়ে কোনও

বক্তব্য রাখতে নারাজ।

প্রশাসনিক মহলে। মুখ্যমন্ত্রীও এদিন এই ব্যাপারে মনিটরিং করেছেন। দিল্লিতে রাজ্য সরকারের বিশিষ্ট আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি ও কপিল সিবাল সহ আরও অনেকের সঙ্গে এদিনও কথাবাতা হয়েছে রাজ্য শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের।

সূত্রের খবর, রিভিউ পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে গৃহীত হবে কি না, সেই অনিশ্চয়তার মাঝে সরকার ও এসএসসির যোগ্য-অযোগ্যদের নতুন তালিকা নিয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ আশঙ্কা করছে। চাকরি বাতিল রায়ের সময়ই সুপ্রিম কোর্টের হাতে সিবিআইয়ের দেওয়া একটি যোগ্য ও অযোগ্য তালিকা ছিলই। আবার হুবহু সেই তালিকা নয়, নতুন করে এই সংক্রান্ত তালিকা আবার রিভিউ পিটিশনে সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা হবে। আদৌ চূড়ান্ত রায় ঘোষণার পর সুপ্রিম কোর্ট তা মানবে কি .না সেটাই এখন বড প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। রাজ্য সরকার এখন কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাই দেখার। স্বভাবতই এই নিয়ে নবার্ন ও চাকরিহারাদের মধ্যে কৌতৃহলের

মোদির সফরে রেল প্রকল্প চালুর সম্ভাবনা

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল: এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে রাজ্যে আসার সম্ভাবনা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। ওই সময় রাজ্যের একাধিক রেল প্রকল্পের সূচনা করতে পারেন তিনি। তারই মধ্যে বেশ কয়েকটি মেট্রো রেল প্রকল্পও রয়েছে। পাশাপাশি এসপ্ল্যানেড-শিয়ালদা অংশে কমিশনার অফ রেলওয়ের তরফে নিয়মিত পরিদর্শন চলছে। ছাড়পত্র মিললেই এই পরিষেবা চালু

হতে পারে। বৌবাজারে সুড়ঙ্গ বিপর্যয়ের কারণে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ শেষ করতে দেরি হয়ে যায়। ফলে হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাত্রী পরিষেবাও একসময় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। এখন শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড মেট্রোর ট্রায়াল রান চলছে। নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ পর্যন্ত মেট্রো নির্মাণের পরিকাঠামোর কাজ শেষ হয়েছে। রুবি থেকে বেলেঘাটা রুটেও মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়নি।

তবে প্রধানমন্ত্রীর সফরে এই রুটগুলিতে পরিষেবা চালু হবে কি না, তা এখনও নিশ্চিত করে জানায়নি রেলমন্ত্রক। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকেও রেলকে সুনির্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি।

আহ্বানে বঙ্গের হাল ফেরানোর প্রার্থনা জানাবে বঙ্গ বিজেপি। মঙ্গলবার বাংলা नववर्ष উপলক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে বর্ষবরণের পরিকল্পনা করেছে রাজ্য বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তমলুকের ঐতিহ্যবাহী বর্গভিমা মন্দিরে শোভাযাত্রা করে যাবেন লাল খেরোর খাতা নিয়ে। প্রথামাফিক সেই খাতাপুজো সেরে দেবতার কাছে রাজ্যের হাল ফেরানোর প্রার্থনা জানাবেন শুভেন্দু। এদিন এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'আমার হালখাতা রাজ্যের হাল ফেরানোর খাতা।'

মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের বর্ষবরণ পরিকল্পনাকে টেক্কা দিতে সকাল থেকেই এলাকায় এলাকায় মিছিল, বর্ণাঢ়্য শোভাযাত্রার পরিকল্পনা করেছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় এই পরিকল্পনায় কোচবিহার থেকে কলকাতা একসূত্রে বাঁধা। উত্তর কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পৌঁছোবে জোড়াসাঁকো ঠাকরবাড়িতে। শোভাযাত্রা প্রসঙ্গে উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ বলৈন, 'শোভাযাত্রা শুধ বর্ণাঢাই হবে না, সেখানে আঞ্চলিক সংস্কৃতির পাশাপাশি বাঙালি মনন ও ঐতিহ্যের প্রতিফলনও থাকবে। থাকবে প্রতিবাদও। তৃণমূলের জমানায় রাজ্যের সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির দুটো দিকই তুলে ধরা হবে শোভাযাত্রায়।' মঙ্গল ও অমঙ্গল কলস নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেবেন মহিলারা। মঙ্গল কলসে বাঙালির নতুন বছর ১৪৩২-কে আহ্বান আর অমঙ্গল কলসে লেখা থাকবে মমতার বিসর্জন।

প্রয়াত সাংবাদিক

সকালে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ৬০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আকাশবাণী ও দূরদর্শন কলকাতার বার্তা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান এবং কলকাতা প্রেস ক্লাবের সদস্য পার্থ ঘোষ।







পয়লা বৈশাখ এবং অক্ষয় তৃতীয়া অফার

§Rs. 300 OFF প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার

মূল্যের উপর

\$10% OFF

হীরে, গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর এবং প্ল্যাটিনামের গ্র্য়নায়

10% OFF

সোনার গয়নার মজুরিতে পুরনো সোনার গয়নার এক্সচেঞ্জে আপনি পাবেন ১০০% এক্সচেঞ্জ মূল্য।



SILIGURI: Dwarika Signature Tower, Sevoke Road, Opposite - Makhan Bhog, Ph: (0353) 291 0042 | 99338 66119

info@mpjjewellers.com | Shop Online at : www.mpjjewellers.com | For Queries : 98634 12126

GARJAHAT- (033) 4001 4856/58 BEHALA- (033) 23967777/6666 GARJA- (033) 2400 2107/7695 VIP ROAD- (033) 2500 6263/64/65 NAGERBAZAR- (033) 2519 1233 AMTALA- (033) 2460 9911 UTTAR PARA- (033) 2653 3300 5ERAMPORE- (033) 2652 22289/2229 CHANDANNAGAR- (033) 2669 0066 ARAMBAGH- (0321) 257 111 MIDNAPORE- (0322) 291 009 TAMLUK- 477749/169/ 90388 36826 KANTHI- 76788 94929 BURDWAN- (0342) 255 0234 DURGAPUR- (0343) 254 3268 RAMPURHAT- (0346) 255044 BERHANFORE- (0346) 274 222 MALDA- (03512) 220 424 COOCHBEHAR- (0352) 222 212 SUIGURI- (0353) 291 0042 GUWAHATI (G.S. ROAD)- 9395586707/ 8485991968 GUWAHATI (Adabagh- (0361) 247 0909 DIBRUKAGARH- (0376) 232 1740 SINASAGAR- 9864535165 TEZPUR- (03712) 222 444 JORHAT- (0376) 230 1122 NAGADN- (03672) 232 046 DHURRI- 70861 3439 BONGAIGAON- (03664) 225 111 BARPETA ROAD- 8638430095 SILCHAR- (03842) 231 063 SHELLONG- (0364) 250 5116 AGARTALA- 98634 12126



আইএসএফ-প্রালশ সংঘৰ্ষ ভাঙড়ে



কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিলে নৌশাদ সিদ্দিকী। সোমবার।

ভাঙড়ে। আইএসএফের উদ্যোগে রামলীলা ময়দান অভিযান শুরু বাসন্তী, ভাঙড় প্রভৃতি এলাকা কিন্তু পুলিশ তাঁদের সেখানেই আটকে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশের লাঠির আঘাতে বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন।

দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন মিছিল করে আইএসএফ। শিয়ালদা ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, '২৬ হাজার চাকরি বাতিলের ইস্যু থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দিতে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা এই পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে। বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলছেন, এই আইন ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় এই রাজ্যে কার্যকর হবে না, তিনিও মিছিলে বাধা দিয়ে পুলিশ উত্তেজনা এই আইনের বিরোধিতা করছেন। তৈরি করছে। তৃণমূল যতই দায় আমরাও এই আইনের বিরোধিতা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করুক, এই করছি। তাহলে পার্থক্য কীসের? আইনের প্রচ্ছন্ন ভূমিকা তৃণমূলেরও কেন আমাদের মিছিলে বাধা দেওয়া

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল: ওয়াকফ কার্যকর নাই করা হয়, তাহলে রাজ্য ইস্যুকে কেন্দ্র করে সোমবার ব্যাপক সরকারের যা পদক্ষেপ, সেগুলি করা গোলমাল হয় দক্ষিণ ২৪ প্রগনার হচ্ছে না কেন? কেন রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে মামলা করছে না? এই আইনের বিরোধিতায় যখন করেছিলেন কর্মী-সমর্থকরা। মিনাখাঁ, মানুষ বাসন্তী হাইওয়ে দিয়ে মিছিল কর্ছিল, কেন তৃণমূলের পুলিশ থেকে কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক আক্রমণ করল? আসলে যখনই কলকাতায় যাওয়ার জন্য জড়ো হন। রাজ্য সরকার চাপে পড়ে, দিল্লিগামী ফ্লাইট ধরে।' যদিও কলকাতার মেয়র দেয়। ^{প্}রিস্থিতি তখন থেকেই উত্তপ্ত ফিরহাদ হাকিম আইএসএফের এই হতে শুরু করে। বাসন্তী হাইওয়ে কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছেন। তিনি অবরোধ শুরু হয়। অবরোধ তুলতে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ লাঠিচার্জ করে। তারপরই আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, এই এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। রাজ্যে ওয়াকফ সংশোধনী আইন কার্যকর হবে না। তাহলে কীসের আন্দোলন, কীসের মিছিল? আর দেওয়া হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মিছিল করার দরকার হলে দিল্লি গিয়ে করুক। কারণ এই আইন তো রাজ্য সরকার করেনি।'

এদিন কলকাতাতেও ওয়াকফ ভাঙড়ের ঘটনায় পুলিশের সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে থেকে মিছিল ধর্মতলা পর্যন্ত আসে। মিছিলের নেতৃত্ব দেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। সেখানে রয়েছে। তৃণমূল বলছে, এরাজ্যে এই হচ্ছে? কখন দাদা-দিদিদের সেটিং আইন কার্যকর হবে না। যদি আইন হয়, সেটাই বোঝা যায় না।

ভাঙা পা সারাতে এসে প্রাণ গেল

জলপাইগুড়ি, ১৪ এপ্রিল ভাঙা পায়ের চিকিৎসা করাতে এসে মারা গেলেন জানকী মালাকার (৫১)। সোমবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের চিকিৎসায় অভিযোগ তোলা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি কলেজের দুজন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতের পরিবার। সেই সঙ্গে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের গেটের সামনে মৃতের পরিবারের সদস্যরা ঘটনার প্রতিবাদ এবং দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখান। জলপাইগুডি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'অর্থোপেডিক বিভাগের প্রধান এবং যে চিকিৎসক ওঁর অস্ত্রোপচার এবং চিকিৎসা করছিলেন তাঁদের কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চেয়েছি। তদন্ত হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি সদর মালকানিপাড়ার বাসিন্দা জানকী মালাকার। তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মাসের ৩১ তারিখ মাঠে বাঁধা গোরুর দড়িতে পা আটকে তিনি পড়ে যান। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসেন। সেই সময় মেডিকেল কলেজের একজন অর্থোপেডিক চিকিৎসক পরীক্ষা করে জানিয়ে দেন জানকীর বাঁ পা ভেঙে গিয়েছে।

চিকিৎসকের পরামর্শে ভাঙা পা প্লাস্টার করে বাড়ি চলে যান জানকী। পায়ে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় সাতদিন বাদৈ তিনি আবার চিকিৎসকের কাছে যান। সেই সময় চিকিৎসক জানিয়ে দেন, তাঁর ভাঙা অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন রয়েছে। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন তিনি।

চলতি মাসের ৯ তারিখ জানকীর পায়ের অস্ত্রোপচার হয়। এ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। পরিবারের অভিযৌগ, অস্ত্রোপচারের পর হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় জানকীকে চিকিৎসকরা দেখেননি। এমনকি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কোনও কথা বলেননি।

জানকীর ছেলে রণজিৎ মালাকার বলেন, 'মায়ের দেখাশোনার জন্য একজন মহিলা হাসপাতালে ছিলেন। এদিন ভোরে তিনি ফোন করে জানান মায়ের শরীরে কোনও সমস্যা হচ্ছে। আমি ভোরে দ্রুত হাসপাতালে চলে আসি। দেখতে পাই মা বেডে শুয়ে ছটফট করছেন। আমি সেই সময় ওয়ার্ডে থাকা চিকিৎসক এবং নার্সদের কাছে জানতে চাই কেন মা ছটফট করছেন। তাঁরা আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে উলটে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে আমাকে ওয়ার্ড থেকে বের করে দেন। তার কিছুক্ষণ পরেই মায়ের মৃত্যু হয়।' চিকিৎসার গাফিলতিতেই মায়ের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেন রণজিৎ।



পঠিকের 🔊 8597258697 🍏 picforubs@gmail.com

অভিমান।। *কোচবিহারের টুপামারি* দেওয়ানবসে ছবিটি তুলেছেন দেবজিৎ বর্মন।

ওয়াকফ-মিছিল বাতিলের দাবি মুখ্যমন্ত্রীকে

সম্প্রীতি নম্ভের শঙ্গায় চিঠি রাজুর

শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল শিলিগুড়িতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নস্টের আশঙ্কা করছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। সে কারণে শহরে ওয়াক্ফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত হতে চলা সমস্ত ধর্মীয় সমাবেশ এবং মিছিল বাতিলের দাবি তুলেছেন তিনি। অশান্তি এবং চিকেন নেকে বড়

হামলার আশঙ্কায় ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টিঠি দিয়েছেন রাজু। পাুশাপাুশি সোমবার সকালে শিলিগুড়ির জ্যোতিনগরের ঘটনা নিয়েও পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। ঘটনাটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কেও জানিয়েছেন বলে দাবি সাংসদের। তাঁর বক্তব্য, 'বাইরে থেকে এসে শিলিগুডিতে মিছিল করবে। মুর্শিদাবাদ, ভাঙড়ে অশান্তি চলছে। তাই বহিরাগতদের এই এলাকায় মিছিলের অনুমতি বিপক্ষে আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে ইতিমধ্যে চিঠি দিয়েছি এরপরও মিছিল থেকে সমস্যা হলে দায় বর্তাবে রাজ্য সরকারের ওপর।

অন্যদিকে, জ্যোতিনগরে ঝামেলার পেছনে বিধায়ক শংকর ঘোষের উসকানি রয়েছে বলে দাবি ক্রেছেন তৃণমূল নেতারা। যদিও বিজেপির পালটা দাবি, পুলিশের ব্যর্থতায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

শংকবের বক্তব্য 'কে উসকানি দিচ্ছে, তা পুলিশ ও প্রশাসন তদন্ত করলে বেরিয়ে আসবে। পুলিশের ব্যর্থতাতেই এরকম ঘটছে।'

দু'দিন ধরে জ্যোতিনগর এলাকায় সমস্যা চললেও কেন পুলিশ সোমবারের ঝামেলা আটকাতে পারল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। সূত্রের খবর, রবিবার রাতে ঝামেলা হতে পারে সেই আশঙ্কা আগে থেকে

পদ্মের অভিযোগ

- ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে উত্তাল মুর্শিদাবাদ, ভাঙড় সহ রাজ্যের নানা প্রান্ত
- বুধবার আইনের বিরোধিতায় এলাকার ফুলবাড়িতে মিছিলের ডাক
- 💶 একই ইস্যুতে দু'দিন পর শিলিগুড়িতেও মিছিল
- 🔳 এভাবে চিকেন নেককে অশান্ত করার চক্রান্ত চলছে, অভিযোগ বিজেপির

ছিল। পুলিশের গোয়েন্দারা অন্তত এমনটাই রিপোর্ট দিয়েছিলেন। এরপরও এলাকায় স্থানীয় ফাঁডির কোনও পুলিশকর্মী মোতায়েন ছিলেন না বলে অভিযোগ। শুধু র্যাফ ছিল। তাই যখন ঝামেলা হয়, তখন

পলিশও সেভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেনি। এদিকে, রাজুর সুরে সুর মিলিয়ে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের পক্ষ থেকে সোমবার শিলিগুড়ি থানায় স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমি দু'পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি পুলিশ ভালোভাবে পরিস্থিতি সামাল দিঁয়েছে। কারা উসকানি দিয়েছে, তা সেখানকার মানুষ দেখেছেন। তাঁরাই বিচার করবেন।'

বুধবার ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় শিলিগুড়ি কমিশনারেট এলাকার ফুলবাড়িতে মিছিল রয়েছে। একই ইস্যুতে দু'দিন পর শিলিগুড়িতেও মিছিল রয়েছে। এতে শহরে অশান্তি হতে বলে আশঙ্কা বিজেপির। মূলত চিকেন নেককে অশান্ত করার চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ তাদের। তাই সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছেন রাজু বিস্ট। চিঠিতে তিনি দাবি করেছেন, ওয়াকফ ইস্যুতে কোনও ধর্মীয় সংগঠনকে মিছিল করতে দেওয়া যাবে না। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে পুলিশের রুট মার্চের দাবি জানিয়েছেন তিনি। যদিও কোনও গুজবে কান দেবেন না।'

পলিশ কমিশনারের স্পষ্ট বার্তা. 'কোথাও কোনওরকম সমস্যা হবে না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কেউ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল: ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করে আগামী বধবার শিলিগুডি সংলগ্ন ফুলবাড়িতে মিছিলের ডাক দিয়েছে সুন্নি গৌসিয়া ফাউন্ডেশন। এই মিছিল যাতে শান্তিপূর্ণ থাকে, সেই বিষয়ে সতর্ক নজর রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি সাবির হুসেন।

সোমবার ফলবাডি মোড সংলগ্ন মসজিদে সাংবাদিক বৈঠক করে সাবির স্পষ্ট ভাষায় একথা জানিয়ে দেন, 'ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতার নামে মুর্শিদাবাদে যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা আমাদের সংগঠন কোনওভাবেই সমর্থন করে না।

সুন্নি গৌসিয়া ফাউন্ডেশনের তরফে জানানো হয়েছে, এই মিছিলকে শান্তিপূর্ণ রাখতে প্রশাসনকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা হবে। পাশাপাশি প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক রাখারও সিদ্ধান্ত হয়েছে। সাবিরের সংযোজন, চারটি সাউন্ড সিস্টেম

থাকবে। যেখান থেকে এমন কোনও স্রোগান উচ্চারিত করা হবে না যা উত্তেজনাকে প্রশ্রয় দেয়। মিছিলের জন্য আমাদের ৬০০ জনের বেশি

প্রতিবাদ মিছিলে কোনও বাইক থাকবে না বলেও জানানো হয়েছে। ফুলবাড়ির পাশাপাশি বুধবারের মিছিলে রাজগঞ্জ, ফাঁসিদেওয়া



ধূলিয়ানের ঘরছাড়ারা। এ ছবি দেখা যাবে না ফুলবাড়িতে, আশ্বাস সাবিরদের।

মান্য হাঁটবেন। মিছিল চলাকালীন কাউকে দড়ির ভেতর ঢুকতে দেওয়া পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে।'

স্বেচ্ছাসেবক থাকবেন। দুই পাশে ও শিলিগুড়ি থেকেও মুসলিম দড়ির মাঝখান দিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে ধর্মাবলম্বীরা অংশগ্রহণ করবেন বলে জানানো হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সভাপতি বলেন, 'ফুলবাড়ি মোড় হবে না। কেউ যদি মিছিলে অশান্তি থেকে দুপুর ২টার সময় মিছিলটি ছড়ানোর চেষ্টা করে, তবে তাদের বেরিয়ে উত্তরকন্যার আগের মোড় পর্যন্ত যাবে। উত্তরকন্যার সামনে

যেহেতু ১৬৩ ধারা জারি থাকে, সেহেতু প্রশাসনের কথামতো প্রতিবাদ মিছিলকে চুনাভাটির কাছে ফুটবল **ম**য়দানে निरं यात। स्थान प्रश्न থেকে মুফতি ফিরোজ আলম বক্তব্য

ওয়াকফ সংশোধনী আইনের

বিরোধিতার নামে মুর্শিদাবাদে যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা আমাদের সংগঠন সমর্থন করে না।

> সাবির হুসেন *সভাপতি*. সুন্নি গৌসিয়া ফাউন্ডেশন

রাখবেন। ইতিমধ্যে মিছিলের বিষয়টি নিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি।' ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদ মিছিলকে ঘিরে যাতে শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় যাতে কোনও অশান্তি না ছড়ায়, সেই দাবিতে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন থানায় এদিন স্মারকলিপি দিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু

পরিষদের মহিলা সংগঠনের সদস্যরা।

ও গোয়ালপোখরের বহু বাসিন্দা।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকে হয় জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঁতুলতলা ময়দানে। ঘোষপুকুর চড়ক ময়দান, চোপড়ার ফুটবল মাঠের পাশাপাশি রাঙ্গাগছ ও দাসপাড়ায় চড়কপুজো ঘিরে

হবে। কিন্তু হল না। ঠাকুরগাঁওয়ে আমার মামার বাড়ি। কতদিন ধরে

-আমি গরিব মানুষ। পাসপোর্ট বানিয়ে বাংলাদেশে গিয়ে দেখা করার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই। মিলনমেলা ভরসা একমাত্র ছিল। ওটা বাতিল হয়ে যাওয়ায় মন খারাপ

শ্যামলের সুরে সুর মেলালেন চাকুলিয়ার ঘৌরধাপ্পার বাসিন্দা

গোয়ালপোখর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও কৌশিক মল্লিক জানালেন, ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তে হয়ে আসা মিলনমেলা বাতিল করা হয়েছে এ বছর। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে বিএসএফের তরফে এই আর্জি জানানো হয়েছিল।

সাধারণ মানুষকে সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। তৃণমূল স্তরে সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারলে স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ আরও সহজ হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে উলটো। তরিয়াল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘুরে দেখলেই স্বাস্থ্যের দুরবস্থার ছবিটা স্পষ্ট হয়। আলোকপাত করলেন <mark>মহম্মদ আশরাফুল হক</mark>

স্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি



চাকুলিয়া, ১৪ এপ্রিল : পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন সুজয় দাস। তাঁর ডান হাত ও পায়ের গোড়ালির একটা অংশ কেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। সেই অবস্থায় তাঁকে নিয়ে পরিবারের লোকজন ছোটেন তরিয়াল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। যন্ত্রণায় ছটফট করা ওই তরুণকে চিকিৎসা ছাড়াই বাড়ি ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন পরিজনরা। কারণ, ঘড়িতে সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট বাজলেও কেন্দ্রটি ছিল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীশূন্য। হাসপাতাল 'পাহারায়' এক চতুর্থ শ্রেণির এবং এক সাফাইকর্মীর দেখা মিলেছিল কেবলমাত্র।

তরিয়াল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসক নেই। একজন ফামাসিস্ট, পুরুষ বিভাগের গরহাজির ছিলেন তাঁরা। ফলে চিকিৎসার পর প্রয়োজনীয় ওযুধ দেওয়ার মতো কেউ ছিলেন না। এই অভিজ্ঞতা সুজয়ের একার নয়, আরও বহু লোকের।

যদিও স্থানীয়দের মুশকিল 'বড় ডাক্তার'। চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নটবর দাস সেই নামে গ্রামে বেশি পরিচিত। কেন এমন নামকরণ? তিনিই নাকি ফার্মাসিস্টের কাজ করেন। অর্থাৎ রোগী বা তাঁর পরিজনদের ওষধ তুলে দেন। ঘটনার দিন অবশ্য প্রতিবেদকের উপস্থিতির কারণে

তরিয়াল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র



ফামাসিস্টের দায়িত্ব থেকে নিজেকে আড়ালে রেখেছিলেন তিনি। ফলে ওষুধ না পেয়ে ঘুরে যেতে হয় আবদুল রশিদ, ইতি দাস ও সিতাম্বর দাসের মতো অনেককে।

ফিরে যাওয়ার সময় সকলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন। সিতাম্বর বললেন. 'শুধু উঁচু বিল্ডিং রয়েছে। ভালো পরিষেবা নেই। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি প্রশাসন।' স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসক নেই। যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন না। স্বাস্থ্যকর্মীদের ফাঁকিবাজির জন্য সাধারণ মানুষদের বিপদে পড়তে হচ্ছে। বারবার অভিযোগ জানিয়েও কাজ হয়নি। সমস্যা স্বীকার করে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নটবরের দাবি, 'যখন কেউ থাকেন না, তখন তো আমাকে ওষুধ দিতে হবে। উপায় থাকে না। ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নামমাত্র পরিষেবা পাওয়া যায় বহির্বিভাগে। অন্তর্বিভাগ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। পরিকাঠামোগত সমস্যার শেষ নেই। অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শুভঙ্কর দাসের ক্ষোভ, 'দশ বছর ধরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জেনারেটরটি বিকল। বিদ্যুৎ না থাকলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চত্বর অন্ধকারে ডোবে। ভবনের একাধিক জায়গায় ফাটল। ব্যবি সময় ছাদ চুইয়ে জল পড়ে। সাধারণের জন্য শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই। নেই পরিস্রুত পানীয় জল। সমস্যা দুর করতে উদ্যোগের অভাব।'

তরিয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সেলিনা আক্তারের সাফাই, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির এত সমস্যা জানা ছিল না। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের চেষ্টা করা

চতুর্থ শ্রেণির কর্মী 'বড় ডাক্তার'

নেই কোনও চিকিৎসক

বন্ধ অন্তর্বিভাগ, বহির্বিভাগ সামলান ফার্মাসিস্ট

ফার্মাসিস্টের অনুপস্থিতিতে ওষুধ দেন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী জেনারেটর বিকল, ভবনে

ফাটল আর ছাদ চুইয়ে জল শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই, পরিষ্রুত পানীয় জল অমিল পরিস্থিতি অজানা প্রধানের, আশ্বাস স্বাস্থ্যকতরি

হবে। তাছাড়া, চিকিৎসা পরিষেবার গাফিলতির অভিযোগ উদ্বেগজনক এধরনের অন্যায় মানা যায় না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল এবং কর্মীদের গাফিলতি প্রসঙ্গে চাকুলিয়ার বিএমওএইচ রশিদের বক্তব্য, 'দায়িত্বের প্রতি সকলের মৃল্যবোধ থাকা উচিত। তা না হলে প্রতিনিয়ত নজরদারি চালিয়েও কাজের গতি আনা সম্ভব নয়। স্বাস্থ্যকর্মীদের গাফিলতি নিয়ে খোঁজখবর করা হবে।'

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামোগত খামতি দর করতে লিখিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বলে জানালেন তিনি।

হিংসা ঠেকাতে স্মারকলিপি

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

আইনের অশান্তি প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে বাড়ছে। তা ঠেকাতে প্রশাসন তৎপর। ওয়াকফ ইস্যুতে যাতে কোনও অশান্তির ঘটনা না ঘটে তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে বিশ্ব [`] পরিষদের (ভিএইচপি) মহিলা সংগঠন নকশালবাডি থানায় স্মারকলিপি দিল। ফাঁসিদেওয়া ও খডিবাডি থানাতেও স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

সংগঠনের এদিন খড়িবাড়ি থানায় স্মারকলিপি দিয়ে বলেন, 'বিভিন্ন এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। শান্তিশৃঙ্খলা সুনিশ্চিত ক্রার দাবিতে এদিন ওসিকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।' অন্যদিকে, ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে সোমবার চোপড়া আজাদ কমিটির উদ্যোগে নন্দীগছ এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

প্রামে প্রামে চড়কপুজো

১৪ এপ্রিল : শিলিগুড়ি মহকমা ও চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় সোমবার মহাসমারোহে চড়কপুজোর আয়োজন হয়েছিল। সব জায়গায় মেলাও বসে। খড়িবাড়ি ব্লকে চডক হয় অধিকারী কফকান্ত হাইস্কুল মাঠে। খড়িবাড়ি হাইস্কুল ^ল ছাড়াও বাতাসিতে দুটি চড়কমেলা বসে। একটি পিএসএ ক্লাব মাঠে, অপরটি শ্যামধনজোত হাইস্কুল মাঠে। সব মেলায় দর্শকদের মনোরঞ্জনে সং সেজে বিভিন্ন খেলা দেখান অনেকে।

মেলা বসে।



দার্জিলিংয়ে নেপালি বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। সোমবার।

১০০৮ মাদলের তালে স্বাগত নেপালি নববর্ষ

রণজিৎ ঘোষ

শिनिञ्जिष, ১৪ এপ্রিল : বাংলার নববর্ষ মঙ্গলবার। ঠিক একদিন আগে শুরু হয়ে গেল নেপালি নববর্ষ। সোমবার উৎসবের আমেজে গা ভাসালেন পাহাড়বাসী। দার্জিলিং, কালিম্পং থেকে মিরিক, কার্সিয়াং এবং বিজনবাড়ি বিভিন্ন জায়গায় আয়োজন করা হয়েছিল রংদার অনুষ্ঠান।

ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় পা মেলান আট তুলে ধরতে পরিবেশিত হয় পড়ে চারদিকে। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ), পুরসভা এবং জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা সেই উৎসবে অংশ নেন।

প্রথমে জড়ো হন চকবাজারের আমাদের অস্তিত্ব থাকবে।

মোটরস্ট্যান্ডে। সেখান থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রাটি দার্জিলিং শহর পরিক্রমা করে ম্যালের চৌরাস্তায় পৌঁছে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় ইয়াক ডান্স ও নেওয়ার সম্প্রদায়ের লাখে ডান্স প্রদর্শিত হয়েছে।

কালম্পিং শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে শোভাযাত্রা শেষ হয় মেলা ময়দানে গিয়ে। লেপচা, মঙ্গর, নেওয়ার এবং রাই সহ নানা জনজাতির মানুষ নিজস্ব সংস্কৃতি মেলে ধরেন সেখানে।

উদ্যোক্তা গোর্খা গৌরব থেকে আশি। স্থানীয় সংস্কৃতিকে সংস্থানের তরফে সুধীর গোলে বললেন, 'এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাচ ও গান। বড় অনুষ্ঠান কালিম্পংয়ের গর্ব প্রয়াত পদ্মশ্রী আয়োজিত হয়েছিল দার্জিলিংয়ের প্রাপক কাজি সিং-কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ম্যাল ও কালিস্পংয়ের মেলা করছি আমরা। মেলা ময়দানে ময়দানে। একসঙ্গে ১০০৮ জন হরেকরকমের খাবারের স্টল শিল্পীর মাদলের তাল মেলা আব প্রসাধনী সামগ্রীর স্টল ময়দানের গণ্ডি থেকে ছড়িয়ে বসেছিল। অনুষ্ঠান দেখতে উপচে পড়েছিল ভিড়। জিটিএ

টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনেস্ট্রেশন)-এর চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা এদিন বিজনবাডিতে নেপালি '২০৮২ সাল'- বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে যান। সেখানে এর প্রথম দিন ছিল সোমবার। বলেন, 'নেপালি ভাষা ও সংস্কৃতির নতুনকে স্বাগত জানাতে এদিন মর্যাদা রক্ষা করতে আমাদের শৈলশহরে শোভাযাত্রা বের কাজ করে যেতে হবে। মনে হয়। বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা রাখতে হবে, ভাষা থাকলে তবেই

দেশরক্ষার শপথ বাগানের ৩ তরুণের

বেড়ে উঠেছিলেন তিন তরুণ। সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিকুলতা কাটিয়ে তাঁরা আজ অগ্নিবীর। তাঁরা গুরজংঝোরা চা বাগানের রাহুল লোহার, রাঙ্গামাটির করণ ওরাওঁ এবং নিউ খুনিয়ার মহাবাড়ির অনিমেষ ছেত্রী। স্কুল-কলেজের পড়াশোনার পাশাপাশি ঐতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার ইচ্ছা ছিল প্রত্যেকেরই। কিন্তু হতদরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসার কারণে কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার মতো সামর্থ্য ছিল না ২০ বছর বয়সি তিন তরুণেরই।

সেইসময় তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ায় মাল শহরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। গত দেড় বছর ধরে তিন তরুণ সেখানেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসে পরীক্ষা হয়, তারপর এপ্রিলে ফলপ্রকাশ। রাহুল এবং করণ ২১ এপ্রিল দানাপুরে জেনারেল ডিউটির ট্রেনিং নিতে যাবেন। অন্যদিকে, অনিমেষ সেদিন বৈঙ্গালুরুতে গোখা রাইফেলসের প্রশিক্ষণে যোগ দেবেন। অনিমেষ মহাবাড়ি থেকে মাল শহরে মাঝেমধ্যেই দৌড়ে চলে আসতেন। তাঁর এই অদ্ভূত ক্ষমতা দেখে শিক্ষক থেকে সহপাঠীরা সকলেই অবাক হয়ে যেতেন। চা বাগানের স্কুলের শিক্ষক নীতেশ উপাধ্যায়ও রাহুলদের লড়াই এবং অধ্যবসায়টা কাছ থেকে দেখেছেন। তিনজনের সাফল্যে খুশি তিনি।

ছেলেধরা সন্দেহে মার ফালাকাটায়

ফালাকাটা, ১৪ এপ্রিল : ঘর থেকে কোলে করে শিশু নিয়ে বাইরে যাচ্ছিল এক ব্যক্তি। মায়ের চিৎকারে শিশু ফেলেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সে। কিন্তু তাকে ধরে ফেলে ক্ষিপ্ত জনতা উত্তমমধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এমন ঘটনায় সোমবার চাঞ্চল্য ছড়াল ফালাকাটা শহরের মুক্তিপাড়ায়। মারধরের ওই ভিডিও মুহুর্তে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর্বঙ্গ সংবাদ ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি। তবে পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির মানসিক সমস্যা থাকতে পারে। অযথা যাতে কেউ গুজব না ছড়ায় তা দেখা হচ্ছে

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'শিশু চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে লোকজন আটক করেছিল। আমরা তাকে থানায় নিয়ে আসি। তবে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।' তাঁর আরও বলে বোঝা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির মানসিক সমস্যা আছে। তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তাই অযথা কেউ যাতে গুজব না ছড়ান তার অনুরোধ আমরা রাখছি।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন

এলাকার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ রায়ের আত্মীয় জয়ন্ত রায়। কাউন্সিলারের বাড়ির সামনেই তাঁর বাড়ি। এদিন দুপুরে জয়ন্তবাবুর স্ত্রী বৈশালী এবং মা ছিলেন বাডিতে। হঠাৎ তাঁরা দেখেন ঘরের ভেতর পর্দার আড়াল থেকে এক ব্যক্তি তার দেড় বছরের শিশুকে হাত ধরে টানাটানি করছে। শিশুটিকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে পালানোর চেষ্টা করে ওই ব্যক্তি। বৈশালী চিৎকার করে ওঠায় ওই ব্যক্তি শিশুটিকে ফেলে পালানোর চেষ্টা করে। এদিকে চিৎকার শুনে শিশুটির দাদু অরুণকুমার রায় পাশের দোকান থেকৈ ছুটে বাড়িতে যান। তিনিই ওই ব্যক্তিকে ধরে ফেলেন। দু'চার ঘা দিতেই ওই ব্যক্তিটি পালিয়ে যায় বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

ততক্ষণে বাড়ি থেকে শিশু চুরি করে ওই ব্যক্তি পালাচ্ছিল বলে খবর রটে যায়। মুক্তিপাড়াতেই তাকে আটক করে উত্তমমধ্যম দিতে শুরু করেন বাসিন্দারা। পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে নিয়ে যায়।

বৈশালী বলেন, এদিন ঘরেই কাজ করছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার বাচ্চাকে একজন হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। চিৎকার করতেই সে ঘরের মধ্যে শুয়ে পড়ে। পরে সে পালিয়ে যায়। ভাগ্যিস আমি দেখেছিলাম, না হলে হয়তো বাচ্চাকে নিয়েই যেত।

প্রত্যক্ষদর্শী শিবম দাস বলেন, 'বাচ্চা চুরি করে এক ব্যক্তি নিয়ে পালাচ্ছিল বলে শুনি। তবে তাকে দেখেই বুঝতে পারি যে ওই ব্যক্তির মানসিক সমস্যা আছে। তাই পুলিশের হাতে তুলে দিই।'

ফালাকাটা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ওই ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে আসা হয়। তার প্রাথমিক চিকিৎসাও করানো হয়। এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ব্যক্তিকে মারধরের ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে যাতে কোনও ধরনের গুজব না ছড়ায় সে বিষয়ে সচেতনতা শুরু করে পুলিশ। অনেকের ফেসবুক থেকে তা ডিলিট করার অনুরোধ জানায় পুলিশ।

কত কথা বলা হল না প্ৰিয়

মহম্মদ আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ১৪ এপ্রিল : মাইলের পর মাইলজুড়ে কাঁটাতারের বেড়া। দু'পাশে দুই দেশ। বছরের বাকি সময় কথা বলার মাধ্যম একমাত্র মোবাইল ফোন। স্বজনের স্পর্শ পান না সাহাপুরের শ্যামল বিশ্বাসরা। এই একটি দিন কাছাকাছি আসার সুযোগ থুড়ি অনুমতি মেলে। এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের মানুষের সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেন ভারতীয়রা।

মাঝে কাঁটাতার থাকে। সেই ফাঁক গলিয়ে হাত বাড়িয়ে আত্মীয় বা বন্ধুর সঙ্গে হাত মেলানো, সদ্যোজাতর গাল টিপে দেওয়া কিংবা কপালে চুমু এঁকে দেওয়ার সুযোগ দেয় মিলনমেলা। কিন্তু ২০২০ সালে সেই মিলনে বাঁধ সেধেছিল করোনা। তারপর আর চালু হয়নি। এবার কিছুটা আশার

স্বজন-সাক্ষাতের ইচ্ছে আর পূর্ণ হল না। সোমবার বিএসএফের তরফে আর্জি আসার পর নিরাপত্তার

আলো দেখেছিল দুই পাড়। তবে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। গত বছর একই কারণে বাতিল করা হয়েছিল মেলা।

বছরের প্রথম দিন তাই মন কারণ খতিয়ে দেখে মিলনমেলায় খারাপ নিয়ে কাটাবেন চাকুলিয়া

বাতিল মিলনমেল



শেষ ২০১৯ সালে এমন ছবি দেখা গিয়েছিল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে।

গোয়ালপোখর ১ নম্বর ব্লকে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভারতীয় গ্রাম নরগাঁও, শ্রীপুর, কোকরাদহের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে। ঐতি বছর বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন কাঁটাতারের কাছাকাছি আসার ছাড় দেওয়া হত।

ছোট-বড়রা নতুন পোশাক পরে আসতেন দেখা করতে। কথা বলতেন। জমানো গল্প ভাগ করে নিতেন। কেউ সঙ্গে আনতেন পায়েস, কেউ বা মুরগির মাংস। কারও হাতে থাকত নতুন শাড়ি, কারও ধুতি। সীমান্তের শিকল ছিঁড়ে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ত দুই দেশে। হাওয়ায় মিশত ভালোবাসার সুগন্ধ।

আক্ষেপ ঝড়ে **শ্যামলের গলায়। বলছিলেন**, 'সারাবছর ধরে অপেক্ষায় ছিলাম। ভেবেছিলাম হয়তো এবার ওপারের

আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করার সযোগ সামনে দেখি না ওঁদের।'

-সেদেশে যান না? অনেকেব।

সফিকল ইসলাম।

উড়ালপুলের নীচে জুয়া

গাড়ির ভেতরে মাদকের আসর

বাগডোগরা, ১৪ এপ্রিল : গাড়ির ভেতরে বসেই চলছে মাদক ও জয়ার আসর। দিন হোক বা রাত-বাগডোগরা উড়ালপুলের নীচে এমন দৃশ্য দেখা যায় আকছার। যার ব্যতিক্রম হল না সোমবার দুপুরেও। এদিন বিহার মোড় এবং স্টেশন মোড়ের মাঝে উড়ালপুলের নীচে একটি গাড়িতে ব্রাউন সুগারের নেশায় মত্ত ছিল চালক সহ ৪ তরুণ। বাগডোগরা থানার সাদা পোশাকের পুলিশ নেশাগ্রস্ত তরুণদের গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। ওসি পার্থসারথি দাস বলেছেন, 'মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের লাগাতার অভিযান এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে চলছে। প্রতিদিন গড়ে ১৫ জনকে নেমে ট্যাক্সিতে উঠছিলেন দিল্লি গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।'

স্থানীয় সূত্রের খবর, বাগডোগরা উড়ালপুলের নীচে গাড়ির ভেতরে প্রতিদিনই বসে নেশার আসর। বিশেষ করে মদ, ব্রাউনু সুগার, গাঁজার রমরমা। পাশাপাশি চলছে জয়াও। অভিযোগ, যারা নেশার আসর বসাচ্ছে, তাদের বেশিরভাগই বিভিন্ন গাড়ির চালক। নেশাচ্ছন অবস্থায় তারা আবার গাডিও চালাচ্ছে। এর জেরে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন অনেকে।

দ'দিন আগে গাড়িতে বসে জুয়া খেলছিল কয়েকজন চালক। পুলিশ হানা দিয়ে তাদের ধরে থানায় নিয়ে স্কুলের গাড়ি চালায়। এদিন যাদের চোখ মুখ দেখে বোঝা থ্রেপ্তার করা হয়েছে, তারাও পেশায় জরিমানাও করা হয়।

গাড়িচালক। বাড়ি দার্জিলিংয়ে এরা বিমানবন্দর থেকে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়ার জন্য পাহাড়ে মাথার উপর উড়ালপুলের ছাদ। এসেছিল। তার আগে তারা মাদক ঠিক তার নীচে দাঁড়িয়ে ছোট গাড়ি। সেবন করছিল। মাদকাসক্ত অবস্থায় ওই চালকরা নাকি গাড়ি নিয়ে পাড়ি দেবে পাহাড়ি পথে! ভাবা যায়।

বিনোদ ছেত্ৰী নামে এক গাড়িচালক কালিম্পংয়ের বললেন, 'পাহাড়ের এমন বহু ট্যাক্সিচালক আছে, যারা ব্রাউন সুগারের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। ওই অবস্থায় পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালায়। বিষয়টি বিপজ্জনক।' বিষয়টি নিয়ে

বাগড়োগরা

উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যাত্রীরাও। থেকে আসা নিশান্ত সিং। তিনি বলেন, 'চালক যদি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পাহাড়ি পথে গাড়ি চালায়, সেটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। পুলিশকে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে।

তৃণমূলের শ্রমিক আইএনটিটিইউসির আহায়ক টিট দেবের বক্তব্য, 'চালকরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছে কি না. সেটা দেখার দায়িত্ব প্রশাসনের। এবিষয়ে বাগডোগরা গার্ডের ওসি স্বপন রায় বলছেন, 'মদ্যপ অবস্থায় কেউ গাড়ি চালালে সেটা ব্রেথালাইজার দিয়ে পরীক্ষায় ধরা পড়ে। কিন্তু ব্রাউন সুগার যায়। ধতরা সকলেই বেসরকারি জাতীয় নেশা ধরা পড়ে না। তবে



গাডিতে নেশার আসর বসানোর অভিযোগে ধৃত ৪। সোমবার বাগডোগরায়।



চড়কে বড়শি গেঁথে ঘোরার প্রস্তুতি।।

সোমবার কোচবিহার ধর্মতলায় অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে মতভেদের জেরে পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল চরম আকার নিয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়েছে দলের ওয়ার্ড সভাপতি বাসু শিকদার জেলা নেতৃত্বকে টেলিফোনে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তৃণমূলের একটা বড় নৈতা-নেত্রীর বক্তব্য, 'নাগরিক পরিষেবা দিন-দিন ভেঙে পড়ছে। মানুষ এসে আমাদের কাছে জবাব চাইছেন। আর কাউন্সিলারকে কিছু বলতে গেলেই তিনি দলের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন। ওয়ার্ডের মানুষের সঙ্গেও তিনি ভালো ব্যবহার করেন না। তাহলে ওয়ার্ডের মানুষ কোন ভরসায় काউन्निलात्त्रत काट्य यात्वन?' यिष्ठ কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার বা দলে কোন্দলের অভিযোগ মানতে চাননি তৃণমূল কাউন্সিলার তথা পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী।

তাঁর বক্তব্য, 'পর্যাপ্ত শ্রমিক পাচ্ছি না। অনেক দিন ধরে এই সমস্যা হচ্ছে। তার পরেও ওয়ার্ডকে যতটা সম্ভব সাফসুতরো রাখার কাজ

করছি।' তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা আগে এসব নিয়ে ওয়ার্ডের তৃণমূল সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেছেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখব।'

গত পুরভোটে ২৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়ী হয়ে পুরনিগমের চেয়ারম্যান হন প্রবীণ তৃণমূল নেতা প্রতুল। ফুলেশ্বরী, ভারতনগর সহ এই ওয়ার্ডে একাধিক এলাকা রয়েছে। ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পুরনিগমে গুরুত্বপূর্ণ পদ পাওয়ায় এবার এলাকার হাল ফিরবে বলে আশা করেছিলেন বাসিন্দারা। কিন্তু বাস্তবে কয়েক বছরে ওয়ার্ডের নাগরিক পরিষেবার হাল আরও খারাপ হয়েছে বলে খোদ তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরাই দাবি করেছেন। এর আগে একাধিকবার এই ওয়ার্ডের বেহাল নাগরিক পরিষেবা নিয়ে মেয়র এমনকি দলের জেলা সভানেত্রীর কাছেও তৃণমূলের তরফে অভিযোগ গিয়েছিল।

তৃণমূলের ওয়ার্ড অনেকেই বলছেন, 'ওয়ার্ডের নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। নালাগুলি দীর্ঘদিন সাফাই হয় না। ফুলেশ্বরী বাজার এলাকার নালা থেকে দুর্গন্ধ ছডায়।' তাঁদের বক্তব্য, 'প্রতুলবাবুকে ভোটে জেতাতে যাঁরা সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছেন, এখন তিনি তাঁদের গুরুত্বহীন করে দিয়েছেন।'

দলীয় সূত্রের খবর, কয়েকদিন

পার্টি অফিসে ওয়ার্ড সভাপতি সহ অন্যদের সঙ্গে কাউন্সিলারের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। 'হয় ওয়ার্ডের মানুষের জন্য কাজ করুন, না হলে পদ ছাড়ন' - এমন মন্তব্যও ছুড়ে দেওয়া হয় কাউন্সিলারের উদ্দেশে। এরপরও পরিস্থিতি না বদলানোয় রবিবার পার্টি অফিসে গিয়ে ওয়ার্ড সভাপতি বাসু শিকদার পদ থেকে रेखका मिरम्बन वर्ल जानित्य एनन। সেখানে তিনি বলেন, 'মানুষের জন্য যদি কাজই না করতে পারি, তাহলে পার্টির পদে থেকে কী হবে?' ওয়ার্ড সভাপতিকে সমর্থন করে দলের আরও কয়েকজন নেতা-নেত্রী পার্টি অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যান। অনেকেই পরে দলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ এবং পুরনিগমের মেয়র গৌতম

বাসু জেলা সভানেত্রীকে ফোনে ইস্তফার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন। বাসু এদিন বলেন, 'এসব দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। যেখানে যা জানানোর জানিয়েছি। মানুষের জন্য কাজ না করতে পারলে পদে বসে থাকা উচিত

দেবের কাছে ঘটনাটি জানান।

অন্যদিকে, মেয়র বলেছেন, 'এনিয়ে সংবাদমাধ্যমে কোনও বক্তব্য দেব না।

আম্বেদকর জন্মজয়ন্ত

নকশালবাডি বাগডোগরা, এপ্রিল >8 সোমবার নকশালবাড়িতে বিআর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী পালিত হল। এই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা হয়েছে। রকমজোত কমিউনিটি হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সজনি সব্বা. পঞ্চায়েত সদস্য শান্তিপ্রসাদ তিরকি প্রমুখ। অন্যদিকে, বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল কমিটির তরফেও দিনটি পালন করা হয়েছে। ছিলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল, মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ প্রমুখ।

সাহায্য

বাগডোগরা, ১৪ এপ্রিল পথ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম ঘোগোমালির এক প্রবীণকে সাহায্য করল স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বছরখানেক আগে এক দুর্ঘটনায় হাঁটাচলা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন ওই প্রবীণ। সংস্থাটির সদস্য পিন্টু ভৌমিক বলেন, 'ওই প্রৌঢ় আমাদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন। আমরা সোমবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে বিশেষ চেয়ার ও হাঁটুতে বাঁধার বেল্ট দিয়ে আসি।'

ভেটিরক্ষা

চাকলিয়া ১৪ এপ্রিল কংগ্রেসের সোমবার তৃণমূল তরফে চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে ভোটরক্ষা কর্মসূচি আয়োজিত হয়। তৃণমূলের অভিযোগ, একই এপিক নম্বরে ভিনরাজ্যের ভোটারদের নাম ঢোকানো হয়েছে। বাসিন্দাদের ভোট সুরক্ষিত আছে কিনা সে বিষয়ে এদিন অ্যাপের মাধ্যমে ভোটারদের সচেতন করা হয়।

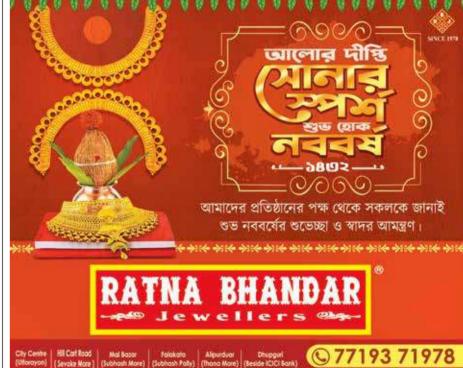
চাকুলিয়ার তৃণমূল বিধায়ক আরফিন[ী] আজাদের মিনহাজুল অভিযোগ, বিজেপি বাসিন্দাদের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে বাংলায় তৃণমূলকে হারানোর চেষ্টা করছে। ওই চক্রান্ত বাতিল করতে তাঁরা সক্রিয় হয়েছেন বলে বিধায়ক জানিয়েছেন।







ভারত সরকার প্রদত্ত চিহ্ন দেখিয়া পঞ্জিকা কিন্ন © COPYRIGHT REGISTERED THE BEST PANJIKA



HONDA The Power of Dreams How we move you. CREATE . TRANSCEND, AUGMENT







DOWN PAYMENT

PROCESSING FEE DOCUMENTATION CHARGE ADVANCE EMI





For more information give a missed call on

*Scheme valid till 30th April 2025

Terms and conditions apply, "The Instant Cashback offer of \$5100 is available on purchase of Shine100, "The offer may be modified or withdrawn at any time without prior intimation," The scheme is offered by Authorized Main Dealers and Associate Dealers and can be availed on purchase of Shine100 from Authorized Main Dealers and Associate Dealers. "Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. "The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. Nil Extra charges (0'- processing fee, 0'- Documentation may be required. "The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicable on Shine 100 model only. The offers/leatures may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. Additional Cashback offer EMI transactions made using IDFC FIRST Bank credit cards and HDFC bank credit cards through Pine Labsmooth and the offer period. The scheme is available on the offer period. The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. All offers are valid until 30" April 2025. The features shown in the picture may not be available in all variants. Product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122050, India; Website: www.honda2wheelersindia.com; Customer Care: customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; ETHELBARI: Shree Honda - 9333331093; JALPAIGURI: Ratna Automobiles - 9434199165; MALBAZAR: Gitanjali Automotives - 8637345924; MAYNAGURI: Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; HASIMARA: Manoj Auto Service - 8101112777; ISLAMPUR: Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; HALDIBARI: Rajib Automobiles - 8016426165; NAXALBARI: Sunil Motors - 9933829999; MALDA: Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9733089898, 973300639; Mehi Honda - 9733089898, Mehi Honda - 9733 9153038380; KALIYAGANJ: Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; PAKUA: Laxmi Honda - 9802757248; SAMSI: Puja Honda - 9635292872; BALURGHAT: G.D. Honda - 9602831918, 8900776111; CHANCHOL: Santosh Honda - 9933479841; COOCH BEHAR: Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; HARISHCHANDRAPUR: Raj Honda - 9851647224; KALIACHAK: M.A. Honda -9733140140; KUSHMANDI: Paul Honda - 9733015894, 9434325197; BUNIADPUR: SA Honda - 7980943436; MANIKCHAK: Shrikanta Honda - 8637526361; ALIPURDUAR: Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; BAROBISHA: Shila Honda - 8918005224,7001163030; DHUPGURI: Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; FALAKATA: Dopars Honda - 9083279221, 8927232998; KRANTI: Balaji Honda - 7363917008.

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩২৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১ বৈশাখ ১৪৩২

ভাবের ঘরে চুরি

►থি হজম করতে হয়েছে শিক্ষকদের। কিন্তু অন্তত যোগ্যদের চাকরি ফিরে পাওয়া নিশ্চিত হয়নি। শুধু আশ্বাসে টিড়ে ভেজে না। গোড়ায় যে গলদ। যে কারণে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে ধোঁয়াশার শেষ নেই। যোগ্যদের তালিকা শিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হয়েছে বলে দাবি স্কুল সার্ভিস কমিশনের। অথচ আদালতে যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করে দিতে কমিশন ব্যর্থ হয়েছিল। কাঁকর আলাদা করা

যায়নি বলেই তো আদালত বস্তা ধরে চাল ফেলে দিল। তাহলে যোগ্যদের এই তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায়! যে

তালিকার ওপর ভিত্তি করে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল করেছে আদালত, তার সঙ্গে এই তালিকার কী ফারাক? পার্থক্য যদি না থাকে, তবে সেই তালিকা ধরে চাকরি ফেরানো তো সম্ভবই নয়। আইনি বাধা না থাকলে ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ প্রকাশ করার আশ্বাস দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী। যে ইমেজ নম্ভ করে দেওয়া হয়েছিল বলে আদালতে জানিয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন।

তাহলে এখন কমিশন সেই ইমেজ কোথা থেকে পাচ্ছে? যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, যে ইমেজ সিবিআই উদ্ধার করেছিল, সেটাই প্রকাশ করা হবে। আদালত কিন্তু সিবিআইয়ের পেশ করা মিরর ইমেজের ভিত্তিতে যোগ্য-অযোগ্যের ফারাক করতে পারেনি। স্কুল সার্ভিস কমিশন বা শিক্ষা দপ্তর ফের সেই ইমেজকে সামনে আনলে সুপ্রিম কোর্ট কেন তাতে মান্যতা দিতে যাবে? প্রশ্ন ও ধোঁয়াশা অনেক। কিন্তু সেসবের স্পষ্ট উত্তর বা ব্যাখ্যা নেই।

সন্দেহ ওঠা তাই স্বাভাবিক, সরকারের কি সত্যিই কিছু করার আছে? যদি না থাকে, তবে শুধু স্তোকবাক্যে ভোলানো হচ্ছে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের? রাগে, ক্ষোভে আন্দোলন করতে গিয়েছিলেন তাঁরা। লাথি মেরে সেই আন্দোলন দমনের চেম্টা হয়েছে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার স্বীকার করেছেন, ভুল হয়েছে। কিন্তু এ তো শুধু ভুল নয়, অন্যায়। আইনে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার বিধান আছে। শিক্ষকদের লাথি মারার অন্যায়ের বিচার তো হল না। বলা হল

পুলিশি তদন্ত হচ্ছে। কিন্তু সেই তদন্তের অগ্রগতি হচ্ছে কি না, হলে সেই তদন্তে কী পাওয়া গেল, কাকে দোষী মনে করা হচ্ছে ইত্যাদি সবকিছুই ধোঁয়াশার আস্তরণে ঢাকা। ফলে পদাঘাতের বিচার শিক্ষকরা পাবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকেই গিয়েছে। লাথিতে অসম্মানিত তো হয়েছেন, এখন চাকরি নিয়েও ঘোর অনিশ্চয়তায় ওই শিক্ষকরা।

অথচ আশ্বাস ও পদক্ষেপের মধ্যে ফারাক ধরা পড়ে যাচ্ছে সাদা চোখে। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে দু'বার দুই চাকরিপ্রার্থীর তথ্য জানার আইনের ভিত্তিতে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নম্বর জানিয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। বলা হচ্ছে, কমিশনের নিজস্ব ডেটা বেসে সেই তথ্য ছিল। তাহলে আদালতে কেন স্কুল সার্ভিস কমিশন দাবি করেছিল যে, ওএমআর শিট বা মিরর ইমেজ কোনওটিই তাদের হাতে নেই।

সেই দাবির জন্যই তো যোগ্য-অযোগ্যের ফারাক করতে না পেরে সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬ সালে কমিশনের নিয়োগের পুরো তালিকাটাই বাতিল করে দিয়েছে। শিক্ষা দপ্তরে দু'দিন আগে কমিশনের পাঠানো তালিকাটা নিয়ে তাই সংশয় জাগে, এটাও কি চাকরিচ্যুতদের স্তোক দেওয়ার প্রয়াস? সুপ্রিম কোর্ট চাকরি বাতিল করলেও শিক্ষা দপ্তর যে কাউকে বরখাস্ত করল না, তাকে চাকরিচ্যুতদের কাছে ভালো

তাতে কি কারও চাকরি রক্ষা হবে? মাইনেটা দিতে পারবে তো সরকার? আদালত অবমাননার অভিযোগ উঠলে নতুন করে কি বিডম্বনা বাড়বে না চাকরিচ্যুতদের? কোনও আইনি সুযোগ যদি না থাকে, তাহলে শিক্ষকদের আশ্বাস শোনানোর পিছনে অসন্তোষ ঠেকানোর চেষ্টা ছাড়া আর কী থাকতে পারে! তাতেও কি শেষরক্ষা হবে? আইনে তেমন কোনও বিধান এখনও কেউ বলতে পারছে না। ফলে যা হচ্ছে, তা ভাবের ঘরে চুরি বলে মনে হচ্ছে।

অমৃতধারা

পুণ্যকাজ হচ্ছে সেইটা যা আমাদের উন্নতি ঘটায়, আর পাপ হচ্ছে-যা আমাদের অবনতি ঘটায়। মানুষের মধ্যে তিনরকম সত্তা থাকে-পাশবিক, মানবিক এবং দৈবী। যা তোমার মধ্যে দৈবীভাব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে তা-ই হচ্ছে পুণ্য। আর যা তোমার মধ্যে পশুভাব বাঁড়িয়ে তোলে- তা পাপ। তোমাকে ধ্বংস করতেই হবে পশুসত্তাকে, হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত 'মানুষ' প্রেমময় এবং দয়াশীল। তারপর তা-ও অতিক্রম করে যেতে হবে। হয়ে উঠতে হবে শুদ্ধ আনন্দ- সচ্চিদানন্দ ; যেন এমন এক আগুন যা দহন করবে না কখনও, অপূর্ব ভালোবাসায় পূর্ণ - যে ভালোবাসায় মানুষের ভালোবাসার দুর্বলতা নেই, নেই কোনও

-স্বামী বিবেকানন্দ

বড়রা যেন সত্যিকারের বড় হই এবার

নতুন বছরে বাঙালির কী প্রার্থনা হতে পারে? শ্রদ্ধা করার মতো, অনুসরণ করার মতো মানুষ কমে আসছে কেন ক্রমশ?



নতুন বছরের প্রত্যাশা নিয়ে লিখতে বসে মনে হয় আসলে চাওয়ার তো ছিল অনেক কিছুই, সারা বছরজুড়ে অসংখ্য না-পাওয়াগুলো লেখার

ছিল। ব্যক্তিগত প্রত্যাশার কথা নয়, তা লেখার জন্য সমাজমাধ্যমের দেওয়ালই যথেষ্ট। বৃহত্তর প্রত্যাশাগুলোই, যা পরোক্ষে অবশ্যই ব্যক্তিজীবনে গভীর প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণও। কিন্তু এত ঘটনাবহুল দিনকাল, উত্থানপতনের অস্থির সময়ে সেই বিষয়গুলোই প্রধান হয়ে উঠে আসছে চিন্তায়।

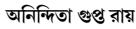
আমরা কেউই বোধহয় খুব স্বস্তিতে নেই। কবে ছিলাম জানিও না। মহামারির থাবা এড়িয়ে যে সব ভাগ্যবান এই পৃথিবীতে বেঁচে গেলাম, কেউ স্বজনবন্ধু আত্মীয় হারানোর দগদগে ক্ষুত বুকে নিয়ে, কেউ মৃত্যু এড়িয়েও শ্রীরে বিষাক্ত ছোবল নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে, কেউ বা কর্মহারা আশ্রয়হারা পরিবারহারা হয়ে, তাদের মনে হয়েছিল একবার এই সংকট কেটে গেলে, আবার সুস্থ বাতাসে শ্বাস নেওয়ার আরেকটা সুযোগ পেয়ে গেলে কতকিছু করে নিতে হবে।

এ পৃথিবী সমাজ পরিবার বেঁচে থাকা বড় সুন্দর আসলে। সব আবার আগের মতো হোক— 'স্বাভাবিক" হোক, এই প্রার্থনা সদ্য অতীত দুটি বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালেই আমাদের ছিল। খুব অল্পদিন আগের কথা সে সব। স্মৃতিতে টাটকা। অথচ আমরা দেখলাম মহামারি দুর্যোগের থেকেও ভয়ানক আসলে আমরাই, এই মানুষ নামধারী প্রাণীটি ও তাদের কার্যকলাপ।

আমাদের না তো আছে অন্যায়ের সীমা পরিসীমা, না লজ্জা, না ঘেল্লা, না সংকোচ না মান না হুঁশ। তাই বিপন্নতার মধ্যে দাঁড়িয়ে শুধু পারস্পরিক আক্রমণ, কাদা ছোডাছডি, নিজ উদ্দেশ্যসাধনে বৃহত্তর সমাজকে বিপদে ঠেলে দেওয়া। খুব চেয়েছি প্রতিবার, যেন ছেলেমেয়েগুলোর ভালো রেজাল্ট হয়, যেন কর্মসংস্থান হয়, যেন ঘুম থেকে উঠে কেউ না জানে, হঠাৎ তার মাথার ওপরের ছাদটা নেই, পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। যারা কাজের জায়গায় শ্রমের বিনিময়ে সমতা পায় না, তাদের সুদিন যেন আসে। যে খেতে পায় না সে দু'মুঠো ভাত পাক, যে ভাতটুকু পায়, তার পাতে ব্যঞ্জন বাড়ক। স্কুলগুলোতে ডিজিটাল ক্লাস হোক। বাচ্চাগুলো স্কলে আসক পরিবারের বাধা পার করে, প্রতিবন্ধকতা পার করে। ঘরের ছেলেটা নিজের লক্ষ্যে পৌঁছোক, পাশের বাড়ির মেয়েটাও যেন স্বাবলম্বী হয়।

এই চাওয়াগুলো প্রতিবারের মতো এবারেরও। কিন্তু কোথায় যেন অস্বস্তি, গলার কাছে আটকে থাকা বাষ্প আর আশঙ্কা। যার নাম অনিশ্চয়তা। বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা জন্মসুহুর্তেই বাতিল হয়ে যায়, সবার। কিন্তু বেঁচে থাকাকালীন যা কিছু, তারও কিছু সাধারণ নি**শ্চ**য়তার দাবি থাকে। আমরা বোধহয় সবচেয়ে বেশি ভয় পাই হারিয়ে ফেলায়। তা কাজ, প্রিয়জন, সম্পর্ক, আস্থা, বিশ্বাস, সম্মান, জীবন যৌবন যাই-ই হোক না কেন। তাই বারবার এগুলোকে নিশ্চয়তা দানের লড়াইয়ে নামি, জীবনভর। আর এগুলোর কোনও একটা হারালেও স্থিতাবস্থা টালমাটাল হয়। সেটা যদি খুব বড় মাত্রায় চোখের সামনে ঘটতে দেখা যায়, তখন যে বিপন্নতা কাজ করে, তা আসলে একরকম অসহায়তা। এই অসহায়তার সামনে দাঁড়িয়ে সংবেদনশীল নাগরিক কখনও ক্ষুব্ধ হন, কখনও বিরক্ত, কখনও আগ্রাসী, কখনও

এর কোনওটাকেই কোনও রাষ্ট্র-যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না আসলে।





প্রত্যাশার কথায় এত শিবের গীত সহমর্মিতার আর আশার হাত বাডানোর গাওয়ার কারণ একটাই, নাগরিকের জীবনের বা রুটিরুজির নিশ্চয়তা বিপন্ন না করার দায় যেন রাষ্ট্র নেয়, এটাই খুব বেশি করে চাই এই মুহুর্তে। নানারকম নীতি দুর্নীতির জাঁতাকলে নাগরিক কখনও হারাবে তার পুঁজি, কখনও আবার স্থায়ী চাকরির নিশ্চয়তা আর তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিরাট এক অর্থনৈতিক শুঙ্খল বারবার ভেঙে পড়বে অনেক গভীর অবধি। এ কিন্তু প্রার্থিত নয় একেবারেই। জটিলতা ক্রমশ এমন জালের আকার নেবে, যার থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে হাহাকার করবে শিক্ষিত মেধাবী ন্যায্য পথে চলা নাগরিক। এর দায় নিতে হবে প্রত্যেককেই। বড় বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়ানোর আগে সতর্ক হই যেন আমরা যে কোনও সমস্যার শুরুতেই। হাসি ফুটুক পরিবারগুলোর মুখে আবারও, এই চাওয়ার কাছে বাকি সব স্লান। বেসরকারি ক্ষেত্রে আচমকা কর্মচ্যত হওয়ার ঘটনা বা যন্ত্রণা নিছক কম না হলেও স্থায়ী চাকরি হারানোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর, সিস্টেমের শিকার হয়ে যাওয়া মানুষগুলির বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অবিশ্বাসও। রাজনীতির তুখোড় ছকের শিকার হয়ে যান যাঁরা, সমাজপতিদের ইগোর লড়াইয়ের বলি হয়ে সর্বস্বান্ত হন যাঁরা, তাঁদের জন্য আশার সূর্য উঠুক, এই প্রার্থনা।

এই সময়কালৈ দাঁড়িয়ে কী ভূমিকা হতে পারে সমাজের সেইসব মান্যের, যাঁরা সুকুমারবৃত্তির চচা করেন, যাঁরা তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে কোনও বার্তা দিতে চান? তাঁরা কেউই আসলে এই সমাজ বদলের বিন্দমাত্র ক্ষমতা রাখেন না। যা রাখেন, তা হল, ভরসার শ্রদ্ধায় রাখি না হয়।

ক্ষমতাটুকু। সেই হাতে যেন কোনও কাদা বা অস্ত্র না থাকে। যেন না থাকে সম্প্রীতি-ঐক্য-সংহতি নম্ভ হওয়ার মতো সামান্যতম প্রচেষ্টা। যে আমি অস্ত্র হাতে মারতে উদ্যত আর যে আমি মরে যাচ্ছি প্রতিরোধহীন, দুই-ই আসলে ব্যবহৃত হচ্ছিল বারবার, নেচে চলেছি কোনও পুতুলনাচের পুতুল হয়ে। আমার এই দেশ, এই রাজ্য যেন জল্লাদের হত্যামঞ্চ না হয়ে ওঠে আর, প্রার্থনা করি অন্তর থেকে। উসকানিমূলক আচরণ বা মনোভাব যে কোনও শান্ত পরিস্থিতি ধ্বংস করার জন্য বিপজ্জনক। এত অবিশ্বাসের পরিবেশ তো চাই না আমরা কেউই।

শ্রদ্ধা করার মতো, অনুসরণ করার মতো মানুষ কমে আসছে কেন ক্রমশ ? যে শিশুদের সামনে গিয়ে প্রতিদিন দাঁড়াই, শিশুমুখগুলোর ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে ওঠার সাক্ষী থাকি বছরের পর বছর, ভয় হয় তাদের শিক্ষক হিসেবে কখনও আমাদের লজ্জিত হওয়ার অবকাশ আসবে না তো? শেখাতে পারছি কি সত্যিই আম্রা কিছু, না কি আম্রা বড়রাই যেভাবে চলছি, বলছি, বাঁচছি, তারই কুপ্রভাব গেঁথে যাচ্ছে শিশুমনের গভীরে? নিজেদের মনের দানব প্রবৃত্তি দমনের উদাহরণ সবাই রাখতে পারব তো তাদের সামনে? যেন পারি, যেন পেরে উঠি আমরা। বডরা যেন সত্যিকারের বড় হই এবার। মানুষ হও বলে আশিস রাখার মুহুর্তে যেন নিজের আরও মানবিক হয়ে ওঠার পর্থগুলো খোলা রাখি। একট কম জাজমেন্টাল হই। একটু বেশি সহনশীল। একটু না হয় বেশি শুনি, কম বলি---পাশের মানুষের কথাগুলো। সম্পর্কগুলোকে একটু সম্মান সৌজন্য আর

নিজেব পছন্দমতো কথা না হলেই চলতি ভাষায় "খাপ বসানো"থেকে দূরে থাকি। স্পষ্ট চোখে চোখ রেখে বলা কথায় সন্দেহ মিশিয়ে "কোন দল তুমি কোন দল" বলে কোন্দলে মেতে ওঠা এই সমাজ সবরকম চশমা সরিয়ে সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলার মতো স্পেস যদি পায় কখনও, তবে কেমন হত তুমি বলো তো! কোনও স্বার্থ ছাড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছেকে তথাকথিত কৌনও বন্ধুমুখ আঙুল তুলে চিহ্নিত করে একঘরে করে দেওয়ার খেলাটা থামাক। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় সত্যিই আমরা সবাই মানুষের দলে, আর কিছু নয়। শঙ্খ ঘোষকে মনে পঁড়ে অস্বস্তি হয় বড়।

বাসের হাতল কেউ দ্রুত পায়ে ছঁতে এলে /আগে তাকে প্রশ্ন করো তুমি কোন দলে/ভূখা মুখে ভরা গ্রাস তুলে ধরবার আগে প্রশ্ন /করো তমি কোন দলে/

পুলিশের গুলিতে যে পাথরে লুটোয় তাকে /টেনে তুলবার আগে জেনে নাও দল/তোমার দুহাতে মাখা রক্ত কিন্তু বলো এর /কোন হাতে রং আছে কোন হাতে নেই/...

বিচার দেবার আগে জেনে নাও দেগে দাও /প্রশ্ন করো তুমি কোন দল/

আত্মঘাতী ফাঁস থেকে বাসি শব খুলে এনে কানে কানে /প্রশ্ন করো তুমি কোন্ দল/

রাতে ঘুমোবার আগে ভালোবাসবার আগে/ প্রশ্ন করো কোন্ দল তুমি কোন্ দল"।

মনে পড়ে আর লজ্জা করে। এই অস্বস্তিটুকুর কাছেই, এই লজ্জায় অধোবদন হওয়ার কাছেই নতুন বছরের

চাওয়াপাওয়াটুকু তোলা থাকল। (লেখক জলপাইগুড়ির বাসিন্দা, শিক্ষক)

>865 লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির জন্ম আজকের দিনে।





আলোচিত



তৃণমূলের দালালরা দিল্লি যাচ্ছে। মেহবুব বলে ছেলেটা নিয়ে যাচ্ছে, যে কিনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্দনা করছিল। ওসব ড্রামাবাজি জানা আছে। দিল্লি পুলিশের লাঠির সাইজ ৮ ফুট। চাকরিহারাদের সমাধান তো মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। উনি কোর্টকে বলুন, এই নিন যোগ্যদের তালিকা।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১



বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের হাতে ক্লাসরুমের দেওয়ালে গোবর লেপছেন দিদিমণি। তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন রানি লক্ষ্মীবাই কলেজের প্রিন্সিপাল। এটি নাকি একটি গবেষণার অংশ। এতে নাকি ট্র্যাডিশনাল উপায়ে ক্লাসরুম ঠান্ডা রাখা যায়।

ভাইরাল/২



দুই বন্ধ। সন্দীপ সাহা, সুলেমান শেখ। দুজনে স্কুল ইউনিফর্মে। এক থালায় ভাত মেখে খাচ্ছে। দজনেই খোশমেজাজে। রাজ্যে ধর্মীয় অশান্তির মাঝে ওদের এক থালায় খাওয়ার ছবি ভাইরাল

নববর্ষের প্রার্থনা, শিক্ষকরা যেন চাকরি ফিরে পান

এবারের নববর্ষ এক ভিন্ন বিভূম্বনাময়, বেদনাদায়ক চালচিত্র বহন করছে। বিগত কয়েকদিনে শিক্ষাক্ষেত্রে দুঃসহ যন্ত্রণা নববর্ষকে আলিঙ্গন করার পরিবর্তে যেন ক্রমশ দরে ঠেলে দিয়েছে। সকলের মন আজ ভারাক্রান্ত। মন ভালো নেই সদ্য চাকরিহারা পরিবারের খুদে শিশুটিরও। যে শিক্ষক ও তাঁর পরিবার নববর্ষের আগে দোকান-বাজারে বিকিকিনিতে ব্যস্ত থাকতেন, তাঁরা আজ এক অন্য শোক পালন করে ভালোভাবে বেঁচে থাকার লড়াইতে শামিল হয়েছেন। চাকরিহারা ওই পরিবারগুলোর সঙ্গে পরোক্ষভাবে সমাজের নানান স্তরের মানুষ নির্ভর করে থাকেন, নববর্ষের আগে তাঁদেরও মুখ আজ কেমন যেন শুকনো। দোকানগুলোতে কেনাকাটার ক্ষেত্রে হঠাৎ

করেই যেন সাময়িক মন্দা। চারদিকে কান পাতলেই ইতিউতি নানা গল্পগুজব ছড়িয়ে পড়ছে। অনেকেই সন্দেহপ্রবণ হয়ে মুখের প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করছেন। কিছু অতি উৎসাহী মানুষ শুধু খবর সংগ্রহেই ব্যস্ত। প্রকৃত হৃদয়বান মানুষ যখন কিছু সমবেদনা, সহানুভূতি, সমব্যথী মনোভাব ওই শিক্ষকদের জানাচ্ছেন, ঠিক তার উলটোদিকে কিছু বিকৃত মানসিকতার মানুষ ওঁদের নিয়ে হালকা রসিকতায় মজেছেন। মানুষ গড়ার কারিগর আজ মানষের দ্বারাই বিদ্ধ।

নববৰ্ষে সাহিত্যসংস্কৃতি নিয়ে মেতে ওঠা ওই চাকরিহারা শিক্ষকের মনের কলম থেকে আজ কবিতা-আবৃত্তি পাঠ সবকিছুই যেন একু নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। খাদ্যর্গসিক বাঙালির প্রতি



নববর্ষে ভূরিভোজ সহকারে পেটপুজোর পরিবর্তে ভবিষ্যতের খাদ্য সংস্থানের জন্য চিন্তার ভাঁজ কপালে দেখা দিয়েছে। এ কোন নববর্ষের সকাল।

এবারে নববর্ষ বাঙালির মননে ও চেতনায় যে এই ধরনের প্রভাব ফেলবে সেটা বোধহয় কেউই স্বপ্লেও কল্পনা করেননি। তবে যাইহোক না কেন, 'যার সব ভালো, তার শেষ ভালো' - এই ধরে নিয়েই ইতিবাচকভাবে নতুন কর্মসংকল্পের সূচনা হোক এবারের বাংলা নববর্ষের দিন থেকেই। ঘোর অন্ধকার থেকে নতুন স্বপ্নময় আলোর দিশা মিলবেই। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার দোলাচল কাটিয়ে 'ওরা' উঠবেই। এই বুকভরা আশা সকলের মনেই বিদ্যোন।

সজল মজমদার বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস: ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল: ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস: থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন: ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস: সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুডি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabvasachi Talukdar

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail: uttarbanga@hotmail.com, Website: http://www.uttarbangasambad.in

নয়া বছরে চাই না 'ভাল্লাগে না' রোগ

নতুন প্রজন্মের অনেকে ধরে নিচ্ছে, এই 'ভাল্লাগে না' সিনড্রোম থেকে বেরোনোর উপায় নেই তাদের কাছে।

সাহানুর হক



বাসে উঠেই মেয়েটি বান্ধবীকে বলতে লাগল, 'উফ ভাল্লাগে না রে আমার, রোজ ঘুম থেকে উঠে টিউশন, তারপর কলেজ, ফের টিউশন, এই রুটিনের একঘেয়েমি নিতে পারছি না আর। তার থেকে আরেকবার করোনা এলে ভালোই হয়!' প্রত্যন্তরে অন্য মেয়েটির মাথা নাডিয়ে একইরকম দীর্ঘশ্বাসে সম্মতি জানানো বাসের কারও

চোখের অগোচরে রইল না যেন।

এরকমই আরও এক দৃশ্যের সম্মুখীন সেদিন টোটোতেও। এক তরুণী 'এএনএম কর্মী' তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে সেই 'ভাল্লাগে না' বিষয়েই চর্চা করছে। শুনে নতন বাংলা বছরের আগে উপলব্ধি, সত্যিই যেন বর্তমান প্রজন্ম 'ভাল্লাগে না' রোগেই আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে নিয়মিত। এই এক সমাজের নতুন রোগ ধরেছেই। ঘুমোতে ভাল্লাগে না, জেগে থাকতে ভাল্লাগে না. খেতে ভাল্লাগে না. ক্লাস ভাল্লাগে না. একা থাকতে ভাল্লাগে না. রিলেশন ভাল্লাগে না, ঘুরতে ভাল্লাগে না, অফিস ভাল্লাগে না ইত্যাদি 'ভাল্লাগে না' রোগে সকলেই আক্রান্ত যেন দিন-দিন।

আসলে এই 'ভাল্লাগে না' বিষয়টি ঠিক কী? ঘেঁটে দেখলে স্পষ্ট দেখা যাবে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের অনেকেই জানেই না তারা আসলে ঠিক কী চায়। একটুতেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলে তারা এদিক-ওদিক হলেই। তাদের মন একটুখানি কমবেশিতেই যেন হয়ে ওঠে ভীষণভাবে অস্থির। বিশেষজ্ঞদের কথায় মনের এই অবস্থাকে 'ডিসকমফোর্ট অ্যাংজাইটি' বলে। এই 'ভাল্লাগে না'-এর বিপাকচক্রে



পড়ে যেতে হয় অতি সহজেই। এমনকি সামাজিকমাধ্যমে অনেককে তো সগৌরবে প্রোফাইল বায়ো কিংবা পোস্টের সবখানেই 'আমি ভাল্লাগে না রোগী' লিখতে দেখা যায়।

আসলে অনেকে ধরেই নেয় যে এই 'ভাল্লাগে না' সিনড্রোম থেকে বেরোনোর উপায় নেই তাদের কাছে। অথচ মনোবিজ্ঞান নেতিবাচক কোনও কিছুকে কখনও সমর্থন করে থাকে না। আদতে 'ভাল্লাগে না' কোনও রোগই তো নয়। অথচ ধীরে ধীরে এটিই যেন হয়ে উঠছে প্রজন্মের জন্য অদৃশ্য এক দুরারোগ্য ব্যাধি।

ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী

ভারত বিশ্বের ১৪৩টি দেশের মধ্যে ১২৬তম সুখী দেশ। পরিসংখ্যানই যেন কথা বলছে প্রজন্মের এই দূরবস্থার প্রসঙ্গে। সতরাং কাকে দায়ী করব আমরা ? দেশ–দশ নাকি সমাজকে ?

তার থেকে বরং সবার প্রথমে আপনাকে অর্থাৎ আমাকে অর্থাৎ নিজেকে অর্থাৎ নিজের মনকে জানা ও চেনা খুব জরুরি। তারপর অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা বন্ধ করা দরকার। ব্যাস, এতটুকুতেই যে কেউ অচিরেই এই সিনড্রোম থেকে বের হতে শুরু করেছে। মোদ্দা কথা প্রত্যেকেই যে অবস্থায় থাকি না কেন নিজের অবস্থান সম্পর্কে মনকে সম্ভুষ্ট রাখতে হবে সবসময়। জীবনযাত্রার প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করতে পারলেই এই সিনড্রোম থেকে বেরোনোর বর্ণমালা শেখা হয়েছে যে কারও।

অর্থাৎ পড়তে বসলে কন্ট, বেকার থাকলেও কন্ট, ব্যবসা করলেও কন্ট, চাকরি করলেও কন্ট। সবকিছুরই নিমিত্তে থাকে কষ্ট। কষ্ট আছে বলেই তো সুখের বেলা সবাই মাতোয়ারা। সবটাই মানতে হবে।যে পরিস্থিতি হোক না কেন, সবক্ষেত্রেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শিখতে হবে। মন কী চায় তাই কবা উচিত প্রত্যেকেরই। নতুন বছরে এই 'ভাল্লাগে না' নামক তথাকথিত রোগ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় বলা যেতে পারে নিজস্ব আত্মোপলব্ধি।

(লেখক গ্রন্থাগারিক। দিনহাটার নয়ারহাটের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ 🛮 ৪১১৫

পাশাপাশি : ১। এক ধরনের জামা, কামিজ বা কৃতা ৩। প্রতিকূল পরিস্থিতি, কাঁটা বা বাধা ৫। পরস্পরকে আঁকড়ে বা জড়িয়ে ধরা ৬। মৃত প্রাণীর মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে যে পাখি ৭। যে ফুল গন্ধ ও সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ৯।ভীষণ দর্শন দেবী আদ্যাশক্তি বা মহাকালী ১২। টকটকে লাল নয়, একটু লালচে ভাব ১৩। কোনও অপরাধের শাস্তি হিসেবে অর্থদণ্ড।

উপর-নীচ: ১। সব সময় বা দিনরাত ২। ভালো নয়, একেবারে তার বিপরীত ৩। শরীরের একটি অঙ্গ যকৃৎ বা লিভার ৪। বন্ধ বা আবদ্ধ অবস্থা, খেলাও হতে পারে ৫। প্রিয়তম. জীবন অথবা আত্মা ৭। সংখ্যা গণনা করা ৮। প্রতি বাড়িতে পূজিত হন যে দেবী ৯। একজন দেবী, ফলও হতে পারে ১০। এক মুহূর্ত বা খুবই অল্প সময় ১১।খোলা, উদার, প্রশস্ত বা মুক্ত।

সমাধান 🛮 ৪১১৪

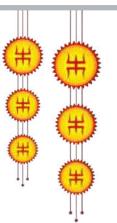
পাশাপাশি: ১। অচেনা ৪। ইমাম ৫। মিগ ৭। হালুয়া ৮। মাস্টারদা ৯। সরঞ্জাম ১১। পালুই ১৩। কদু ১৪। নহর

উপর-নীচ: ১। অনীহা ২। নাইয়া ৩। দমদম ৬। গলদা ৯। সম্ভ্রীক ১০। মসনদ ১১। পারা ১২। ইন্ধন।

বিন্দুবিসর্গ









বাংলা নববর্ষ উদযাপনের ইতিহাস বহু পুরোনো। এই ইতিহাস নিয়ে অনেকের মনেই নানা মতভেদ রয়েছে। সেই সমস্ত তথ্যের বিষয়ে আলোকপাত করলেন



আনন্দগোপাল ঘোষ

'জুলাই বিপ্লব ২০২৪'-এর পূর্ব বাংলাদেশে, পশ্চিমবঙ্গে, ইশানবঙ্গ বা বরাকবঙ্গে, গোমতীবঙ্গে বাঙালির বর্ষবরণ নিয়ে প্রজ্ঞাবানরা ও সংবাদ জগতের কুশীলবরা অসংখ্য প্রবন্ধ, নিবন্ধ ফিচার লিখেছেন। এই সমস্ত লেখার মধ্যে থেকে যে কথার মান্যতা পেয়েছে তা হল মোগল সম্রাট আকববেব শাসন আমলেই বৈশাখ মাসে বাঙালির নববর্ষ শুরু হয়েছিল। এই অভিমতকে সর্বাংশে না হলেও খানিকটা মান্যতা দিয়ে পুরাণ-ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস সাহিত্য, লোকাচারের আলোকে কিছু কথা নিবেদন করছি মনস্ক পাঠকদৈর বিচারের জন্য। তথাকথিত জুলাই বিপ্লব, ২০২৪ পূর্ব বাংলাদেশের নববর্ষ উৎসব দেখে এ বঙ্গের সারস্বত সমাজের একাংশ এতই উচ্ছুসিত যে তাঁরা নববর্ষের নবরূপে প্রকাশের সমস্ত কৃতিত্ব বাংলাদেশকে দিয়েছেন। তাঁদের এই আবেগায়িত মানসিকতাকে আংশিক সমর্থন করেও বলছি, তাঁরা বোধহয় বাঙালির পয়লা বৈশাখের উৎসবের ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যকভাবে

বাংলাদেশে তথাকথিত

বৈশাখ মাসে বাঙালির বর্ষবরণ উৎসব পূর্ববঙ্গের, পূর্ব পাকিস্তান-বাংলাদেশের নয়। প্রজ্ঞানাচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি একবার বিজ্ঞান চর্চাকারী রাজশেখর বসুকে বলেছিলেন, 'নববর্ষের উৎসব পূর্ববঙ্গাগত এবং ব্যবসায়ী সমাজের। তাঁদের দেখাদেখি এখানকার সমাজেও এখন প্রথাটি চালু হচ্ছে। আমরা ভুলে গিয়েছি বিজয়া দশমীতেই আমাদের বর্ষারম্ভ।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দুই

Customer Care: +91 83730 99950

বিদ্যাবানই পশ্চিমবঙ্গীয়। এখানে পশ্চিমবঙ্গীয় মানে পশ্চিমবঙ্গ নয়,

পুরাণ তথা ধর্মশাস্ত্রে জানা যায় যে সত্যযুগে নববৰ্ষ শুক্ৰ হত বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায়। অথাৎ অক্ষয় তৃতীয়া থেকে। ক্রেতাযুগে কার্তিকী শুক্লা নবমী থেকে নববর্ষ শুরু হত। দ্বাপর যুগে ভাদ্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী থেকে নববর্ষ চালু হত। আর শাস্ত্রানুসারে কলিযুগে নববর্ষ মাঘীপূর্ণিমা থেকে শুরু ইওয়া উচিত বলে ধর্মবেত্তাদের একাংশ অভিমত দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি



মনসাপুজো রায়বঙ্গে

আবার শীতলাপুজো পূর্ববঙ্গে

ব্যাপকভাবে পালিত হয়। এটি

সর্বক্ষেত্রেই দেখা যাবে। যেমন

ভাটিয়ালি, পুরুলিয়ার ঝুমুর,

ঊষালগ্ন থেকে ঔপনিবেশিক

শাসনের মধ্যাক্রকালের বাংলার

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া, পূর্ববঙ্গের

বর্ধমানের বোলান, মালদার গম্ভীরা

মূর্শিদাবাদের আলকাপ, দিনাজপুরের

খন গান প্রভৃতি। মলকথা হল নববর্ষ

উৎসব পূর্ববঙ্গের উৎসব। চর্যাপদের

লোকায়ত ও লিখিত সাহিত্য সম্ভার

করেননি। ঔপনিবেসিক শাসনের

বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি-

দুর্গোৎসবের মতো পালিত হয়।

একথাও ঠিক যে আমাদের দেশে অগ্রহায়ণ মাস থেকেই নববর্ষের দেখা যাবে বর্ষবরণের কোনও সূচনা হত একটা সময়। গাণিতিক প্রয়াসই বাঙালিরা কখনও গ্রহণ হিসেব মতো অগ্রহায়ণই বাংলা বছরের প্রথম মাস। 'অগ্র' অর্থ প্রথম মধ্যাহ্ন পর্বে অর্থাৎ ১৩০০ বঙ্গাব্দের 'হায়ন' অর্থ বৎসর। কিন্তু বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত বৈশাখী পূর্ণিমা পুণ্যমাস। প্রাবন্ধিক-গাল্পিকদের লেখনীতেও তাই বৈশাখ থেকেই নববর্ষের গণনা বর্ষবরণের কোনও উল্লেখ পাওয়া করার রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছিল যাচ্ছে না। চৈত্র সংক্রান্তি উৎসব অবশ্য উদযাপিত হত সৰ্বত্ৰ। এটি বলে ধর্মাচার্যদের সিংহভাগ অভিমত

তথা নিম্নবর্গের ও বর্ণের মানুষই পালন করতেন। আধুনিক বাঙালি জীবনে বর্ষবরণের প্রচলন ঘটেছিল ব্রাহ্মসমাজের চিন্তক-ভাবুক-প্রচারকদের সনিষ্ঠ উদ্যোগে। সামাজিক সাংস্কৃতিক তাগিদেই ব্রাহ্মসমাজ নেতারা বর্ষবরণ উৎসব পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। অনেকেই অভিমত দিয়েছেন যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই বর্ষবরণের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে বাহ্মসমাজ নেতা বাজনাবায়ণ বসু প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গৌরব উন্নতি বিধায়নী সভাই প্রথম ইংরেজ সাহেবদের নববর্ষ পালনের ধাঁচে বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখ পালন করা হবে। এই সভা বাঙালিয়ানা ধর্মী আরও কিছু রীতির প্রচলন করেছিলেন। যেমন গুডমর্নিং-এর পরিবর্তে 'শুভরাত্রি' সম্ভাষণের প্রচলন করেছিলেন। যাই হোক, সমকালের তথ্যসূত্র থেকে জানা গিয়েছে যে মহর্ষি ভবনে পয়লা বৈশাখ নববর্ষ হিসেবে প্রথম পালিত হয়েছিল ১৩০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখের

বাংলাদেশের তথাকথিত জুলাই বিপ্লব, ২০২৪-এর উত্তরাধিকাররা কীভাবে ১৪৩২ নববর্ষ পালন করেন, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম। এটিই প্রমাণ করবে বাংলাদেশিদের নববর্ষ উৎসব কতটা কৃত্রিম ও আরোপিত, আর কতটা

প্রথম দিনে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সমীর মৈত্র, সুমনা ঘোষদস্তিদার (লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস

ঝোড়ো হাওয়ার





চৈত্র বাতাস পিছু ফিরে ডাকে। সব যন্ত্রণাকে বলি সঙ্গে নাও। দুইয়ে মিলে স্বগত প্রসন্নতায় চোখ মেলি। নুববর্ষকে নুতুনভাবে আহ্বান করলেন মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

রাধা তুলসীর ফিকে সবুজে রোদের টান আর হাওয়ার প্রবল দমকের মাঝখানেই টুপটুপ জল ঝরেই যাচ্ছে ঝারা থেকে। মাটির সে ছোট পাত্রে দুব্বো লাগিয়ে দিয়েছে মা। চৈত্ৰ মাসজুড়ে এই ফোঁটা ফোঁটা জল তুলসী গাছের শরীরকে শুকোতে দেবে না। অন্যদিকে, ছাদের আলসেতে সিমেন্ট অথবা কোথাও কাঠের পাটাতনে, জিভে জল এনে দেওয়া বিভিন্ন আচার শুকোচ্ছে জেঠিমার নজরদারিতে। সেখানেও ফুলমার ১০টা পাকাচুলে একজোড়া তৈঁতুল আচারের বয়েম থেকে হাতে আসবে এমনি 'গিভ অ্যান্ড টেক' পলিসি।

এই চৈত্ৰ-বৈশাখ যেন সত্যি মনের খাঁখাঁ ভাব চারিয়ে দেয় আকাশ বাতাস ছাপিয়ে সর্বত্র। ওদিকে 'অষ্টপ্রহর' শুরু। চিরকেলে বৈষ্ণব বাড়িতে চন্দনের গন্ধ আর গাঁদা ফুলের আতিশয্য। এক সপ্তাহের কীর্তন গানে কত পদকারের পদ…রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা...বিদ্যাপতির পদ থেকে একেবারে অভিসার, নৌকা বিলাসে চলে যান কীর্তনীয়ারা। গেয়ে ওঠেন…'রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই...শ্রী রাধিকার মনের আগল খুলে তাঁর গান 'জয় রাধে জয় রাধে...রাধে গোবিন্দ বোল'। এই হরে রাম হরে কৃঞ্চের মাঝখানেই শিবের উপোস পেরোতে না পেরোতেই লাল সিঁদুর মাখা চড়কের কালো কাঠের কাঠামো হাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে শুরু করে গাজনতলার পূজকরা। আমরা সাদা কার্ডে নিজেরা রঙে রেখায় ছবি আঁকি। পয়লা বৈশাখ চলে এল যে, এ বাড়িতে ছেলেদের নিয়ে

রিহার্সালে বসে গেছে ছোড়দাদা, অন্য বাড়ির উঠোনে ভিড় করেছে মেয়েরা। সে বাড়ির পিসি নাটকের রিহার্সাল দেওয়াচ্ছেন। রত্নাবলী। কোন বছর অরুণ বরুণ কিরণমালা অথবা নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা।

বাতাসে বিদায়ি বসন্তের হাহাকারেও সম্মেলক প্র্যাকটিস চলে...'যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,/অশ্রুবাষ্প সুদূরে

মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,

অগ্নিস্নানে শুচি হৌক ধরা... কোনও এক বৈরাগী একতারা হাতে এসে দাঁডায় দরজায়। তাকে বরণ মানেই নতুন পোশাক। মার হাতে তৈরি সূতির কুচি দেওয়া ফ্রক..ঠিক যেন সিনডেরেলা, তুষারকণার পোশাক তখন। সকাল সকাল স্নান সেরে একগোছা কার্ড বগলদাবা করে বন্ধদের বিলোনো। আর অদ্ভূত আধুনিক আধুনিক শব্দবন্ধে তখন ই-নববর্ষের ভালোবাসা প্রীতি জানানো।

ওসব আমার তৈরি কার্ডে লেখা চলবেই না...'গাছে গাছে ফুল ফুটেছে/নববর্ষের ডাক উঠেছে...' ওগুলো সবাই লেখে, সুতরাং অন্যকিছু, অন্য কথায় বন্ধুত্ব জানাও... বাবা শিখিয়েছিলেন। ওই তখন থেকেই নতুনের সন্ধানে.. বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল

চৈত্ৰ অবসান গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ড বরষের সর্বশেষ গান কল্পনা কাব্যে কবি বর্ষ শেষে

👿 www.orientjewellers.in

ঈশানের পুঞ্জমেঘ দেখেছিলেন।

আসে ঝরাপাতার সঙ্গে। 'বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া' ফেলে কে যেন

এ বৈশাখে তোমাকে নতুন করে পাব বলেই হালখাতার লালচে কাপড় বাঁধা নতুন খাতা খুঁজে বেড়াই। মিষ্টির প্যাকেট আর নতুন ক্যালেভারে মুখ লুকোনো 'আমি'টার বয়স বেড়েছে কি না ভুলে যাই। ভুলতেই চাূই। কুখন যেন নভশ্চারী হয়ে যাই সুনীতা উইলিয়ামস-এর মতো। সঙ্গী বুচ উইলমোরকে নিয়ে শত ঝঞ্চাতেও যে তারা গ্রহ নক্ষত্রের দেশ পেরিয়ে হাসিমুখে আঁচল পেতে রাখা বসধার কাছে ফিরে আসে... নতুন নভোযানে আবার নতুন প্রস্তুতি

নিতে হবে বলে। আমরা সবাই বিগত জাগতিক দঃখ. যাবতীয় কষ্টগুলোকে হাওয়ায় ভাসিয়ে নতুন লেখার খাতায় ঝরাপাতার স্পর্শ দিই। কবির সঙ্গে বলি, জীবন যদি সত্য হয়ে না থাকে তবে ব্যর্থ জীবনের বেদনা সত্য হয়ে উঠুক- বেদনার বহ্নিশিখায় পবিত্র হই এসো। হে রুদ্র, বৈশাখের প্রথম দিনে আজ আমি তোমাকেই প্রণাম করি। তোমার প্রলয় লীলা ভিতরের ঘুমিয়ে থাকা তারাগুলোকে কঠিন হয়ে আঘাত করুক। সৃষ্টিলীলার নতুন আনন্দসংগীত বেজে উঠুক।

চৈত্র বাতাস পিছু ফিরে ডাকে। সব যন্ত্রণাকে বলি সঙ্গে নাও। দুয়ে মিলে স্বগত প্রসন্নতায় চোখ মেলি। আপন মনেই নিভূতে উচ্চারিত

'রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'

(লেখক সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মী)



মুর্শিদাবাদ -বেলডাঙা কলেজ পাড়া রোড, পাঁচরাহা মোড় 83730 99944 - রঘুনাথগঞ্জ মেকেনজি পার্ক ময়দান রোড 83730 99927 - ধুলিয়ান কাঞ্চনতলা,হাসপাতাল মোড়, বাজার কলকাতার পাশে 83730 99992 | মালদা -কালিয়াচক থানা রোড, কালিয়াচক হাই স্কুলের বিপরীতে 83730 99912 - সুজাপুর বাজার, কসমো বাজারের পাশে, মালদা 83730 99916 - গাজোল থানা রোড, শ্যাম সুখী বালিকা শিক্ষা নিকেতনের বিপরীতে 83730 99915 | দক্ষিণ দিনাজপুর - বালুরঘাট মঙ্গলপুর, হিলি মোড়, রিলায়েন্স ট্রেন্ডসের বিপরীতে 83730 99953 | উত্তর দিনাজপুর - কালিয়াগঞ্জ বিবেকানন্দ কমপ্লেক্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, বিবেকানন্দ মোড় 83730 99903 - রায়গঞ্জ থানা রোড, উকিলপাড়া 83730 99964 - রায়গঞ্জ (গ্র্যান্ড) পি.আর.এম সিটি মলু, এন.এস. রোড, এইচ.ডি.এফ.সি ব্যাঙ্ক এর বিপরীতে 83730 99906 - ইসলামপুর এন.এস. রোড, বন্ধন ব্যাঙ্ক বিল্ডিং 83730 99965 । দার্জিলিং - শিলিগুড়ি সেলকন প্লাজা বিল্ডিং, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সেবক রোড 83730 99952 | জলপাইগুড়ি - মালবাজার রামকৃষ্ণ কলোনি ,রিলায়েন্স ট্রেন্ডসের বিপরীতে 83730 99904 - জলপাইগুড়ি রুপশ্রী গোল্ডেন কমপ্লেক্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ডি.বি.সি রোড 83730 99922 - ধুপগুড়ি ঘোষ পাড়া মোড়, হিরো শোরুমের নিকটে 83730 99960। আলিপুরদুয়ার - ফালাকাটা সুভাষপল্লি মোড়, কুঞ্জনগর রোড 83730 99985 - আলিপুরদুয়ার নিউ টাউন, মাধব মোড়ের নিকটে 83730 99943



নববর্ষের দিনে প্রাচীন ভারতবর্ষকে মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পারলে তবেই আমাদের দুর্বলতা, লজ্জা, লাগুনা দূর र्रे यात। विश्वकित त्रवीन्त्रनाथ ঠাকুর এমনটাই মনে করতেন। নববর্ষকে কেন্দ্র করে তাঁর আরও অনেক বিশ্বাস ছিল।





















ত্রনাথের নববর্ষের ভাবনা

বিশেষ উৎসব। নববর্ষ বলতেই পয়লা বৈশাখ। এই উৎসব উপলক্ষ্যে বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের নতুন জামাকাপড কেনাকাটা আর ক্রেতা-বিক্রেতার মিলন হালখাতার আসর। এই হালখাতা প্রাচীন। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে হালখাতা বিষয়টি থাকার কথা নয়। জমিদারবাড়ি বলে কথা। তবে পয়লা বৈশাখে তিনি স্বদেশের কথা, সমগ্র বিশ্বের মানুষের কল্যাণের কথা ভেবেছেন। বিশ্বকবির নববর্ষ ছিল ভিন্ন মাপের। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে নববর্ষে আশ্রমবাসীদের প্রাচীন ভারতবর্ষের শিল্প-সাহিত্য ঐতিহ্যের কথা শোনালেন। পুরাতনের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন কারণ পুরাতনই চির নবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার। তিনি মনে করতেন, এই নববর্ষের দিনে প্রাচীন ভারতবর্ষকে মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পারলে তবেই আমাদের দর্বলতা, লজ্জা, লাঞ্ছনা দর হয়ে

বাংলা শুভ নববর্ষে সকলকে

জানাই আন্তরিক অভিনন্দন

এই শুভদিনে ক্লাব প্রাঙ্গণে

সুইমিং পূলের শিলান্যাস

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ রইল

যাবে। আমাদের দেশকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারব। বছরের পর বছর নববর্ষ আসে-যায়। কবির ভাবনা বদল হতে থাকে।

কবির বয়স তখন ৪০, নববর্ষ উৎসবকে কেন্দ্র করে শান্তিনিকেতনে একটা গান গাওয়া হয়েছিল, 'নববৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা-/তব আশ্রমে তোমার চরণে, হে ভারত, সব শিক্ষা।' এ গানটিতে দেশপ্রেমের আর নববর্ষের কথা। তাঁর আরও একটা গান ১ বৈশাখ ১৩৪০, শেষ বয়সে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে কবি মানব সাধারণের অভ্যুত্থান সম্পর্কে গানটি লেখেন, 'ওই মহামানব আসে।/দিকে দিকে রোমান্স লাগে/ মর্ত্য ধূলার ঘাসে ঘাসে।' দেশের প্রতি ভালোবাসার কথা বারবার উঠে এসেছে।

ভালো লাগছে ভাবতে, শান্তিনিকেতনে ১ বৈশাখ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বিশাল প্রান্তরের দিকে



তাকিয়ে আছেন, তখন প্রাতঃকালের সূর্য মাথা ঠেকিয়ে ওঠেনি, তিনি এই বিশেষ মুহুর্তে আশ্রমবাসীদের পক্ষ থেকে প্রণাম জানাবার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর এই প্রণামটি সত্য হয়ে উঠুক, এই কামনা। নতুন বছরের ঊষালোকে নিঃশব্দে আমাদের অন্তরে যেন প্রকাশিত হয়। কবি ভেবেই চলেছেন বিশ্ব প্রকৃতির চিরকালের খেলা। সেখান

খুব ভালোবাসি। অচেনা

জায়গাগুলিতে যেতে খুব

ইচ্ছে করলেও অনেক

সময় নানা কারণে সেই

যাওয়া হয়ে ওঠে না।

এই পরিস্থিতিতে চেনা

জায়গাগুলিই আমাদের

আর পাঁচটা আনন্দোৎসবের

মতো বাংলা নববর্ষ মানেও আমাদের

দারুণ আনন্দ। অন্যান্য উৎসবের সময় যেভাবে হয়, সেভাবে এই

সময়টাতেও আমরা ঘূরতে খুব

ভালোবাসি। অচেনা জায়গাগুলিতে

যেতে খুব ইচ্ছে করলেও অনেক সময়

নানা কারণে সেই জায়গাগুলিতে

আমাদের যাওয়া হয়ে ওঠে না। এই

পরিস্থিতিতে চেনা জায়গাগুলিই

আমাদের ভরসার জায়গা হয়ে

দাঁড়ায়।জলপাইগুড়ির দেবী চৌধুরানি

মন্দির, ভারত-ভূটান সীমান্তে ৫৪টি

সিঁড়ি পেরিয়ে ওঠা মাকড়াপাড়া কালী

মন্দিরগুলিতে এই দিনগুলিতে বেশ ভিদে হয়। মহানাঞ্চদির জ্বল্পেশ মন্দিরে

বাংলা নববর্ষের দিনে মানুষ দলে

দলে উপস্থিত হয়। জল্পেশ সংলগ্ন জটিলেশ্বর মন্দিরও দারুণ ভিড টানে। এই দিনে কোচবিহারের রাজবাডিতে

ভিড উপচে পডে। বাণেশ্বর মন্দিরের

আকর্ষণে বহু মানুষ সেই জায়গায়

ছুটে যান। বেশ ভিড় হয় দার্জিলিংয়ের

অপূর্ব কাঁচা চা বাগান, কাঞ্চনজঙ্ঘা,

বিশ্ববিখ্যাত টয়ট্রেন, কালিম্পংয়ের

মনোরম পাহাড়ি দৃশ্য, ফুলের নাসারি এবং ঐতিহ্যময় মঠ, ডেলো পাহাড

ও দুর্গা মন্দির, মিরিকের হ্রদ, ডুয়ার্স

অঞ্চলের চা বাগান, গ্রুমারা ও জলদাপাড়া, সেবক ও তিস্তা দর্শনে।

খাওয়াদাওয়া একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। আজ নতুন বছর শুরু। নতুন বছরে নতুন করে আশা নিয়ে

আরও ভালোভাবে পথ চলা শুরু

করার দিন। নতুন বছরুকে স্বাগত

জানানোর জন্য মানুষ বিভিন্ন রকম

আয়োজন করে থাকেন। এই দিনে

সকলে মিলে আনন্দ-উৎসব পালন

করে, বন্ধবান্ধব এবং পরিবারের

আনন্দের হাটের পাশাপাশি বিষাদের পরিবেশও রয়েছে। আমাদের পৃথিবী

অসুখে আক্রান্ত। বাংলাদেশের অবস্থা

অগ্নিগর্ভ। নতুন বছরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত

বাস করেন। ঐক্য ও সংহতি হল এই

সবাই মিলে দেশকে এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এর চাইতে বড় প্রত্যাশা আর কী হতে পারে!

নতুন বছর মানেই নতুন আশা. নতুন স্বপ্ন, আর নতুন সুযোগের

বছর নিয়ে থাকে নানা প্রত্যাশা। কেউ

নিয়ে এগিয়ে যেতে, কেউ চায় আরও সফলতা, আবার কেউ খুঁজে ফেরেন

মানুষ চায় আরও বৈশি সুখী হওয়ার

ও সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা। সবার ভালো

না। ঘোরাঘুরি আমাদের জীবনের

আরও ভালোভাবে ঘোরাঘুরি করে

মন ভালো হোক। জীবনে আগামীর

পথ চলার পর্ব আরও মসৃণ হোক।

ছাত্রছাত্রীরা নববর্ষের দিনে নতুন জামাকাপড় পরে। এই দিনে

ভরসা। লিখলেন

জ্যোতি সরকার

জায়গাগুলিতে আমাদের

থেকে অমৃতধারা অবাধে সব জায়গায় বয়ে চলেছে। কোটি কোটি বছরে প্রকৃতি বুড়ো হয়ে যায়নি। মানুষ তো পুরোনো আবরণের মধ্য থেকে খুব সহজে হাসিমখে বেরিয়ে আসতে পারে না। বাধাকে অতিক্রম করে বেরিয়ে আসতে হবে। মানুষ সৃষ্টির শেষ সন্তান বলেই মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে প্রাচীন।

একদিনের জন্যও নববর্ষের নতুনত্বে ব্যাঘাত ঘটে না। কবি তো গোটা বছরের ছিন্নভিন্ন বর্ম খুলে ফেলে নতুন বর্ম পরার জন্য এসেছেন। আবার ছুটতে হবে। সামনে মহৎ কাজ রয়েছে, মনুষ্যত্ব লাভের দুঃসাধ্য সাধনা। তিনি ভাবছেন, জীবন যদি সত্য না হয়ে থাকে, তবে ব্যৰ্থ জীবনের বেদনা সত্য হয়ে উঠক। সেই বেদনায় বহ্নিশিখায় তিনি পবিত্র হয়ে উঠবেন।

(লেখক প্রাবন্ধিক)





स्विष्टम द्वा







আন্তরিক প্রীতি ও

শুলেছা জানাই

& Health Together





বাংলা নববর্ষের পৃণ্যপ্রভাতে

্ মকলকে জান্তাই আন্ধরিক

अरुका ७ वसपूर्य।

মকলে ভালো পাকুন। 🧿





<u>जात, श्रा. च्ल</u>िण्णन







শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা অরিন্দমে ব্যানার্জি সভাপতি, রাজগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস Bar Cum Restaurant 9002822461 (Hotel) € 7001558050 (Manager)











Quality Wrought Iron & Stainless Steel Furniture

AN ISO: 9001 - 2015,14001 - 2015 CERTIFIED COMPANY www.sonaifurniture.co.in Helpline: 98324-46619, 98510-90273





সকলকে জানাই







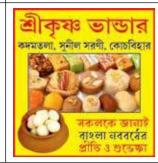


















পরপর দুই বছর Tax Collecting এ

গোটা রাজ্যে প্রথম বেস্ট পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড জয়ী

পাথরঘটা গ্রাম পঞ্চায়েতের 🖥 সকল নাগরিককে নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মহম্মদ সাহিদ





Building Future







INS HOSPITAL A KINS DIABETES A KINS DIAGNOSTIC

Sevoke More, Hill Cart Road | Jhankar More, Burdwan Road Siliguri +91 9735987500 | +91 9733781000

90833 52073

আকবর প্রূলা বৈশাখকে বছরের শুরু হিসেবে প্রথম চাল করেন ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে। ইতিহাস বলছে তৎকালীন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আমির ফতেহউল্লাহ সিরাজিকে সম্রাট আকবর হিজরি সাল এবং সৌরবর্ষ নির্ভর বাংলা বর্ষপঞ্জিকে ভিত্তি করে নতুন বর্ষপঞ্জি তৈরির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সেই থেকে নববর্ষের শুরু বলতে প্রয়লা বৈশাখকেই বোঝায়। তবে বাংলার প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম রাজা গৌডাধিপতি শশাঙ্ক প্রবর্তিত বাংলা বর্ষপঞ্জি (বঙ্গাব্দ) বাংলায় চালু ছিল। প্রচলিত বাংলা বর্ষপঞ্জিত অগ্রায়ণকে (অগ্র +হায়ন) প্রথম মাস হিসেবে ধরা হত। যেহেতু তখন ফসলই রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল সেইহেতু তা সংগ্রহের সুবিধার কথা ভেবে পয়লা বৈশাখকেই বছরের শুরু হিসেবে ধরা হয়। দিনটির উৎপত্তিকালের দিনক্ষণ

নিয়ে চর্চায় না গিয়েও বলা যায় এই দিনটি বাংলার প্রতিটি মানুষের মনে একটা পৃথক অনুভূতি সৃষ্টি করে যা আট থেকে আশি প্রত্যেকের মনকেই নাড়া দেয়। চৈত্র মাস থেকেই বাঙালির ঘরে ঘরে তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে থাকে। এই দিনটি নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের মনে রং ধরায়। বাঙালির ঐতিহ্য নতনভাবে নিজেকে বর্ণময় কবে তোলে। একে অপরকে 'শুভ নববর্ষ সম্ভাষণে প্রীত করে, মঙ্গল কামনা করে। বৈশাখ মানেই কালবৈশাখী ঝড়, বিধ্বস্ত প্রকৃতিতে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা, নতুন প্রেরণায় সৃষ্টির আনন্দে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হয়ে আশায় বুক বাঁধা। এই দিনটি যেন ধুসর জীবনে পরস্পর বিদ্বেষ ভোলার দিন। দিনটিকে উপভোগ করতে বাড়ির মুখে হাসি ফোটাতে তাদের চেষ্টার ক্রটি নেই। নতুন বছরকে আঁকড়ে ধরে বেলাশেষে যেন গ্রাম থেকে শহর, সবখানেই তার জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে উসকে দেয় এই দিনটি। বিভিন্ন সংস্থার ধরে এই দিনটি নানাভাবে রঙিন হয়ে ওঠে। প্রভাতফেরি, নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যাপিত দিনটি যে শুধু বঙ্গসংস্কৃতির ধারক হয়েই তাব অস্থিতেব জানান দেয়।

হয়, এই সময় বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী সহোদর ভ্রাতা গণেশের উপাসকদের মুখেও হাসি ফোটে। নববর্ষের এই দিনটি বণিকের সঙ্গে ক্রেতাসাধারণের মধর সম্পর্ক স্থাপনের দিনও বটে। নতুন খাতাখোলা এই সময় একটা উৎসবের রূপ নেয়। ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করান, পুরোহিত ডেকে গণেশপুজো করে নতুন খাতা খোলেন। ক্রেতারাও সাধ্যমতো তাঁদের বকেয়া শোধ করেন। বঙ্গ ব্যবসার জগতে এ এক অপর্ব দশ্য। বাড়িতে বাড়িতে হালখাতার চিঠির উপস্থিতি জানান দেয় তার আগমন বার্তা। খদেদের চোখগুলি আনন্দে জ্বলজ্বল করে ওঠে। সেদিনের খুদে আজ প্রৌঢ়, সোনাঝরা অতীতের সুখস্মতির পরম্পরায় খুদেদের মধ্যে নিজেকে খঁজে পায়। পয়লা বৈশাখ ভেদাভেদ নয়, উদযাপনের দিন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় যার একটাই মন্ত্র, 'মুছে যাক গ্লানি, ঘচে যাক জরা. অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা'। এই দিনটি যে বঙ্গসমাজকে আষ্টেপুষ্ঠে বেঁধে রেখেছে তা বুঝতে

এছাড়া একটা সুন্দর বছরের

JALPAIGURI BRANCH Jalpaiguri D.B.C Road, Co Arcade, Opp. Rupashree Mal Phone No. 91444 07702 JAIGAON BRANCH kota Toll, Beside M Bazar, NS Road Jaigaon / Phone No: 91444 07703

সঙ্গেই না নিউ ইয়ার বরণ করে নেয় এই প্রজন্ম। রেস্তোরাঁতে বুক করা, কেক, কমলালেবু আর বন্ধুদের হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জারে উইশ করা! সারা পৃথিবীজুড়ে নিউ ইয়ারের উন্মাদনা আর নববর্ষ নেহাত বাংলার নববর্ষ! এই নববর্ষ একমাত্র বাংলাদেশে জাতীয় উৎসব! 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল। পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান। রবীন্দ্রসংগীত গাইতে গাইতে পথ পরিক্রমা করা। সে এক উন্মাদনা। (জানি না এবছর বাংলাদেশে কীভাবে নববর্ষ বরণ হবে।)

5 Made

'৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন

একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর

হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন

করিতেছিলেন।' না এভাবে এখন কেউ

বৈশাখ কত বঙ্গাব্দে পা রাখবে বলতে

পয়লা বৈশাখ কবে? আমরা বলব ১৫

আর মাথা চুলকে অনেক ভেবে বলব

তবু বঙ্গাব্দটা ঢোঁক গিলে বলতে পারব

কিন্তু নয়া প্রজন্ম? তাদের কাছে বাংলা

আসত আমাদের ছোট্টবেলায়! নতুন

নববর্ষ কিছু প্রভাব ফেলে কি?

লেখেন না। খুব কম বাঙালিই এই পয়লা

পারবেন। চৈত্র মাসের আজ কত তারিখ?

এপ্রিল ২০২৫ হচ্ছে বাঙালির শুভ নববর্ষ

১৪৩২ বঙ্গান্দে এই বর্ষ পা রাখছে। আমরা

বাংলা নববর্ষ কী রঙিন ভাবেই না

পোশাক পরে বড়দের প্রণাম করে বাবার

হাত ধরে দোকানে দোকানে হালখাতা করতে যেতাম। মিষ্টির প্যাকেট আর

নতুন ক্যালেন্ডার হাতে ফিরতাম। নতুন

আজ ক্রমশই ফিকে হয়ে যাচ্ছে নববর্ষ

পেলে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত মলে যাওয়া।

না, প্রতিবেশীদের সঙ্গে বা পাড়ার

কিন্তু নিউ ইয়ার এখন এই প্রজন্মের

বাচ্চাদের কাছে খুব জাঁকজমকভাবে

আসে। মেরি ক্রিসমাস, হ্যাপি নিউ

ইয়ারে মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপ ভরে

যায়। কলকাতার পার্কস্ট্রিট, শিলিগুড়ির

হিলকার্ট রোডে নিউ ইয়ারে আলোর

ফোয়ারা। শব্দবাজি দিয়ে কী উন্মাদনার

যাপন। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, অনলাইনে

দোকানগুলোর সঙ্গে তত অন্তরঙ্গতা নেই।

ক্যালেন্ডার পাওয়ার কী আকর্ষণ!

কেনাকাটা। একটু নেহাত সময়

কিন্তু ভারতের একটি প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গে বাংলা নববর্ষ শুধু এক নস্টালজিক ব্যাপার। নবপ্রজন্মকে ততটা প্রভাবিত করে না। এর কারণ বেশিরভাগ পরিবারে এখন দাদু-ঠাকুমার ছায়া নেই, পাড়া–সংস্কৃতি নেই, শুধুই ফ্ল্যাট কালচার। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল অনলাইন কেনাকাটা, মল কালচার। সিনেমা হলে না গিয়ে মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখা! আত্মকেন্দ্রিকতা আর মোবাইলে সময় কাটানো! বাঙালিয়ানা ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে! কোথায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার! দাদু-ঠাকুমার মুখের রূপকথার গল্প - ব্যাঙ্গমা -ব্যাঙ্গমি, রাজপত্র রাজকুমারী, সোনারকাঠি, রূপারকাঠি! এখন নিঃসঙ্গ বালক-বালিকার সঙ্গী হ্যারি পটার - উইজার্ড।

বৈশাখ মানেই নববর্ষ! রুদ্র বৈশাখ, ভৈরব বৈশাখ! রবীন্দ্রনাথ তপস্যাক্লিষ্ট ভীষণ ভৈরব শিবের সঙ্গে বৈশাখের

তুলনা করেছেন। সেই প্রকট প্রকৃতির দাবদাহে ছায়া ছিল বাবা-মা, কাকা, পিসি, পাড়াতুতো সম্পর্কগুলো। দীর্ঘ দুপুরে গল্পের বই পড়া। এখন প্রকৃতির সঙ্গে শিশুদের সম্পর্ক নেই। খেলার মাঠ নেই। বন্ধু নেই। ছোট্ট শীতাতপনিয়ন্ত্ৰিত ফ্ল্যাটে মুখগুঁজে কার্টুন দেখা আর ইঁদুর দৌড়ে ফার্স্ট হওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া। আবার নস্টালজিক করে তোলে বৈশাখের মেদুরতা - অক্ষয় কুমার বড়ালের মধ্যাহ্ন কবিতা - 'নিঝুম মধ্যাহ্ন কাল অলসু স্বপন জাল / রচিতেছি অন্যমনে হৃদয় ভরিয়া।' বৈশাখের সঙ্গে নববর্ষের নিবিড় সম্পর্ক! বাংলার সঙ্গে নববর্ষের নিবিড় সম্পর্ক!

আজ বাংলা মিডিয়াম সরকার পোষিত স্কুলগুলোর মতোই বাংলা নববর্ষ ধুঁকছে - বেঁচে আছে বয়স্ক ও মধ্যবয়স্ক মানুষজনের আচারে আর সংস্কারে। বিশ্বায়ন সবকিছুকে গ্রাস করছে। স্লিগ্ধতা, ছায়া, নস্টালজিকতা! শুধু বাজারায়নের প্রতিযোগিতার কঠিন ক্লান্ত একঘেয়েমির দীর্ণতায় ফেলে যাচ্ছি আমাদের নতুন প্রজন্মকে। যেখানে স্নেহের থেকে সময়ের অঙ্ক বেশি গুরুত্বপূর্ণ! তবুও আমরা যারা বয়স্ক একটু চেষ্টা করেই দৈখি না যাতে দেশীয় ঐতিহ্যের সবুজ চারা দিয়ে এই প্রজন্মকে একটু ঘিরে রাখা যায়। জানি পারব না। কারণ গ্লোবালাইজেশনের গভীর স্রোতের টানে সব বট-অশ্বত্থের মূল থেকে ছিন্ন করে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোন ভাঙনের দিকে আমরা নিজেরাও তা জানি না। তবুও চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী!

(লেখক শিক্ষাবিদ)









পয়লা বৈশাখ বলতেই স্বপ্ন দেখার াদন



নতুন পোশাক পরে

বড়দের প্রণাম করে

বাবার হাত ধরে

দোকানে দোকানে

হালখাতা করতে

প্যাকেট আর নতুন

ক্যালেন্ডার হাতে

বাড়ি ফেরা। সেই

যাচ্ছে। লিখলেন

উমা মাজী

মুখোপাধ্যায়

নববর্ষ আজ হারিয়ে

যাওয়া। মিষ্টির

বৈশাখ মানেই কালবৈশাখী ঝড়, বিধ্বস্ত প্রকৃতিতে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা। নববর্ষকে ফিরে দেখলেন নিখিলরঞ্জন গুহ

প্রত্যেক জাতিরই নিজ নিজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মতে নতুন বছরকৈ বরণ করার রেওয়াজ আছে। নামে পার্থক্য থাকলেও বিভিন্ন দেশে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা বর্ণময় হয়ে ওঠে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাঙালিদের সংযোগ বদ্ধি এবং এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে বাংলায় খ্রিস্টীয় সনের প্রচলন হলেও তা বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গ বাংলা নববর্ষকে বাঙালির মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। তাই প্রতিবছর এই দিনটি জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বাংলার মানুষের কাছে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়।

ইতিহাসবিদ অনেকেরই অভিমত, কৃষিপ্রধান দেশে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য মোগল সম্রাট জেষ্ঠদের কতই না বাস্ততা। সকলের

জন্য প্রত্যাশার ডালি নিয়ে উপস্থিত কোনও অসুবিধাই হয় না।

(লেখক সমাজকর্মী)









AASTHA MEDICAL **CHEMIST & DRUGGIST SINCE 2017** UP TO 22% खांच FREEDELIVERY OUR BRANCHES

Pradhan Nagar, Opposite Old Police Station, Near Simla Hotel Thana More, Near Siliguri Thana SEVOKE ROAD BRANCH SALBARI BRANCH **Under Axis Bank** Hotel Gita Niwas Phone No: 91444 0770 COLLEGE PARA BRANCH College Para, Baghajatin Roa

SHORTLY OPENING AND PROCESSING TO MALBAZAR & HAKIM PARA BRANCH











LASERS (Thulium Laser Fibre) For UROLOGY

& DIODE LASER FOR PILES & FISTULA. Coming within 1.5 months

 Dr. ALAM Started Surgery at Alam Nursing Home from October 1988

Now the Senior most Surgeon in North Bengal.

 Dr. Alam attending atlest 2-3 National Conferences and 2-3 Trainings in Reputed Institutions of INDIA like Mumbai & Chennai in different Departments.

 Our all Instruments of different Departments are of Reputed Companys like. Dragger, Hamilton, Olympus, Storz, Siemens, Shalya, Johnson's & johnsons.

Our Operative Results are as per National Standard.

NOW THE BEST SURGICAL CENTRE IN NORTH BENGAL



App Store



তপশিলি জাতি

সংরক্ষণে

উপশ্রেণি চালু

তেলেঙ্গানায়

তপশিলি জাতির জন্য বরাদ্দ

আপনাকেও পুড়তে হবে, ইউনূসকে হুঁশিয়ারি হাসিনার

নববর্ষের শোভাযাত্রায় রাজনীতির ছোঁয়া

বৈশাখ, ১৪৩২। পুরোনো ধারা মেনে সোমবারই বাংলা নববর্ষ পালিত হল বাংলাদেশে। তবে বর্ষবরণের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নানা খণ্ডদৃশ্য শেখ হাসিনা পরবর্তী 'নতুন' বাংলাদেশের কথা মনে করিয়ে দিল। অন্যান্য বছরের মতো এবারও বর্ষবরণের সবচেয়ে বড় শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ প্রাঙ্গণ থেকে। মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম বদলে বর্ষবরণ মিছিলের নাম রাখা হয় 'আনন্দ শোভাযাত্রা'। সেখানে বাংলাদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে পিছনে ফেলে প্রচারের আলো কেড়েছে হাসিনাবিরোধী আন্দোলনের প্রতীকগুলি।

শোভাযাত্রার ক্যাচলাইন করা হয়েছে 'নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান'। মিছিলের সারিতে রাখা হয়েছিল শেখ হাসিনার আদলে তৈরি ফ্যাসিবাদের প্রতিকৃতি। কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীদের জল খাওয়াতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মির মুগ্ধ নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর স্মরণে শোভাযাত্রায় বিরাট জলের বোতলের প্রতিকৃতি রাখা হয়। জুলাই বিপ্লবৈর একাধিক স্মারক এবং প্যালেস্ডেনীয় আন্দোলনের প্রতীক কাটা তরমুজের ছিল। শোভাযাত্রার পিছনের সারিতে ছিল পালকি. পায়রা, ইলিশ মাছের প্রতিকৃতি। তবে এবারের শোভাযাত্রায় সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফৃর্ত উপস্থিতি কম চোখে পডেছে।

মেছিল চারুকলা অনুষদ থেকে শাহবাগ মোড় ঘুরে শহিদ মিনার



শোভাযাত্রায় 'ফ্যাসিবাদের মুখাকৃতি'। সোমবার ঢাকায়।

পর্যন্ত যায়। সেখানে থাকা দোয়েল চত্বর ছুঁয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসে। ঢাকার অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে হলেও দেশের একাধিক জায়গায় বর্ষবরণের অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে গিয়েছে মৌলবাদীদের হুমকি-হামলার মুখে। চট্টগ্রামের ডিসি হিলে প্রতিবছর বড় করে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান হয়। রবিবার সন্ধ্যায় ওই এলাকায় শেখ হাসিনার বিচারের দাবিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়

মৌলবাদ সমর্থক ছাত্র-জনতা।

রমণা বটমূলে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান হলেও সেখানে মানুষের উপস্থিতি ছিল অনেক কম। নববর্ষ উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে বার্তা দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনুস ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু'জনেই। ইউনুসের গোটা বক্তব্যজুড়েই ছিল ছাত্র-জনতার স্মৃতিচারণ। তিনি বলেন, 'চব্বিশের গণ অভ্যুত্থান বৈষম্যহীন আমাদের সামনে চট্টগ্রামের সিআরবি এলাকা এবং বাংলাদেশ গড়ে তোলার সুযোগ এনে

দিয়েছে। এই সুযোগ যেন আমরা না হারাই। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়াই হোক এবারের নববর্ষে আমাদের অঙ্গীকার।' তাঁর কথায়, 'পহেলা বৈশাখ সম্প্রীতির দিন, মহামিলনের দিন। আজকে সবাইকে আপন করে নেয়ার দিন। এবারের নববর্ষ, নতন বাংলাদেশের প্রথম নববর্ষ।'

রবিবার এক ভিডিওবাতায় হুঁশিয়ারি ইউনসকে হাসিনা। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সব চিহ্ন মুছে ফেলা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিতে আমরা প্রত্যেক জেলায় মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স তৈরি করেছিলাম। সেগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইউনুসের উদ্দেশে হাসিনা বলেন, 'আপনি যদি আগুন নিয়ে খেলেন, তাহলে আপনাকেও পুড়তে হবে।.. সুদখোর, ক্ষমতালোভী, অর্থলোভী,

আপনি যদি আগুন নিয়ে খেলেন, তাহলে আপনাকেও পুড়তে হবে।... সুদখোর, ক্ষমতালোভী, অর্থলোভী, আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করেছেন এবং দেশকে ধ্বংস করতে বিদেশের টাকা নিচ্ছেন।

শেখ হাসিনা

আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করেছেন এবং দেশকে ধ্বংস করতে বিদেশের টাকা নিচ্ছেন।

কোটাবিরোধী নিহত আবু সইদের মৃত্যু নিয়েও তুলেছেন হাসিনা। তাঁর পুলিশের গুলিতে নয় বিক্ষোভকারীদের ছোড়া পাথরের আঘাতে মারা গিয়েছিলেন আবু হাসিনা বলেন, 'আবু সইদের রবার বুলেট লেগেছিল। পুলিশ বুলেট ব্যবহার করেনি। যখন ওরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ছিল, তখন আবু সইদের মাথা থেঁতলে গিয়েছিল

ফের সলমনকে

খুনের হুমকি

খানের প্রাণনাশ নিয়ে লাগাতার

হুমকি চলছেই। এবার তাঁর গাড়ি

উড়িয়ে দেওয়া ও বাড়িতে ঢুকে

মারার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

মুম্বইয়ের ওরলি থানার পুলিশের

হোয়াটসঅ্যাপ হেল্পলাইনে রবিবার

বাতটি এসেছে। কন্ট্রোল রুমের

এক অফিসার জানিয়েছেন, এক

অজ্ঞাতপরিচয় বাতাটি দিয়েছে।

বিষয়টি ঊর্ধ্বতনদের জানানো

হয়েছে। পুলিশ ভারতীয় ন্যায়

সংহিতার ৩৫১ (২), (৩) ধারা

অনুযায়ী অজ্ঞাতপরিচয়ের বিরুদ্ধে

মামলা রুজ করেছে। চলছে তদন্ত।

বলিউড তারকা সলমন খান এর

আগেও একাধিকবার প্রাণনাশের

হুমকি পেয়েছেন। অতি সম্প্রতি

লরেন্স বিফোই গোষ্ঠী মুম্বই

সলমনকে মেরে ফেলার হুমকি

দিয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ আগে

পানভেলের খামার বাড়িতে

বিষ্ণোই গোষ্ঠী তাঁকে মেরে

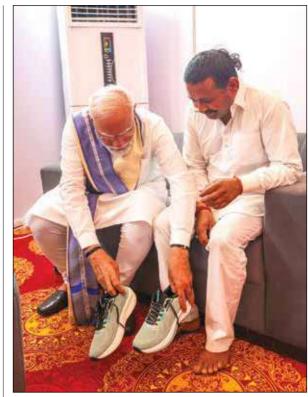
ফেলার ছক কষেছিল। নবি মুম্বই

পুলিশ তা ধরে ফেলায় সলমন

হেল্পলাইনে

পুলিশের ট্রাফিক

মুম্বই, ১৪ এপ্রিল : সলমন



ভক্তের ডাকে... রামপাল কাশ্যপের ধনকভাঙা পণ ছিল নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী না হওয়া অবধি এবং তাঁর সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত তিনি খালি পায়ে থাকবেন। সেই প্রতিজ্ঞার ১৪ বছর পর হরিয়ানায় কাশ্যপের সঙ্গে

দেখা করে মোদি নিজের হাতে জ্বতো পরিয়ে দিলেন তাঁর পায়ে।

পালটা আম্বেদকর নিয়ে কটাক্ষ পদ্মকে

মোদির ৫০ শতাংশ মুসলিম সংরক্ষণের চ্যালেঞ্জ কংগ্রেসকে

(সংশোধনী) আইনের বিরোধিতায় ধরে রাখা অনিশ্চিত, তখনই ওরা সুর চড়াচ্ছে বিরোধী দলগুলি। এই ইস্যুতে কংগ্রেস, তৃণমূলের একাধিক নেতা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন। দলগতভাবে আইনি লড়াইয়ে নেমেছে ডিএমকে ও আরজেডি। তবে বিরোধী শিবিরের চেয়ে দলগতভাবে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসকেই বেশি করে নিশানা করছেন বিজেপি নেতারা। সেই ধারা মেনে সোমবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জবাব দিতে দেরি করেনি মল্লিকার্জুন খাড়গের দলও।

হরিয়ানার

ভারতীয় সংবিধানে সামাজিক

ন্যায়বিচারের ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বাবাসাহেব। কংগ্রেস সেই ভাবধারার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

নরেন্দ্র মোদি

কংগ্রেসের মসলিম প্রীতি নিয়ে প্রশ্ন মৌলবাদীকে খুশি করেছে। তাঁর প্রশ্ন, কংগ্রেস কেন কোনও দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জন মসলিম নেতাকে সভাপতি করে না । কংগ্রেসকে দলীয় প্রার্থীদের আম্বেদকর স্তুতি শুধুই মৌখিক। ৫০ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায় থেকে বাবাসাহেবের ইচ্ছাপূরণের জন্য করার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন মোদি। বর্তমান সরকার কিছুই করেনি। এদিন বাবাসাহৈব আম্বেদকরের কংগ্রেস প্রধান বলেন, 'মৌদি সরকার প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি। আম্বেদকরের নাম নেয়, কিন্তু তাঁর ঘটনাচক্রে সোমবার ছিল প্রয়াত আকাঙ্ক্ষা এবং ইচ্ছা পুরণ করতে বাবাসাহেবের জন্মদিন। প্রধানমন্ত্রী রাজি নয়। ওঁরা শুধু কথাই বলেন। সামাজিক ন্যায়বিচারের ভাবনাকে জানিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা গুরুত্ব দিয়েছিলেন বাবাসাহেব। কংগ্রেস সেই ভাবধারার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।' কথায়, 'কংগ্রেস আমাদের পবিত্র নিশ্চিত করার জন্য বাবাসাহেবের

হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। আমাদের পথ দেখাবে।

বলে, কিন্তু কংগ্রেস কখনও তা বাস্তবায়িত করেনি। আজ উত্তরাখণ্ডে

তিনি আরও বলেন, 'সংবিধান

সংবিধানকে পদদলিত করেছে।'

ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিকবিধির কথা নাগরিকবিধি কার্যকর হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, কংগ্রেস এর বিরোধিতা করছে।' কংগ্রেস দেশে ভোটব্যাংক রাজনীতির ভাইরাস ছড়িয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বিআর আম্বেদকর ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ বাতিল করেছিলেন। কংগ্রেসের তোষণের রাজনীতি মুসলিমদেরও বিমানবন্দরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্ষতি করেছে। কংগ্রেস কেবল কিছু

প্রতিটি ভারতীয়র জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বাবাসাহেবের সংগ্রাম সংবিধান রক্ষার লড়াইয়ে আমাদের পথ দেখাবে।

রাহুল গান্ধি

খাড়গে। তাঁর মতে, বিজেপি নেতাদের 'ভারতীয় সংবিধানে জন্মদিবসে আম্বেদকরকে রাহুল গান্ধি বলেছেন, 'দেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে এবং তাঁর প্রতিটি ভারতীয়র জন্য সমান অধিকার সংবিধানকে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম সংবিধান রক্ষার লড়াইয়ে

আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অধিকতর দেখাল তেলেঙ্গানা। সোমবার সংবিধানের রূপকার বাবাসাহেব আম্বেদকরের ১৩৪ তম জন্মদিবসে কার্যকর হল 'তেলেঙ্গানা তফশিলি জাতি (সংরক্ষণের যুক্তিসঙ্গতকরণ) আইন, ২০২৫'। তেলেঙ্গানা হল প্রথম রাজ্য যেখানে তপশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য শ্রেণিভিত্তিক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে এই উপশ্রেণ সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেডিছ।

তাঁর দাবি, এটি তফশিলি জাতির

মধ্যে আন্তঃবর্ণ বৈষম্য মোকাবিলার

লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

আইন

তেলেঙ্গানায় তপশিলি জাতির জন্য বরাদ্দ ১৫ শতাংশ সংরক্ষণকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথম ভাগে রাখা হয়েছে ১৫টি সম্প্রদায়কে। তপশিলি জাতিতে ওই সম্প্রদায়গুলির অবদান ৩.২ শতাংশ। তাদের জন্য ১ শতাংশ সংরক্ষণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে থাকা ১৮টি তপশিলি সম্প্রদায়ের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৯ শতাংশ। এই সম্প্রদায়গুলির মোট জনসংখ্যা তেলেঙ্গানার তপশিলি জাতিভুক্তদের ৬২.৭ **শ**তাং**শ**। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ২৬টি সম্প্রদায়, যাদের অনুপাত ৩৩.৯ শতাংশ। তাদের জন্য বরাদ্দ সংরক্ষণের পরিমাণ ৫ শতাংশ।

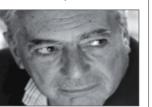
তপশিলি সম্প্রদায়গুলির জন্য আনুপাতিক হারে আসন বরাদ্দের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছিল মাদিগা সংরক্ষণ পোরাতা সমিতি (এমআরপিএস)।

পুতিনের কাণ্ড এসে দেখে যান ট্রাম্পকে জেলেনস্কি

কিভ, ১৪ এপ্রিল : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে মস্কো ও কিভকে শান্তিচুক্তিতে রাজি হতে ক্রমাগত চাপ[®] দিচ্ছেন। ইউক্রেন যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়। শীঘ্রই ট্রাম্প-পুতিনের এই ইস্যুতে বৈঠকও রয়েছে। কিন্তু গতকাল রুশ ক্ষেপণাস্ত্রে ইউক্রেনে রুশিতে প্রাণ হারিয়েছেন ৩৪ জন। আহতের সংখ্যা শতাধিক। এই আবহে রাশিয়ার সঙ্গে কোনও সিদ্ধান্ত বা চুক্তিতে পৌঁছোনোর আগে ট্রাম্পকে ইউক্রেন সফরের আমন্ত্রণ জানালেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি।

এক সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি বলেছেন, 'দয়া করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একবার দেখতে আসুন। সাধারণ নাগরিক, মৃত শিশুদের দেখতে আসন। হাসপাতাল, ধ্বংসপ্রাপ্ত গিজবি অবস্থা।' সুমির ওপর রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হানা আন্তজাতিক স্তরে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। ট্রাম্প সুমির ঘটনাকে 'ভয়ংকর' বলে অভিহিত করেছেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর কথায়, 'পুতিন আসলে ট্রাম্পের কুটনৈতিক প্রতিষ্টাকে ধর্তব্যের মধ্যে নিচ্ছেন না।' জামানির ভাবী চ্যান্সেলার ফ্রেডরিক মার্জ বলেছেন, 'পুতিন ইউরোপের শান্তি প্রস্তাবকে দুর্বলতা হিসেবে দেখছেন।' ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার বলেছেন, 'অবিলম্বে শর্ত ছাড়া পূর্ণ যুদ্ধবিরতি দরকার।' পুতিন যা করৈছেন তা 'কাপুরুষোচিত', বলেছেন ইতালির জর্জিয়া মেলোনি।

প্রয়াত নোবেলজয়ী সাহিত্যিক



লিমা, ১৪ এপ্রিল:জীবনাবসান ঘটল নোবেলজয়ী পেরুভিয়ান সাহিত্যিক মারিও বার্গাস লোসার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯। রবিবার লিমায় মৃত্যু হয়েছে লোসার। তাঁর ছেলে আলভারো লোসা সমাজমাধ্যমে একটি চিঠি শেয়ার করে লিখেছেন, প্রয়াত সাহিত্যিকের মরদেহ দাহ করা হবে, কিন্তু কোনও অনুষ্ঠান হবে না।

মারিও বাগসি লোসা 'দ্য টাইম অফ দ্য হিরো'. 'ফিস্ট অফ দ্য গোট' সহ বহু বিখ্যাত উপন্যামের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন পাঠকদের হৃদয়ে। ২০১০ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রস্কার পান তিনি। তবে তার আগেই তিনি ছিলেন ল্যাটিন আমেরিকান সাহিত্যে অন্যতম

১৯৬৩ সালে 'দ্য টাইম অফ দ্য হিরো' প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর খ্যাতির সূচনা। বইটি পেরুর একটি সামরিক অ্যাকাডেমির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা হয়, যা সেই সময় পেরুর সামরিক বাহিনীর রোষের মুখে পড়ে। বইয়ের প্রায় হাজারখানেক কপি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

শুরুর দিকে কিউবার বিপ্লবের সমর্থক হলেও পরে কাস্ত্রোর সমালোচক হন লোসা। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস হারিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বাজার অর্থনীতির পক্ষে কথা বলতে শুরু করে বিতর্কের মুখে পড়েন। ১৯৯০ সালে পেরুর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হলেও হেরে যান আলবেতো ফুজিমোরির কাছে।

বেলজিয়ামে গ্রেপ্তার মেহুল চোকসি

নয়াদিল্লি ও ব্রাসেলস, ১৪ এপ্রিল : শেষপর্যন্ত বেলজিয়ামে গ্রেপ্তার হলেন পিএনবি জালিয়াতি কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত মেহুল চোকসি। শনিবার বেলজিয়াম থেকে সুইৎজারল্যান্ড যাওয়ার পথে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মেহুলকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দিনকয়েক আগে স্ত্রী প্রীতির সঙ্গে মেহুল বেলজিয়ামে রয়েছেন বলে স্বীকার করেছিল সেদেশের প্রশাসন। তারপরেই ভারতের তরফে সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা আর্থিক জালিয়াতিতে অভিযুক্ত মেহুলকে গ্রেপ্তারির জন্য বেলজিয়ামকে অনুরোধ জানানো হয়। গ্রেপ্তার করা

সুত্রের খবর, মুম্বই আদালতের তরফে জারি করা ২টি গ্রেপ্তারি হয়েছে। তার প্রত্যপণের জন্য কটনৈতিক পদক্ষেপ শুরু করেছে ভারত। তাঁকে হেপাজতে নিতে দ্রুত বেলজিয়াম রওনা হতে পারে সিবিআইয়ের তদন্তকারী দল। এদিকে প্রত্যর্পণ এডাতে মরিয়া চেষ্টা করছেন মেহুলও। তাঁর আইনজীবী বিজয় আগরওয়াল দাবি করেছেন, ৬৫ বছর বয়সি মেহুল ক্যানসার আক্রান্ত। চিকিৎসার জন্য সুইৎজারল্যান্ড যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। তার আগেই মেহুলকে গ্রেপ্তার করে বেলজিয়াম পুলিশ। যদিও স্থানীয় সূত্রে খবর, চিকিৎসা সংক্রান্ত যে নথি মৈহুল পুলিশকে দিয়েছিলেন সেটি ভয়ো।

আগরওয়াল অবশ্য সেই অভিযোগ মানতে রাজি হননি। তিনি জানিয়েছেন, বেলজিয়ামের আদালতে তাঁর মকেল ভারতের প্রত্যর্পণ আর্জি এবং গ্রেপ্তারি দুয়েরই বিরোধিতা করবেন। আইনজীবীর

পিএনবি'র সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা জালিয়াতির অভিযোগ



অসুস্থ। তাঁর ক্যানসার হয়েছে। চিকিৎসার জন্য বেলজিয়াম থেকে সুইৎজারল্যান্ড যেতে চেয়েছিলেন তিনি।' অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে ভারত সরকার মেহুলকে ফেরাতে চাইছে বলে দাবি করেছেন আগবওয়াল।

পিএনবির আর্থিক জালিয়াতির ঘটনায় নাম জড়ানোর পর গুজরাটের হিরে ব্যবসায়ী মেহুল ২০১৮-তে ভারত ছেড়ে ক্যারিবিয়ান দেশ অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডায় পালিয়ে যান। দীর্ঘদিন থাকার পর সেখানকার নাগরিকত্ব পান। সেদেশের আদালত মেহুলকে জোর করে অন্য কোনও দেশে পাঠানো যাবে না বলে রায় দিয়েছিল। তারপরেই মেহুলের বিরুদ্ধে রেডকর্নার নোটিশ প্রত্যাহার করে নেয় সিবিআই। এর ফলে বিশ্বের কোথাও যেতে বাধা ছিল না মেহুলেব।

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে.

কথায়, 'মেহুল চোকসি কখনোই সিবিআইয়ের রেডকর্নার নোটিশ পরোয়ানার ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার বিচারপ্রক্রিয়া এড়াতে চান না। তিনি প্রত্যাহার ছিল একটি টোপ। সেই তথা বেলজিয়ামের নাগরিক প্রীতির সাহায়ে 'এফ রেসিডেন্সি কার্ড' জোগাড় করেন। তখন থেকে সেদেশে ছিলেন।

> অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা থেকে বের হওয়ার পরেই মেহুলকে বাগে পেতে ফের সক্রিয় হয় সিবিআই। গুজরাটের পলাতক হিরে ব্যবসায়ী মেহুল বেলজিয়ামের নাগরিকত্ব পাওয়ার আগেই তাঁর প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া শেষ করার চেষ্টা করছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা। পিএনবি মামলায় অপর অভিযুক্ত নীরব মোদিও ভারত থেকে পালিয়ে ব্রিটেনে আশ্রয় নিয়েছিলেন ২০১৯-এর মার্চে লন্ডন পলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তখন থেকে লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার জেলে রয়েছেন নীরব। তাঁর প্রত্যর্পণের জন্য ব্রিটেনে আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সিবিআই।

বেঁচে যান। গত এপ্রিলে সলমনের বান্দ্রার বাডি লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। ১৮০০ কোটি টাকার মাদক

আহমেদাবাদ, ১৪ এপ্রিল : গুজরাট উপকলে যৌথ অভিযান চালিয়ে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং গুজরাট সন্ত্রাস দমন শাখা (এটিএস) প্রায় ৩০০ কেজি মেথামফেটামিন উদ্ধার করেছে, যার বাজারমূল্য ১,৮০০ কোটি টাকা।

উদ্ধার

এটিএস-এর এক উচ্চপদস্থ কতা জানান, এই মাদক পাকিস্তান থেকে পাচার করা হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ভারতীয় টহলদার বাহিনীকে দেখতে পেয়ে পাচারকারীরা মাছ ধরার একটি নৌকা থেকে সেগুলি সমুদ্রে ফেলে দেয় এবং সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানি জলসীমায় পালিয়ে যায়। পরে সমুদ্র থেকে উদ্ধার হওয়া মাদক এটিএস-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। তদন্ত শুরু হয়েছে।

গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংভি তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে এই অভিযানের কথা জানিয়ে লেখেন. 'গুজরাট উপকৃলে আন্তর্জাতিক জলসীমার কাছে ১,৮০০ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার এই ধরনের যৌথ অভিযানের সাফলাকে প্রমাণ করে। এর আগেও কোস্ট গার্ড, এনসিবি এবং এটিএস-এর যৌথ উদ্যোগে বহু বড় মাদক পাচার রোখা গিয়েছে।' গুজরাট উপকূল প্রায় ১,৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। এই এলাকাটি নানা কারণে চোরাকারবারিদের কাছে প্রায় সিক্ষ রুট হয়ে উঠেছে।



যে রাঁধে... ফ্যাশন এবার ঢুকে পড়ল মহাকাশের আঙিনায়। ব্লু অরিজিনের তৈরি নিউ শেপার্ড রকেটে চেপে উড়ে যাওয়ার আগে শুধু রকেট নয়, নজর কাড়ল মহিলা নভশ্চরদের পোশাকও। ডিজাইনার স্পেসসূট পরে পপস্টার কেটি পেরি ও ব্ল অরিজিন প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের সঙ্গিনী লরেন সানচেজ ক্যামেরার সামনে আসতেই যেন নতুন দিৰ্গন্ত খুলে গেল ফ্যাশন দুনিয়ার। স্টাইল স্টেটমেন্ট হয়ে উঠল তাঁদের পরনের স্পেসসট। সোমবার মহাকাশ ঘরে এলেন কেটি পেরি, সাংবাদিক গেইল কিং, লরেন সানচেজ, মানবাধিকার কর্মী আমাতা গুয়েন, মহাকাশ প্রকৌশলী আইশা বোয়ে এবং চলচ্চিত্র প্রযোজক কেরিয়ান ফ্লিন। ছয় নভশ্চরের জন্য বিশেষ ধরনের পোশাক বানিয়েছেন 'অস্কার দে লা রেন্তা' এবং 'মসে'র সহপরিচালক ফ্যাশন ডিজাইনার ফার্নান্দো গার্সিয়া ও লরা কিম। তাঁরাই এই অভিযানের মাস্টারমাইন্ড।

জনসংযোগ নেই, দায়হীন নেতারা কৈলাস সত্যার্থী

দুবাই, ১৪ এপ্রিল: নাগরিকদের মঙ্গলের কথা কি আদৌ ভাবেন জনপ্রতিনিধি ও রাষ্ট্রনেতারা? নাকি তাঁরা ভাবেন কেবল নিজেদের স্বার্থ নিয়েই? নাহলে কেন তাঁদের কাজ জনতাকে খুশি করতে পারে না? কারণ, সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনপ্রতিনিধি তথা আইনপ্রণেতাদের দুস্তর ব্যবধান। নির্বাচনি বাধ্যবাধকতা ছাড়া তাঁবা নাগবিক সমাজেব কাছে ঘেঁষেন না। ফলে জবাবদিহির দায়ও তাঁদের থাকে না। এই দূরত্ব যত দিন যাচ্ছে তত বাড়ছে। এসব কথাই সম্প্রতি শোনা গেল এক নোবেলজয়ী সমাজকর্মী কৈলাস সত্যার্থীর গলায়।

দুবাইয়ে 'গ্লোবাল জাস্টিস, লাভ অ্যান্ড পিস সামিট'-এ অংশ নেন সত্যার্থী সহ ১১ জন নোবেলজয়ী। রবিবার ছিল আলোচনার শেষদিন। সেখানে সমাজে পরিবর্তন আনার পথে প্রশাসনিক জটিলতা ও উদাসীনতার বিরুদ্ধে



লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন তাঁরা। সত্যার্থী বলেন, 'আমরা নিয়মকানুন ও আইন নিয়ে অনেক কথা বলি, কিন্তু তার চেয়েও গভীরে থাকা নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার। এখনকার সমাজে বিশেষ করে যাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, সেই স্তরে নৈতিক জবাবদিহি অনেকটাই অনুপস্থিত।'

সত্যার্থীর মতে, এই সংকট

উদ্যোগ শুরু করেছেন, যার নাম 'সত্যার্থী মুভমেন্ট ফর গ্লোবাল কমপ্যাশন'। এই আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে একমঞ্চে নিয়ে আসা হবে নোবেলজয়ী ও রাষ্ট্রনেতাদের। যৌথভাবে তাঁরাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন। ভারতে শিশু অধিকার আন্দোলনের পথিকতের কথায়, 'কমপ্যাশনের অর্থ কেবল সহানুভূতি বা দয়া নয়। এটা এমন এক শক্তি, যা অন্যের যন্ত্রণাকে নিজের মনে করে সচেতনভাবে কাজ করতে উদ্বদ্ধ করে। আমি এই কমপ্যাশনের সংজ্ঞা নতুনভাবে উপস্থাপন করতে চাই। কারণ, এর মধ্যেই বদলের শক্তি লুকিয়ে আছে।' সত্যার্থী জানান, ইতিমধ্যে এই নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন ভারতের বিভিন্ন এনজিও, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাবিদরা। কিন্তু তা আরও বড় পরিসরে সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া

অমরনাথযাত্রার রেজিস্ট্রেশন শ্রীনগর, ১৪ এপ্রিল: হিন্দুদের

পবিত্র তীর্থক্ষেত্র অমরনাথে যাওয়ার জন্য পুণ্যার্থীদের নাম নথিভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এবছর অমরনাথ যাত্রার শুরু ৩ জুলাই। শেষ হবে ৯ অগাস্ট। শ্রী অমরনাথজি শ্রাইন বোর্ড ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশনের পস্থা-পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে রেজিস্ট্রেশনের জন্য পুণ্যার্থীর পাসপোর্ট সাইজের ছবি, স্বাস্থ্য নিয়ে বাধ্যতামূলক শংসাপত্র সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য লাগবে। রেজিস্ট্রেশন ফি ২২০ টাকা। প্রত্যেক পুণ্যার্থীকে যাত্রা শুরুর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রেডিওফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) সংগ্রহ করতে হবে। ওই কার্ড ছাড়া কোনও যাত্রী যাত্রার অনুমতি পাবেন না। কার্ডটি সংগ্রহের সময় লাগবে আধার কার্ড। পর্যাপ্ত গরম পোশাকের সঙ্গে রাখতে হবে রেনকোর্ট। মদ্যপান, ধমপান চলবে না। পাঁচজন বা তার বেশি দলের জন্য গ্রুপ

রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা রয়েছে।

- 'সেনকো অলংকার'-এর পক্ষ থেকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। সকলের সুস্থতা কামনা করি। বিধান মার্কেট, শিলিগুড়ি। Ph: 0353-2526070.
- কুপার স্পিচ থেরাপি সেন্টার-এর পক্ষ থেকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। সকলের সুস্থ জীবন কামনা করি। শিলিগুডি। (M) 78108-94426.
- সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসীদের শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। 'নেহা অ্যাড এজেন্সি'চিলড্রেন পার্ক, শিলিগুড়ি। (M) 9232731429.
- 'প্রিন্স মোটর'-এর পক্ষ থেকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। সকলের সুস্থতা কামনা করি। রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি ও শাখা : ওদলাবাড়ি (ডাকস মল)। (M) 9832603303.
- সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসীদের শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও
- শুভ নববর্ষ উপলক্ষ্যে গাদং-১নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন সকল বাসিন্দাকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর দলমত নির্বিশেষে নিয়ে আসুক সুখ-সমদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও উন্নয়নের জোয়ার-নিরুপমা রায় বর্মন (প্রধান), বিভাষ রায়-উপপ্রধান। কথাপাড়া।
- ঋত নববর্ষে সকলেব জন্য বইল প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর নিয়ে আসুক সকলের জন্য সুখ, শান্তি ও সমদ্ধি। সকলে সস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। শ্রীমতী-চন্দনা রায় (প্রধান), সঞ্জীব রায় (উপ-প্রধান), সাপ্টিবাড়ি ২নং

ফালাকাটা

■ শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

জানায় M.P.Steel Furniture ও

Manoranjan Electronics সকল

গ্রাহকদের সাদর আমন্ত্রণ রইল।

নেতাজি রোড, ফালাকাটা। (M)

■ শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

জানায় ডাঃ গোপাল বিশ্বাস,

Dental Clinic, Madari Road,

Falakata. (M) 9475107147.

বাংলা নববর্ষের পণ্যপ্রভাতে

আমাদের সকল সম্মানীয় প্রাহক ও

শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানাই প্রীতিপূর্ণ

শুভেচ্ছা ও নমস্কার। এই শুভদিনে সকলের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা

করি। গিরিধারীমল ভৌরীলাল,

নববর্ষের পণলেগ্নে আমাদের

শুভাকাঙ্কীদের প্রতি, রইল

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার।সুবর্ম

জয়ন্তী বর্ষের প্রাক্কালে সকলকে

জানাই অগ্রিম অভিনন্দন। নিউ বুক

 নববর্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও

নমস্কার। সেইসঙ্গে কামনা করি

সকলের সুস্বাস্থ্য। বিভরঞ্জন সাহা,

মহামায়া পাট ব্যায়াম বিদ্যালয়,

■ বাংলা নববর্ষের পুণ্যপ্রভাতে

সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি,

শুভেচ্ছা ও নমস্কার। আজ এই

শুভদিনে সকলের সুখ, শান্তি ও

সমৃদ্ধি কামনা করি। দীপক সেন,

নববর্ষের শুভলগ্নে সকলকে

জানাই প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা, নমস্কার

ও ভালোবাসা। নতুন বছর সকলের

ভালো কাটক এই কামনা করি।

ভারতী সেন, প্রধান, সুকারুরকুঠি

■ বাংলা নববর্ষে সকলকে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার।

সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।

विकु कूमोत সরকার, চেয়ারম্যोন,

দিনহাটা-২ নং ব্লক তৃণমূল

বাংলা শুভ নববর্ষে সকল

ব্যবসায়ীবন্ধু ও দিনহাটাবাসীকে

জানাই প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা ও

নমস্কার। এই শুভ দিনে সকলের

সুস্থজীবন ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

রানা গোস্বামী, সাধারণ সম্পাদক,

দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতি।

নববর্ষের প্রভাতে সকলকে

জানাই আন্তরিক প্রীতি ও

শুভেচ্ছা। সেইসঙ্গে কামনা করি

সকলের সুস্থ জীবন ও সমৃদ্ধি।

বাবুল সাহা, কাউন্সিলার, ওয়ার্ড

■ আমাদের সকল সম্মানীয় গ্রাহক

ও দিনহাটাবাসীকে জানাই বাংলা

নববর্ষের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা ও

নমস্কার। টাউন স্টোর্স, মেইন

নববর্ষের প্রভাতে সকলকে

জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা

ও নমস্কার। বিশু রায় প্রামাণিক,

সভাপতি, সিতাই ব্লক যুব তৃণমূল।

■ বাংলা নববর্ষে সকলকে জানাই

প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা ও নমস্কার।

রণজিৎ মণ্ডল, সুপার, দিনহাটা

নববর্ষের পুণ্যলগ্নে সকল

বিমাগ্রাহক ও শুভাকাঙ্কীদের

প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও

নমস্কার। ফণীভূষণ বর্মন, এজেন্ট,

■ নববর্ষের পুণ্যপ্রভাতে সকল

দিনহাটাবাসীকে জানাই আন্তরিক

প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ডালিয়া

চক্রবর্তী, দিনহাটা তৃণমূল ব্লক

মহকুমা হাসপাতাল।

LIC, দিনহাটা।

নং ৮, দিনহাটা।

রোড, দিনহাটা।

গ্রাম পঞ্চায়েত, দিনহাটা।

সুকারুরকুঠি, দিনহাটা।

দিনহাটা ৷

কংগ্রেস।

সকল সমানীয় গ্রাহক

স্টল, মেইন রোড, দিনহাটা।

রংপুর রোড, দিনহাটা।

9475811436.

শুতে ছা জানাই। সুপার স্টকিস্ট : ■ শিলিগুডি

ধূপ/আগরবাতি' 'ফরেস্ট 'লোকনাথ ট্রেডিং', বিধান রোড, শিলিগুড়ি।(M) 9734101079. ■ Roy Ad Agency, শিলিগুড়ি সকলকে জানায় বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। 9832096757.

■ শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই, 'মডার্ন বুক হাউস', 63 রাসবিহারী সরণি, শিলিগুড়ি। (M) 9474380032

- তথা উত্তর্বঙ্গের সকল নগরবাসীকে শুভ বাংলা নববর্ষের প্রীতি সুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাই-'মাতঙ্গিনী কাটোবাব હ চলো বাংলায ফ্যামিলী রেস্টুরেন্ট-(Veg/N/Veg), রবীন্দ্রনগর. 9434498494, শিলিগুডি।
- 9434209661. ■ 'Shreemaa Weighing Scales'-এর পক্ষ থেকে নব্বর্ষের প্রভাতে

9832015583,

জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। এখানে সুলভ মূল্যে উন্নতমানের ডিজিটাল কাটা মেশিন পাওয়া যায়। শমীক ঘোষ : 9749797970, নীলাদ্রি ঘোষ: 8250450521, ক্যালটেক্স মোড়,

■ 'Gouri Advertising'-এর পক্ষ থেকে আমার সকল বিজ্ঞাপনদাতা ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের জানাই শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও অভিনন্দন রইলো। নীলাদ্রি ঘোষ: 9832589156, শিলিগুড়ি।

■ ভবানী দে'র চিকিৎসায় ইতিমধ্যে যে সকল রোগী মা হয়েছেন বা মা হতে চলেছেন তাঁরা দেশেই থাকুন বা বিদেশেই থাকুন তাঁদের স্বাইকে শুভ নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। ভবানী দে, শিলিগুড়ি। (M) 9475084184.

ধৃপগুডি

মাথাভাঙ্গা

বর্মন.

কংগ্ৰেস.

দাস.

সম্পর্ক।

কেন্দ্ৰীয় কমিটি।

গ্রাম পঞ্চায়েত। ■ আমার সকল পলিসি হোল্ডার ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। অলোক দে, LICI Agent. (M)

9734099996. জননী হোটেল ও উত্তরায়ণ লজ-এর পক্ষ থেকে সকলের জন্য রইল শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সুস্বাদু আহার ও রাত্রিযাপনের এক নির্ভরযোগ্য

প্রতিষ্ঠান। (M) 9832415577. নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে সকল

সমস্ত অন্ধকার কেটে

ভরে

বছর।

সভাপতি.

শিকারপুর অঞ্চল।

নিত্যজিৎ

তৃণমূল

সাম্প্রদায়িকতা নয়, সম্প্রীতির

বন্ধনে আবদ্ধ হোন। নতুন বছরে

এই কামনা করছি। অজিত বর্মন,

■ একটি আনন্দদায়ক নতুন বছরের

জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা। সঞ্জিত

সন্তানদল

উঠুক

পলিসি হোল্ডার ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য রইল প্রীতি ও শুভেচ্ছা। LICI Agent, দীপক বণিক। (M) 7602597685.

■ সকল পলিসি হোল্ডার ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই নববর্ষের প্রীতিও শুভেচ্ছা।গৌতমদে (রঞ্জন), U.I.Ins. Co. Ltd., নবজীবন সংঘ। (M) 9434606480

■ আমার সকল পলিসি হোল্ডার ও শুভানধ্যায়ীদের জন্য রইল নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিকাশ সরকার।

সহসভাপতি.

■ গোলাপের সবাসে ভরে যাক

আঙিনা, মিষ্টির মতো মধুর হোক

নববর্ষের

■ মাটির ঘাণ, কাঁচা আমের

আনন্দে মাতোয়ারা হোক মন।

শুভ নববর্ষ। সঞ্জয়কুমার বর্মন,

বৈশাখী উৎসবের

শুভেচ্ছা। বিপিন বর্মন,

পঞ্চায়েত সদস্য, নয়ারহাট।

মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতি।

সন্তানদল

LICI Agent, সজনাপাড়া। (M) 8637062660

 তিরুপতি আইসক্রিম ফ্যাক্টরির পক্ষ থেকে সকলকে জানাই নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।পেপসি আইসক্রিম প্রস্তুতকারক। ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি।

 বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। যে কোনও ধরনের বিজ্ঞাপন দেবার জন্য যোগাযোগ করুন। অভয় চন্দ্র বসাক। (M) 9733024734.

■ শুভ নববর্ষে সকলকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ঈশ্বরের কাছে সকলের সুস্থতা কামনা করি। দিলীপ ঘোষ[।]

তুফানগঞ্জ

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে বিজ্ঞাপনদাতা সকল গ্রাহক, সুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। মেসার্স সাহা অ্যাডভাটাইজিং এজেন্সি/পেপার হাউস, কাছাড়ি মোড়। মোঃ

■ শুভ নববর্ষ উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। নিউ সুদীপ্তা এন্টারপ্রাইজ, তুফানগঞ্জ শপিং কমপ্লেক্স. মারুগঞ্জ ও বোচামারি শাখা। মোঃ ৯৯৩২৮৯১৩৫০

৮৯৭২০২০৬০০



দিনহাটা

মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী (১বি) ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ, দিনহাটা-১নং পঞ্চায়েত সমিতি।

 বাংলা নববর্ষে পুর এলাকার বাসিন্দাদের সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক। সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন। অপণা দে নন্দী, চেয়ারম্যান, দিনহাটা পৌরসভা

 নববর্ষের সুপ্রভাতে সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। বড়দের জানাই প্রণাম। সাবির সাহা চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান, দিনহাটা

 পুরোনো বছরের স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে নতন বছরকে স্বাগত জানাই। সকলের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি কামনা করি। সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। অনন্ধ বর্মন সভাপতি, দিনহাটা-১ বি ব্লক তৃণমূল

■ শুভ নববৰ্ষে সকলকে জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা। নতুন বছর সবার ভালো কাটুক, সুখ, সমৃদ্ধে ভরে উঠুক। বি. আচার্য, জ্যোতিষ ভবন, শহিদ কর্নার, দিনহাটা।

■ বাংলা নববর্ষে দিনহাটাবাসীকে জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ভালোবাসা। আগামী দিনগুলো সকলের আরও সুন্দর হয়ে উঠুক। গৌরীশংকর মাহেশ্বরী, কাউন্সিলার, দিনহাটা পৌরসভা।

 বাংলা নববর্ষের পূর্ণ লগ্নে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার। নতুন বছর সকলের কাছে আরও সুন্দর হয়ে উঠুক। তপতী রায়, সভাপতি, দিনহাটা-১ পঞ্চায়েত সমিতি।

■ বাংলার নতুন বর্ষ সকলের কাছে সুন্দর হয়ে উঠুক। শুভ এই দিনে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। মিলন সেন, সভাপতি, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন, দিনহাটা-২

 নববর্ষের শুভ দিনে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর সবার ভালো কাটুক। পঙ্কজ মহন্ত, চেয়ারম্যান, তৃণমূল কংগ্রেস, আটিয়াবাডি-২ অঞ্চল কমিটি।

 নববর্ষের প্রভাতে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক। দীপক কুমার ভট্টাচার্য, সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস, দিনহাটা-২ ব্লক।

[ু]সকল বিমা গ্রাহক ও শুভাকাঙ্কীদের জানাই নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ভবানী বর্মন, এজেন্ট, LIC, দিনহাটা।

 নববর্ষের শুভ দিনে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা। কুমা খাসনবীশ প্রধান দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত।

■ দিনহাটার সকল নাগরিককে আন্তরিক জানাই নবব<u>র্মে</u>ব শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। ভবরঞ্জন উপপ্রধান. বড়শাকদল গ্রামপঞ্চায়েত, দিনহাটা।

 বাংলার শুভ নববর্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও সুভেচ্ছা। অনন্ত বর্মন, বড়ভিটা বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ, মাতালহাট।

 শুভ নববর্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক। জয়ন্ত্রী সরকার, কাউন্সিলার, দিনহাটা পৌরসভা

■ বাংলার শুভ নববর্ষের সকলের প্রতি রইল আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক। মিঠু দাস, কাউন্সিলার, দিনহাটা পৌরসভা।

■ সন্মানীয় বিমা গ্রাহক ও সূভাকাঙ্ক্ষীদের জানাই নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও নমস্কার। সন্তোষ কমার ঘোষ, এজেন্ট LIC, গিতালদহ[়] দিনহাটা।

■ সম্মানীয় সকল গ্রাহক ও সূভানুধ্যায়ীদের জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা। দি গণেশ মেডিকেল স্টোর্স, হাসপাতাল মোড়, দিনহাটা। নববৰ্ষে সকলকে জানাই প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা ও নমস্কার। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।

সকলের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

সুদেব কর্মকার, কোচবিহার জেলা

সহ সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস,

■ বাংলার শুভ নববর্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। মজিদুল হক (মজি), সহ-সভাপতি, দিনহাটা ভিলেজ ১ অঞ্চল তৃণমূল।

■ বাংলার ভিভ নববর্ষে সকলের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করি। সেই সাথে সকলকে জানাই শুভ নববর্ষেব প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। কালোয়ার, গিতালদহ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত. দিনহাটা। নববর্ষে সকলকে জানাই

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সূভার্য চন্দ্র বর্মন. সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস, পুঁটিমারি-১ অঞ্চল।

■ সকলকৈ জানাই নবব*র্ষে*র আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সঞ্জীব চৌধুরী, SBA, LIC, দিনহাটা।

■ শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। প্রাণেশ কুমার সাহা, উপদেষ্টা-জীবন বিমা এবং স্বাস্থ্য বিমা। দিনহাটা।

 নববর্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক। লিটন মণ্ডল, সভাপতি, তৃণমূল, দিনহাটা ভিলেজ ১ অঞ্চল কমিটি।

 নববর্ষের সুপ্রভাতে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। নতুন বছর সকলের কাছে আরও সুন্দর হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা করি। সুভাষিণী বর্মন, সভাপতি, দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতি।

■ নববর্ষের সুপ্রভাতে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। চঞ্চল কুমার রায়, সভাপতি, তৃণমূল

কংগ্রেস, বামনহাট-২ অঞ্চল। ■ নববর্ষের শুভদিনে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর সবার ভালো কাটুক, স্থ, সমদ্ধে ভরে উঠক। সনীল রায় সরকার, সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস,

■ নববর্ষের সুপ্রভাতে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। জাকারিয়া হোসেন, কাউন্সিলার, দিনহাটা পৌরসভা।

ভেটাগুড়ি-২ অঞ্চল কমিটি।

■ শুভ নববৰ্ষে সকলকে জানাই প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। সকলের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করি। রাখাল রায়, সভাপতি, তৃণমূল, গোসানিমারি-১ অঞ্চল কমিটি।

■ পুরোনো বছরের স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাই। সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ফাতেয়া রাব্বানা, প্রধান-গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত।

■ নববর্ষের সকল গ্রাহক ও শুভানধ্যায়ীদের জানাই শুভেচ্ছা। সঞ্জীব সাহা, বাবা লোকনাথ ফার্নিচার ইউনিট, সাহেবগঞ্জ রোড, নাট্য সংস্থার বিপরীতে।

 নববর্ষের সুপ্রভাতে সকল ব্যবসায়ীবন্ধু সহ দিনহাটাবাসীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও সুভেচ্ছা। সকলের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করি। নতুন বছর সকলের সুন্দর হয়ে উঠুক। পবন আগরওয়ালা, দিনহাটা Î

সঞ্চালনায় মঞ্চ মাতাবে খুদে হার্যা

নিশিগঞ্জ, ১৪ এপ্রিল : 'হাই আমি হার্ষা। কোচবিহার থেকে ডান্স বাংলা সপারস্টারে আঙ্কারিং করতে যাচ্ছি।তোমরা সবাই আমাকে সাপোর্ট করো, আর অনেক ভালোবাসা দিও। নিশিগঞ্জের খুদে হার্ষা মালাকারের বাড়িতে ঢুকলেই এখন শোনা যাবে খেলতে খেলতে ঘরময় দৌড়াদৌড়ি করতে করতে সে এই লাইনগুলিই বলছে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়া ছোট হার্যা সম্প্রতি জনপ্রিয় একটি বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলের নাচের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করার দায়িত্ব পেয়েছে। সে নিজেও নৃত্যশিল্পী। নববর্ষ থেকেই তার টানা শুটিং শুরু হবে। তাই সেই আনন্দেই সে আত্মহারা। অন্যদিকে এলাকার জনপ্রিয় খুদের এই সুযোগে নিশিগঞ্জের মানুষও উচ্ছসিত। ডান্স বাংলা সপারস্টার জুনিয়ার শীর্ষক অনুষ্ঠানটি আগামী মে মাস থেকে একটি বাংলা টিভি চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে। অনুষ্ঠানটির পরিচালক দীপক মালো সোমবার বললেন, 'কোচবিহারের শিশুশিল্পী নিশিগঞ্জেব হার্যা রিয়েলিটি শো সঞ্চালনা করবে। তার বাচনভঙ্গি ও নাচের পারদর্শিতার জনাই সে অনষ্ঠান সঞ্চালনার এই

গুরুদায়িত্ব পেয়েছে। আগামী ১৯ এপ্রিল গ্রুমিং শেষে অনুষ্ঠানের শুটিং শুরু হতে চলেছে। এদিন হার্যার 🔺 মা অনামিকা পাল মালাকার বলেন, 'ছোট থেকেই হার্ষা নাচ শেখে। আট বছরের মেয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অনেক পুরস্কার জিতেছে। আমি ওকে প্রতিযোগী হিসাবে অডিশন দিতে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরিচালক তাকে সঞ্চালক হিসাবে মনোনীত করেছেন। তাই আমরাও সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাইনি।' এর আগে ছোট তারা হিসাবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ হার্যার প্রতিভা খঁজে বের করেছিল। নিশিগঞ্জের এই খুদে এলাকারই সারদা



শিশু তীর্থ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। তার দিদি বিস্মিকা এবার মাধ্যমিক দিয়েছে। হার্যার বাবা তপন মালাকারের নিশিগঞ্জ বাজারে একটি মুদির দোকান রয়েছে। তাঁর কথায়, 'মেয়ে ভালো নাচে। কিন্তু এত অল্প বয়সে টিভির অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করার সুযোগ পাবে তা ভাবতেই পারিনি। হার্যা স্থানীয় শিল্পী শুভঙ্কর

বর্মন, নারায়ণ কর্মী ও পাপন রায়ের কাছে নাচ শিখছে। সঞ্চালনার পাশাপাশি তাকে অনুষ্ঠানের মঞ্চে নাচতেও হবে।

বাডিতে সে তাই বৰ্তমানে জোরদার অনুশীলন চালাচ্ছে বলেই তার মা জানান। ১৬ এপ্রিল হার্যা কলকাতায় রওনা দেবে। অনুষ্ঠানের পরিচালক জানিয়েছেন, বাংলা,

ত্রিপুরার অসম ও বাছাই করা ৩০ জন প্রতিভাবান শিশু *নৃত্যশি*ল্পী এবার অনুষ্ঠানের কাঁপাবে। ৫০ পর্বের শেষে তাদের মধ্যে তিনজন সেরাকে বেছে

নেওয়া হবে।

আদিবাসী

বিহান নামে একটি সংগঠনের ঘোষপুকুর কলেজের অধ্যাপিকা পূজা উদ্যোগে সোমবার বীরপাডার সারনা একা. ফালাকাটা পলিটেকনিকের এসটি ক্লাবে এবছরের মাধ্যমিক অধ্যাপক লক্ষ্মণদেব পরীক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সেলিং, মোটিভেশন এবং গাইডেন্স নিয়ে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ওই সংগঠনটি তৈরি করেছেন। সংগঠনের সদস্য, প্রতিযোগিতামূলক উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক শক্তি বরা জানালেন, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করার পর কোন শাখা কিংবা কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভে সুবিধা হবে এদিন তা চা বলয়ের শতাধিক পড়য়াকে বোঝানো হয়।

শিবিরে ছিলেন ১৯ জন রিসোর্স পার্সন। তাঁদেরই একজন নীলিমা বারলা। তিনি ভূটান, থাইল্যান্ড এবং পালন করা হয়।

ওরাওঁ প্রমুখ পড়য়াদের ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের দিকগুলি তুলে ধরেন। সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জয় ওরাওঁ. সভাপতি মহেশ মাহাতোরা জানান বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরি এবং চাকরির পরীক্ষাগুলি সম্পর্কে এদিন জানানো হয় পড়য়াদের। ওদের বক্তব্য, সংরক্ষণের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা, বিশেষ করে পেশাগত জীবনে উঁচু পদ লাভে এখনও পিছিয়ে ডুয়ার্স-তরাইয়ের আদিবাসী সম্প্রদায়। অশিক্ষার কারণে অভিভাবকদের মধ্যেও সচেতনতার অভাব রয়েছে। আর্থিক সংগতির অভাবই এক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধকতা। তাই প্রতি বছর এধরনের কর্মসূচি





লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।" ডিয়ার লটারির

পরিবারের উন্নতি করতে এবং



হচ্ছে না কারণ, স্ক্যামাররা বারবার নিজেদের নম্বর পরিবর্তন করছেন।

ম্পানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করুন - সহজ এবং ক্রত পদ্ধতিতে

- 🎮 ইনস্টল করুন টিআরএআই ডিএনডি আপ
- প্রচারমূলক কলগুলি প্রতিরোধ করা অথবা সম্মতি দেওয়ার বিষয়টি নিজের পছদে নির্বাচন করুন
- 🛕 ভধুমাত্র কয়েকটি ট্যাপের মাধ্যমে স্প্যামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করুন
- আপনার অভিযোগের অবস্থান সম্পর্কে অবগত থাকুন অন্যান্য পদ্ধতিতে অভিযোগ :- ১৯০৯-এ কল, ১৯০৯-এ এসএমএস অথবা

আপনাকে পরিষেবা প্রদানকারী অ্যাপ বা ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করুন।

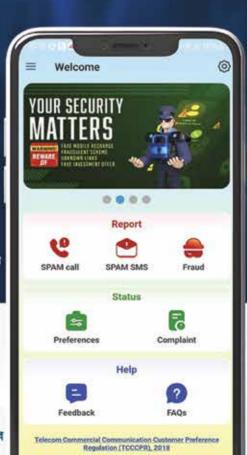






বাতাটি ছডিয়ে দিন: অন্যদের স্প্যামের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের জন্য উৎসাহিত করুন। যত আপনি অভিযোগ দায়ের করবেন, তত তাড়াতাড়ি আমরা কাজ করব

জনসাধারণের স্বার্থে ভারতীয় টেলিকম নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা হয়েছে



06218/15/0003/2526 CBC



ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে কোচবিহার রাসমেলার মাঠে জমায়েত।

সমাবেশের পাশেই পুজো

কোচবিহার, ১৪ এপ্রিল ওয়াকফ ইস্যুতে মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যের নানা জায়গায় উত্তেজনা রয়েছে। প্রাণনাশের ঘটনাও ঘটেছে। অনেকেই ঘরছাড়া। পরিস্থিতির জেরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হয়েছে। ঠিক সেই সময়ই কোচবিহার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির গড়ল। সোমবার রাসমেলা মাঠে একদিকে যখন ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সমাবেশ করছেন সেই মাঠেরই আরেক পাশে তখন রাজবংশী এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মাশানপুজো হল। দুটি কর্মসূচিই

নির্বিয়ে সম্পন্ন হয়। সংশোধনী ওয়াকফ এদিন প্রত্যাহারের দাবিতে ইউনাইটেড মিল্লাত মঞ্চের ডাকে রাসমেলা মাঠের সমাবেশে কোচবিহার শহর কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায়। জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে এদিন হাজার হাজার ইসলাম ধর্মাবলম্বী মিছিল করে রাসমেলা মাঠে জমায়েত করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র কুশপুতুল পুড়িয়ে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ জানানো হয়। ফাঁসিরঘাটের বাঁশের সাঁকো দিয়ে অনেকে তোষা পার হচ্ছিলেন। ভিড়ের চাপে সাঁকোর একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিস্থিতি সামলাতে কোতোয়ালি থানার পুলিশ সেখানে পৌঁছায়। সাময়িকভাবে সেই সাঁকো দিয়ে যাতায়াত বন্ধ রাখা হয়। সাঁকো মেরামতের পর যাতায়াত চালু হবে বলে পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন।

সোমবার সকাল ইসলাম ধর্মবিলম্বীরা রাসমেলা মাঠে জমায়েত করেন। বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে মিছিল ঢকতে শুরু করে। যাকে কেন্দ্র করে তীব্র যানজট তৈরি হয়। আন্দোলনকারীদের অনেককেই জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিলে হাঁটতে দেখা গিয়েছে।

অন্যদিকে, রাজবংশী এমপ্লয়িজ উদ্যোগে মাশানপুজোর এবারে দ্বিতীয় বর্ষ। পুজো দেখতে এদিন সকাল থেকেই সেখানে প্রচুর ভক্তদের সমাগম হয়। দুপুরে প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যায় সেখানে ভাওয়াইয়া অনুষ্ঠান হয়েছে পুজোকে কেন্দ্র করে সেখানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও ছিল। মঙ্গলবারও পুজো চলবে। এখানে যে এদিন পুঁজোর আয়োজন করা হবে তা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। বিষুয়া সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে চৈত্র মাসের শেষ দিনে এই পুজোর আয়োজন করা হয় বলে পুজো কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রতন বর্মা জানান।

মিলনমেলা

কিশনগঞ্জের কদম রস্তে কমলিশাহ দরগায় তিনদিনের উরস ও মিলনমেলা শুরু হল সোমবার। শতাব্দীপ্রাচীন ওই উরসে মসলমান ধুমবিলম্বীদেব পাশাপাশি ভিনরাজ্যের হিন্দুরাও দরগায় চাদর চড়ান। মেলার শৈষ দিন ধর্মগুরুর ব্যবহাত জিনিস প্রদর্শন করা হবে এবং রাতে কাওয়ালির আসর বসবে বলে মাজার কমিটির সম্পাদক মহম্মদ সরফরাজ জানান। উরস উপলক্ষ্যে দরগা চত্বরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন।

এনজেপিতে জোড়া

রাহুল মজুমদার

শिनिগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : বাংলা নববর্ষে সুখবর উত্তরবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক একজোড়া নতুন টেন মিলছে। একটি চলাচল করবে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (এনজেপি) ও হাওড়ার মধ্যে এবং বাকিটি চলবে এনজেপি ও আসানসোলের মধ্যে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের (অপারেশনাল) তরফে সময়সচি এবং স্টপেজ নির্দিষ্ট করা হলেও, কবে থেকে ট্রেন দুটি চলাচল করবে, তা স্পষ্ট নয় বিজ্ঞপ্তিতে। ফলে ট্রেন দুটি নিয়ে সংশয় কাটছে না যাত্রীদের মথ্যে। কেননা, কিছুদিন আগেই জলপাইগুড়ি রোড ও শিয়ালদার মধ্যে নতুন একটি ট্রেনের চলাচল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে এসেছিল। কিন্তু নতুন ট্রেনটির চাকা এখনও গড়ায়নি। কবে ট্রেনটি চলবে, তাও স্পষ্ট নয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক কর্তার বক্তব্য, 'শিয়ালদা এবং জলপাইগুড়ি রোডের মধ্যে টেন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার পর জানা যায়, জলপাইগুড়ি রোডে অরিজেনেটিং এবং টার্মিনেটিংয়ের পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। আসানসোল, হাওড়া ও এনজেপিতে এই সমস্যা নেই। তবে নতুন দৃটি ট্রেনের ক্ষেত্রে যে পূর্ব রেলের সম্মতি প্রয়োজন, মনে করিয়ে দিচ্ছেন তিনি। রেলপথে উত্তরবঙ্গ থেকে আসানসোল বা দুর্গাপুর যাওয়ার ক্ষেত্রে ভরসা দক্ষিণ ভারতের ট্রেনগুলি। ওডিশার ট্রেনগুলিও দুর্গাপুর ও আসানসোলের উপর দিয়ে[°] যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই

করিয়ে দিয়ে কলকাতা ও শিলিগুড়ির মধ্যে নতুন ট্রেনের দাবিও তোলেন তিনি। দার্জিলিংয়ের সাংসদ লিখিত আকারে দুটি ট্রেনের প্রস্তাব জমা দেন রেলমস্ত্রকে। জানা গিয়েছে. এরপরেই এনজেপি-হাওড়া এবং এনজেপি-ট্রেন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলকে নির্দেশ দেয় রেল বোর্ড। সাংসদ বিস্টের বক্তব্য, 'শুধু এই দুটি ট্রেন নয়, আরও কিছ ট্রেনের প্রস্তাব জমা দিয়েছি রেলের কাছে। এনজেপি স্টেশনের কাজ শেষ হলে আরও বেশকিছু নতুন ট্রেন পাওয়া যাবে বলে আশা করছি।'

নববর্ষে সুখবর

রেল সূত্রে খবর, হাওড়াগামী ট্রেনটি প্রত্যেক মঙ্গলবার রাত ৮টা ৩০ মিনিটে এনজেপি থেকে ছেডে শেষ গন্তব্যে পৌঁছাবে পরের দিন সকাল ৮টায়। ওই দিনই বা বুধবার সকাল সাড়ে ১১টায় হাওড়া থেকে ছেড়ে টেনটি এনজেপি পৌঁছাবে ওই দিন রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে। স্টপেজ এবং দিনের পরিবর্তন ঘটলেও আসানসোল এবং এনজেপির মধ্যে চলা ট্রেনটির অরিজিনেটিং এবং টার্মিনেটিংয়ের সময়সূচি একই থাকছে। এনজেপি থেকে আসানসোলগামী ট্রেনটি ছাড়বে বহস্পতিবার এবং আসানসোল থেকে এনজেপির উদ্দেশে রওনা দেবে প্রতি শুক্রবার। দুটি ট্রেনই চলবে শিলিগুড়ি বাগডোগরা, আলুয়াবাড়ি রুটে। শিলিগুডি-বাগডোগরা রেল উন্নয়ন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক গোপাল দেবনাথ বলেন, 'শিলিগুড়ি সম্প্রতি রেলের একটি বৈঠকে এই চলে। রেলের নতুন উদ্যোগে দাবি দাবি তুলে ধরেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ পুরণ হতে চলেছে।

গোষ্ঠী বিবাদে মালদায় জখম

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৪ এপ্রিল : হাজরার শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর বিবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মালদা শহরের কৃষ্ণপল্লি এলাকার তুলসীমোড়। অভিযোগ দুইপক্ষ নিজেদের মধ্যে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। ক্রমেই বাড়তে থাকে উত্তেজনা। তবে খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। পুরো এলাকা এখনও থমথমে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন সোমবার দুপুর নাগাদ তুলসীমোড় চড়কপ্রজোর হাজরার শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। অভিযোগ. শোভাযাত্রায় গাজন সন্ন্যাসীদের লাঠি ঘোরানোর সময় অন্য গোষ্ঠীর



একটা ঘটনা ঘটেছে। এলাকার মানুষ দুজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

কুফেন্দুনারায়ণ চৌধুরী চেয়ারম্যান, ইংরেজবাজার পুরসভা

এক কিশোরের গায়ে লাঠি লেগে যায়। এনিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে বিবাদ বাঁধে। বাকবিতণ্ডা থেকে এক সময় হাজরার শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকাবীদের মাবধর করা হয় বলেও অভিযোগ। এরপরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক দোকান্দার ঘটনার সূত্রপাতের বিবরণ দিতে গিয়ে জানান, হাজরার শোভাযাত্রার লাঠি কোনও ছেলের গায়ে লেগে যাওয়া থেকে এই ঘটনার সূত্রপাত।

কয়েকজনকে মার্ধর করা হয়। এর আগে এই এলাকায় এধরনের ঘটনা ঘটেনি শান্তিশৃঙ্খলা রাখার আবেদন জানানো হয়েছে স্থানীয়দের তরফেও।

এপ্রসঙ্গে স্থানীয়

বিজেপি

কাউন্সিলার কৃষ্ণা নাথের মন্তব্য, 'শুনতে পেলাম, এই রাস্তা দিয়ে চড়কপুজো বা নীলপুজোর শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। সেই সময় আরেক গোষ্ঠীর লোকজন নাকি ওদের মারধর করেছে। পুরো বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি ঘটনাস্থলে পুলিশ এসেছে। পুলিশের আধিকারিকরা থানায় অভিযোগ জানাতে বলেছেন। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। আপাতত পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে।' ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী মন্তব্য, 'একটা ঘটনা ঘটেছে এলাকার মানুষ দুজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

তুলসীমোড় এলাকায় পলিশ পিকেট লক্ষ করা গিয়েছে। এলাকায় কোনওরকম জমায়েত কিংবা গুজব ছড়ানো রুখতে সাদা পোশাকেও পুলিশ ওই এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।



সংস্কৃতিই হাতিয়ার জীবন সিংহের

রাজবংশীদের এক্যবদ্ধের প্রয়াস

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৪ এপ্রিল : অন্তরালে তিনি। তবু অনুগামীদের ওপর প্রভাব এতটুকু কমেনি কেএলও সুপ্রিমো জীবন সিংহের। তাই কখনও পৃথক রাজ্যের দাবি তোলা হোক কিংবা তাঁর নির্দেশে কোনও কর্মসূচি, সবক্ষেত্রেই নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন অনুগামীরা। এবারও তার অন্যথা হল না। জীবন সিংহের নির্দেশে চৈত্র সংক্রান্তিতে মাদারিহাটের পশ্চিম খয়েরবাড়িতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। বিষমাপুজো থেকে শুরু করে চাউল কালাই বিতরণ করা হয়। অর্থাৎ সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করেই যে রাজবংশীদের ঐক্যবদ্ধ করতে চাইছেন জীবন সেটা

চৈত্র সংক্রান্তিতে রাজবংশীরা বিষমাপুজো হরগৌরীর মূর্তিকেই তাঁরা বিষমা রূপে পুজো করে। এদিন পশ্চিম খয়েরবাড়িতে বিষমাপুজোর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন।জীবন সিংহের নির্দেশেই যে ওই অনুষ্ঠান হচ্ছে সেটা জানিয়েছে ওই সংগঠন। এদিন ভাওয়াইয়া গান, নাচ এবং 'ক্ষত্রিয় রক্ষা' নামে একটি নাটক পরিবেশিত হয়। রীতি মেনে শুকটা, সিদল, সাতসাগি, ছেকা দিয়ে ভূরিভোজ সারেন অনুষ্ঠানে

জেলার সহ সভাপতি সুভাষ রায় বলেন, 'জীবন সিংহের সঙ্গে শান্তি চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে। পৃথক রাজ্যের

ঐক্যবদ্ধ করতে চান জীবন। তাই সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করেছেন তিনি। আজ বিষমাপজো উপলক্ষ্যে ব্লকে ব্লকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে।'

রাজবংশীদের সংস্কৃতিকে তুলে

সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ভানু রায়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অল কামতাপর কোচ রাজবংশী সমাজ নামে আরেক ধরতে কোনও খামতিই রাখা হয়নি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অসমের



পশ্চিম খয়েরবাড়িতে চৈত্র সংক্রান্তিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এদিন। চৈত্র সংক্রান্তিতে চাউল খাওয়ার রীতি প্রচলিত কালাই রাজবংশী সমাজে।

এমনকি, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষাভাষী মুসলিমরাও চাউল কালাই খান। চাল, টিড়ে, বিভিন্ন ডাল একসঙ্গে ভেজে তৈরি করা হয় চাউল কালাই। এদিন অনুষ্ঠানে চাউল কালাই বিতরণ করা হয়। সংগঠনের কালচাবাল দীপেন রায় বলেন, 'একসময় চৈত্র সংক্রান্তির দিনে রাজবংশী সমাজে শিকার করে মাংস খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। তবে বন্যপ্রাণ আইনের জেরে তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে আজও চৈত্র সংক্রান্তিতে মাংস দিয়ে ভূরিভোজ

এতদিন রাজবংশীরা নিজেদের বাডিতে দিনটি পালন করতেন। তবে

আলপনায় হর্ষ

সব মিলিয়ে তখন বাঘা যতীন

পার্ক জমজমাট। রাস্তার পাশে খাবারের।

দোকানে ভিড করা ক্রেতা থেকে শুরু

করে অফিস সেরে বাড়ি ফেরার পথে

ক্লান্ত কর্মচারী, সকলেই দাঁড়াচ্ছেন,

আলপনা দেখছেন আর তারিফ

করছেন। ফিজিক্সের টিউশন সেরে

বাড়ি ফিরছিলেন অয়ন মুখোপাধ্যায়

আর তাঁর দুই বন্ধু। তিনজনেই পালা

করে ছবি তুললৈন আলপনাকে

ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে। অয়ন বললেন,

'কাঁধে পড়ার ব্যাগটা না থাকলে

হয়তো ছবিটা আরেকটু ভালো হত।

কী আর করা যাবে।' সেখানেই দেখা

হয়ে গেল সায়ন্তনী দেবনাথের সঙ্গে।

নির্ঘাত কোনও অনুষ্ঠানে পারফর্ম করে

বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল, পরনে

তখনও নৃত্যশিল্পীর পোশাক। সেই

প্রথম পাতার পর

বাসিন্দা অনিল রায়ও।

উদযাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন

নদীর কুচো মাছের সঙ্গে কচু মিশিয়ে কয়েক ধাপে তৈরি করা হয় সিদল। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে বেশ ক্যেকদিন সময় লাগে। এছাডা সাত রকমের শাক একসঙ্গে রান্না হয়। এটি পরিচিত সাতসাগি নামে এদিন পাতে ডাল, সবজি, পাঁপড়ের সঙ্গে শুকটা, সিদল, সাতসাগি, ছেকা পরিবেশন করা হয়। পাটশাক কিংবা বাঁধাকপির সঙ্গে আলু, শিমের বীজ শুঁটকি মাছ এবং সোড়া মিশিয়ে তৈরি করা হয় ছেকা নামের একটি পদ বলে জানান রাঁধনি খগেশ্বর রায়।

রাজবংশী সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করার পাশাপাশি তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই এই অনুষ্ঠান বলে জানিয়েছেন সংগঠনের ব্লক সভাপতি সরেশ রায়।

পার্ক সাজানোর আলোর ঔজ্জল্য ওই

জায়গাতেই সবথেকে বেশি। স্বভাবতই

ছবি সেখানেই উঠছে ভালো। তবে

সকলেই যে ছবি তলছিলেন, তা

কিন্তু নয়। স্কুটার রাস্তার একপাশে

দাঁড় করিয়ে মিনিট কয়েক মনোযোগ

দিয়ে আলপনা দেখলেন কালো টিশার্ট

পরিহিত এক তরুণী। নিজের মতো

করে উপভোগ করলেন। জিনসের

পকেট থেকে মোবাইলটা বেব কবেও

না জানি কী ভেবে আবার ঢুকিয়ে

রাখলেন। তারপর স্কটারে স্টার্ট দিয়ে

বেরিয়ে গেলেন। ঠিক তাঁর পিছনে

স্কটারের স্টার্ট বন্ধ না করেই ১৪৩২

বঙ্গাব্দের প্রথম সকালের প্র্যানটা ছকে

ফেলল এক অল্পবয়সি জুটি। 'আমি

সকাল ৭টার মধ্যেই চলে আসব।

তুইও চলে আসিস।' তরুণীর কথায়

ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন তাঁর বন্ধু।

সংক্রান্তির রাতে দুজনের এবছরের

বিশাল বাহিনী এলাকায় উপস্থিত হয়

কাঁধের ব্যাগে দামি ডিএসএলআর নিয়েও উপস্থিত ছিলেন ছবিতুলিয়েরা। বিশেষ করে পার্কের গেটের সামনের অংশে ছবি তোলার ভিড় বেশি। কারণ

রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম জানিয়েছেন, 'এখনও পর্যন্ত ২০০ জনেরও বেশি গ্রেপ্তার হয়েছে। যে বাজনৈতিক দল বা সংগঠনেব সদস্য হোক, আমরা দেখব না, দোষীদের দরকার হলে পাতাল থেকে খঁজে বের করব।' দু'দফায় ২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর পর সামশেরগঞ্জে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হওয়ায় ঝাড়খণ্ড থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডেলটা ও কোবরা

এতে শুভেন্দুর বক্তব্য, 'আমার

মনে হয়, এরপর ওখানে আর একটা ইটের শব্দও পাওয়া যাবে না।' যদিও এডিজি বলেন, 'সামাজিক মাধ্যমে একদল লোক লাগাতার ভূয়ো খবর ছডানোর চেষ্টা করছে। সেসব বিশ্বাস করে মানুষ আরও বিপদে পডছেন।' হামলাকারীদের প্রতি শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, 'যাঁরা আগুন লাগিয়েছেন, তাদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। এইসব পরিবারের উত্তরপ্রদেশ, গুজরাটের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক। আমরা ওইসব রাজ্যের সরকারকে বলব, যাতে ফিরে এসে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু পরিবারগুলির ক্ষতিপুরণ দিতে তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে।' মুর্শিদাবাদের আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা এখন ভরসা করছেন বিএসএফকে। ধুলিয়ানে বিডিও অফিস থেকে এগিয়ে রাস্তার দাঁড়ানো এজারাত শেখ বললেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে। তাই একটু শান্তি।' ঘোষপাড়া থেকে এগিয়ে রাস্তার পাশে গুমটি দোকান ইজারুলের। তাঁর কথায়, কিছুদিন দোকান বন্ধ রেখেছিলাম। তবে পরিস্থিতি একটু ভালো বলে খুলেছি। বিকেলে আবার বন্ধ করে দেব। বাহিনী স্থায়ীভাবে থাকলে শান্তি থাকবে এলাকায়।' এডিজি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়, অর্ণব চক্রবর্তী ও পরাগ মজুমদার)

বৈষ্ণবনগর থেকে

ফিরিয়েও এনেছে পুলিশ।

ফর

শিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিব বিনোদ কুমার, রাজ্য স্কুল শিক্ষা কমিশনার বৃহত্তর অরূপ সেনগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। নোটিশ দিয়েছেন নিয়োগ দুর্নীতির মূল মামলাকারী ববিতা সরকার সহ চারজন। তাঁদের নোটিশ পাঠান আইনজীবী ফিরদৌস শামিম এবং গোপা বিশ্বাস। নোটিশে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একাংশকে পুনরায় স্কুলে যোগদান করানো নিশ্চিতভাবে আদালত অবমাননা।

কটাক্ষ

করলেও

টেনগুলির টিকিট পাওয়া যায় না।

ফলে আসানসোল ও দুগাপুর যাওয়ার

সোসাইটি 'আাডভান্সড হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস'। গ্র্যাজুয়েট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে পাঠানো ই-মেলে যোগ্যদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন 'অযোগ্য'দের মিছিল থেকে সোমবার অভিযোগ করা হয়, তাঁদের সামাজিক সম্মান নম্ভ করা হচ্ছে। সিবিআইয়ের যে তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালত তাঁদের 'অযোগ্য' বলে দাগিয়ে দিয়েছে, তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে মিছিলে।

'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন ভিত্তিতে আমাদের অযোগ্য বলা অভিযোগ উঠেছে।

করা হয়েছে। সিবিআই ভুল তথ্য দিচ্ছে। আমরা রিভিউ করব।' অন্যদিকে, দিল্লি যাওয়ার আগে. 'অযোগ্য'দের 'যোগ্য মঞ্চ ২০১৬'-এর সদস্য মীনাক্ষী জানিয়েছে। তবে আদালত চিহ্নিত হালদার বলেন, 'সিবিআই তদন্তে ১৭ রকমের দুর্নীতি ধরা পড়েছে। অযোগ্য কারা, তা প্রমাণ হয়েই গিয়েছে।' স্কুলে যোগ দেওয়া নিয়ে চাকরিচ্যুতরা দ্বিমত। একাংশ মখ্যমন্ত্রীর কথায় স্কলে যেতে রাজি থাকলেও আরেক অংশ স্বেচ্ছাসেবী হতে চাইছে না। রাজ্য সরকারের বেতন পোর্টালে অনেক চাকরিচ্যত টিচিং ফোরাম ২০১৬'-র এক সদস্য শিক্ষকের আপডেট আদালতের অভিযোগ করেন, 'ভুয়ো তথ্যের আদেশের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ বলেও

ওয়াকফ প্রতিবাদ কিশনগঞ্জে

কিশনগঞ্জ, ১৪ এপ্রিল ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে সোমবার কিশনগঞ্জ জেলার রাসেল হাইস্কলের মাঠে একটি সর্বদলীয় প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজিত হয়। বাহাদুরগঞ্জের রাষ্ট্রীয় জনতা দলের বিধায়ক আনজার নইমি ও অমৌরের মিম বিধায়ক আখতারুল সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে. ২০ এপ্রিল লহরা চকের সংলগ্ন ময়দানে এই আইনের প্রতিবাদে সারাদিনব্যাপী প্রতিবাদ সমাবেশের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় কংগ্রেস সাংসদ জাভেদ আজাদ তাতে নেতৃত্ব

বেশেই আলপনার ওপর দাঁড়িয়ে রীতিমতো পোজ দিয়ে ছবি তুলল সে। অয়ন বা সায়ন্তনীর ছবি তোলার 'অস্ত্র' বলতে ছিল দামি স্মার্ট ফোন। তবে শেষ সাক্ষাতের সাক্ষী সেই আলপনা। উত্তপ্ত শিলিগুড়ি

আরও আছে। রাম মন্দিরের একপক্ষের অভিযোগ, স্থানীয় জ্যোতিনগর মাঠে চডকপজোর অযোধ্যার উপাধ্যায়ের

প্রস্তুতি চলাকালীন কয়েকজন অশ্রাব্য গালিগালাজ করে উসকানি দিতে শুরু করে। অপর পক্ষের অভিযোগ, জ্যোতিনগর মাঠ এলাকায় এক তরুণকে কয়েকজন মারধর করছিল। এরপর স্থানীয় কয়েকজন ওই তরুণকে বাঁচাতে গেলে দু'পক্ষের মধ্যে ঝামেলার সূত্রপাত হয়। অভিযোগ, মাঠ থেকে দু'পক্ষের মারামারি চলে আসে নদীর চরে যাওয়ার রাস্তায়। সেখানে পরপর তিনটে বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। আহত এক পরিবারের সদস্য অভিযোগ করেন, 'আমাদের বাডির দোকানের তালা ভেঙে শাটার তোলা হয়। এরপর অবাধে লুটপাট চলে।' তখন সেখানে গুটিকয়েক পুলিশ থাকলেও তারা নিষ্ক্রিয় ছিল বলে

অভিযোগ করেছে ওই পরিবার। এদিকে, খবর পেয়ে পুলিশের

আসেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। ডিসিপি (সদর) তন্ময় সরকার, ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর এলাকা নিয়ন্ত্রণ করায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। এদিকে, রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে জ্যোতিনগরের ঘটনাও যাতে অন্য মাত্রা না নেয়, সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখে এসিপি (পূর্ব-১) রবিন থাপাকে এখনই রিলিজ করছে না শিলিগুড়ি মেটোপলিটান পলিশ। প্রসঙ্গত মুর্শিদাবাদ পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে ২৩ জন দক্ষ পুলিশকর্মীকে তলব করেছিল রাজ্য। যার মধ্যে উত্তরবঙ্গ থেকে ছিলেন দুজন। একজন ছিলেন এসিপি (পূর্ব-১) রবিন থাপা। এদিন সন্ধ্যায় এলাকার জ্যোতিনগর মাঠে অন্যবারের মতোই চড়কপুজোর আয়োজন হয়। তবে চোখেমুখে সকলেরই ছিল আশঙ্কা। অন্যদিকে, প্রতিবাদে এদিন মহকমার সবক'টি থানায় ডেপুটেশন

দেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

জরুরি অবতরণ

বাগডোগরা, ১৪ এপ্রিল : কলকাতাগামী একটি সোমবার জরুরি অবতরণ করে বাগডোগরায়। ইন্ডিগোর ওই বিমান সোমবার সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিট নাগাদ বাগডোগরা থেকে উড়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরেই চালক বিমানে যান্ত্ৰিক ত্ৰুটি আছে বঝতে পেরে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে বিমানটিকে জরুরি অবতরণ করানো হয়। ত্রুটি মেরামতের পর বিমানটি আবার রাত ৮টা ২২ মিনিটে উড়ে যায়।

আম্বেদকর জয়ন্তা

কিশনগঞ্জ, ১৪ এপ্রিল : সোমবার কিশনগঞ্জের নানা জায়গায় বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মদিবস সাডম্বরে

এদিন টাউন হলের মূল অনুষ্ঠানে পুরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রদেব পাসোয়ান আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন। এছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দিনভর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে

হয়ে সোমবার কিশনগঞ্জৈর বাহাদুরগঞ্জ থানার রামপুরে এক তরুণের মৃত্যু হয়। মৃতের নাম মহম্মদ হানিফ (২৩)। পরিবারের সদস্য ইয়াসমিন খাতুন বলেন, 'হানিফ বাড়িতে বিদ্যুতের কাজ করছিল।

চিৎকার শুনে ঘরে ঢুকে দেখি ওঁর পায়ে বিদ্যুতের তার জড়িয়ে আছে। চেষ্টা করলেও আমরা তাঁকে বাঁচাতে পারিনি।' ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ মৃতদেহ হাসপাতালৈ পাঠিয়েছে।

বিএসএফ

অনুমতি নিয়ে গণতান্ত্ৰিকভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার সকলের আছে। কিন্তু কেউ আইন নিজে হাতে তুলে নেবেন না। দাঙ্গা করবেন না, অশান্তি করবেন না। অনেকে প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। প্ররোচনায় পা দেবেন না।' বিধানসভার বাইরে সোমবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, এই হামলায় প্রত্যক্ষভাবে জেলা তৃণমূল নেতারা যুক্ত। তিনি 'হামলাকারীদের তালিকা আমরা তৈরি করেছি। একজনকেও ছাডা হবে না। ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। সুদে-আসলে উশুল করব।' বিজেপির দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে পাঠানো কেন্দ্রীয় এজেন্সির রিপোর্টেও তার প্রমাণ

আগামী ১৭ এপ্রিল জনস্বার্থ শুনানিতে এনআইএ তদন্ত ও এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মেয়াদ বৃদ্ধির দাবি জানানো হবে বলে[`] বিজেপি জানিয়েছে। কান্দিতে বিক্ষোভের জেরে কুলি যাওয়ার রাস্তায় এদিন দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে বিশাল পুলিশবাহিনী গ্রিয়ে বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের এডিজি রবি গান্ধি, (দক্ষিণবঙ্গ) করনী সিং শেখাওয়াত পরে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব

কুমারের সঙ্গে বৈঠক করেন। বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়।

(আইনশৃঙ্খলা) জানিয়েছেন, রবিবার মধ্যরাতে ১৭টি ঘরছাড়া পরিবারকে

(তথ্য সহায়তাঃ অরূপ দত্ত,

মানেই খাঁটি সোনা

আহমেদাবাদের সেই কোম্পানি

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে তাদের দহরম-মহরম সবিদিত।

রাম মন্দির তৈরি হওয়ার পর এখানে নজর পড়েছে আদানি, লোধাদের। তাদের জন্য জান লড়িয়ে দিচ্ছে স্থানীয় বিজেপির ফডেরা। তারা রামভক্ত থেকে জমির দালাল বনে গিয়েছে। অমিতাভ বচ্চনের ছবি দেওয়া টাউনশিপের হোর্ডিং, কোথাও সরকারি টাউনশিপ 'নব্য অযোধ্যা'র ঢালাও প্রচার। একর পিছু ১ কোটি ৬০ লাখের জমির দর উঠেছে ৬ কোটি ৪০ লাখ টাকারও বেশি। চারদিকে তৈরি হচ্ছে সাততারা,

আর অল্প দামে কয়েক হেক্টর বেচে বিলকুল ঠকে গিয়েছেন এলাকার চার্ষিরা। এই জমি সর্যুর জলাভূমিতে, যেখানে আসে সারস, গ্রে হেরোন আর দেশি শিয়ালরা। '২২ সালে সরকারি আদেশে এখানে বেচে দিয়েছিল টাইম সিটি। উপায়।

কোনও নতুন নিমাণকাজ নিষিদ্ধ। আদানিরা জোর গলায় বলছে, সব আইনকানন মেনেই তারা জমি কিনেছে। জমি কিনেছে ন্যায্য সরকারি দরেই। এই জমি রাম মন্দির থেকে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে। মূলত যাদবরা চাষ করেন এখানে। রাম মন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর এই জমি ভালো দামের আশায় বেচে দিয়েছিলেন ঝাপসি যাদব. ঘনসিরা যাদব আর কবুতরা দেবীরা। তাঁরাই জানাচ্ছেন, রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ মামলায় সপ্রিম কোর্টের রায়ের পর তাঁরা শুনেছিলৈন সরকার অনেক জমি কিনতে চলেছে। তাই দেরি না করে টাইম সিটির কাছে জমি বেচে দিয়েছিলেন।

আরেকটা জমি ৪০ লাখ টাকায় কিনে তার তিন সপ্তাহের মধ্যে ২ কোটি ৫৪ লাখে আহমেদাবাদের কোম্পানিকে আরেকটা

জানিয়েছিল তাদের মালিক আদানি গোষ্ঠী। ওই মাঝা জামতাডায় ছোট ছোট টকরো করে ৪০০ টাকা বর্গফট দরে বেচেছিল তারা। এইরকম একটা নোটিফায়েড জলাভূমিতে নিৰ্মাণ হচ্ছে কীভাবে কেউ প্রশ্ন তোলেনি. তুললেও জবাব মেলেনি। এর ফলে সরযুর জল দৃষিত হচ্ছে বলে জেলা প্রশাসনের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন অযোধ্যার এক পুরোহিত রামানুজ আচার্য। আপত্তি জানিয়েছে জাতীয় পরিবেশ ট্রাইবিউনালও। তুলসীদাস পবিত্র সর্যু নদীকে নিয়ে লিখেছেন. 'অওধপুরী মম পুরী সুহাবনি / উত্তর দিশা বহা সর্যু পাবনি।/ বন্দউ অওধ পুরী অতি পাবনি/ সর্য রসকলি কলুষ নসাওহি।' কলিযুগে সর্যু পাপনাশ করে। সেসব তুলসীদাসী রামায়ণে থাকুক, ভক্তদের কাছে সরযু এ যুগে মোটা মুনাফা কামানোর

জামতাড়ার এই জমিতে প্র্যাকটিস রেজিমেন্টের করত ডোগরা আদানি, জওয়ানরা। রামদেব, শ্রীশ্রী রবিশঙ্করের মতো হাইশ্রোফাইল লোকজন কিনেছেন এই জমি। তারপর দেখা গেল. অযোধ্যা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, যার মাথায় খোদ যোগী আদিত্যনাথ, এখানকার জমির ওপর নিষেধাজ্ঞা কখন যেন তুলে নিয়েছে। তারা বলছে, ওখানে মোটেই সেনার প্রশিক্ষণ হত না। ওখানে তো রাম মন্দিরের জাদঘর হবে। তবে এরই মধ্যে বিজেপির নেতারা সেখানে দোকান তৈরির পর বাণিজ্যিক কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। প্রভু শ্রীরামের চ্যালাচামুণ্ডাদের লীলা মুখ বন্ধ করে দেখছেন ১৪টি গ্রামের ৫,৪১৯ হেক্টর জমির একদা মালিকরা। যাঁরা জমি এখনও বেচেননি, তাঁরা আরও বেশি দামের আশায় বসে রয়েছেন।

এখানেই শেষ

একেবারে কাছে একটা জমি বিক্রি হয়েছিল কুড়ি লাখ টাকায়। কিনেছিলেন দীপনারায়ণ। সেই জমি মিনিটের মধ্যে ফের বিক্রি হয় আড়াই কোটিতে! মন্দিরের ভক্তদের টাকায় সে জমি কিনেছিলেন শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই। বিরোধীরা হইচই বাধালে চম্পত সেসব অভিযোগ উড়িয়ে বলেছেন, সব ঝুট হ্যায়।

'চারিউ চরণ ধর্ম জগতে মাহি পুরি রহা সপনেহুঁ অধ নাহি।/ রাম ভগতি রত নর অরু নারী/ সকল পরম গতি কে অধিকারী। মর্মার্থ, রামের রাজ্যকালে ধর্ম চার চরণে পূর্ণ হচ্ছিল। স্বপ্নেও কেউ পাপ দর্শন করত না। সব নরনারী রামভক্তিতে লীন হয়ে যেত। তাই সবাই পরম গতিপ্রাপ্ত হত। হায়

ASRAMPARA, SILIGURI CALL - 84369-71546 / 80012-22020

চাকরিহারাদের

ওএমআর শিট

প্রকাশের দাবিতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ১৭ এপ্রিল এবিটিএ কলকাতার করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ড থেকে এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছে। তার আগে সোমবার সিপিএমের এই শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন এলাকায় জোরকদমে প্রচার চালান। শহরের ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি ও মাটিগাড়ায় পথসভা করা হয়।

প্রতিটি পথসভা থেকেই যোগ্য

শিক্ষকদের চাকরি ফেরানোর দাবি

তোলা হয়। দার্জিলিং জেলা থেকে

প্রায় ১৫ জন শিক্ষক এসএসসি

ভবন অভিযানে শামিল হবেন বলে

সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ



শিলিগুড়ির কুণ্ডুপুকুর মাঠে চড়কের মেলায় মানুষের ঢল। সোমবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

ভড় জমল শহরে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : কারও পিঠে বড়শি গাঁথা, কারও জিভে শিক। এভাবেই অবলীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন শিবভক্তরা। আজ যে চড়ক! বাঙালির বছরের শেষ দিন। রাত পেরোলেই বাংলা নব্বর্ষ। কুণ্ডুপুকুর মাঠ, আমরা সবাই সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাব ময়দান, জ্যোতিনগর মাঠ, পূর্ব হাতিয়াডাঙ্গা পুরাতন কালীবাড়ি মাঠ সহ শহরের আরও কয়েকটি মাঠে তাই চড়কপজোর ধুম। পূজোর পাশাপাশি চলছে মেলাও। রয়েছে জিভে জল আনা পাঁপড়ভাজা আর জিলিপি। আবার কচিকাঁচাদের আকর্ষণ বাড়াতে মাটির পুতুল, বেলুনও রয়েছে। পুজো সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে কড়া পুলিশি নজরদারি চোখে পড়ে।

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের শেষ পার্বণ চড়কপুজো। চৈত্রের শুরু থেকেই শহরজুড়ে শিবভক্তদের দেখা মেলে। লাল শালু পরে শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেডিয়েছেন শিবভক্তরা। সোমবার সন্ধ্যায় ঢাক, ঢোল বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় চড়ক ঘোরানো

শ্রীপঞ্চমুখী

বালাজি ধামে

হনুমান জয়ন্তী

শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল

সোমবার শ্রীপঞ্চমখী বালাজি ধামের

দেবস্থানম বাটিকায় চারদিনের

হনুমান জন্মোৎসব নানা অনুষ্ঠানের

মধ্যে দিয়ে শেষ হল। এদিন হবন,

পুণাহুতি এবং ভাণ্ডারার মধ্যে

দিয়ে এই উৎসব শেষ হয়। এবার

এই উৎসবের দায়িত্বে রয়েছেন

রমেশকমার চাচান সহ শ্রীপঞ্চমখী

বালাজি দরবার, ভজন মণ্ডল এবং

সেবা সমিতির সদস্যরা। তাঁরা

জানান, রবিবার বৈদিক মন্ত্রে শিবের

মহারুদ্রাভিষেক হয় এবং এই ধামের

দেবতাদের উদ্দেশে ৫৬ ভোগ

নিবেদন করা হয়।

আবার নাতির হাত ধরে চড়ক ঘরিয়ে শ্রী চৈত্র পজো আয়োজিত হয়ে আসছে নতুন বছর শুরু করার জন্য এসেছেন। এই মাঠেই। পুজো কমিটির সম্পাদক বাংলার প্রাচীন লোক উৎসবের রিন্টু সরকার বলেন, 'বাংলাদেশে অন্যতম চড়কপুজো ঘিরে এখনও আমাদের এই পারিবারিক পুজো শুরু

শিলিগুড়ি শহরের কুণ্ডুপুকুর মাঠ আমরা সবাই সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাব ময়দান জ্যোতিনগর কলোনির মাঠ

পূর্ব হাতিয়াডাঙ্গা পুরাতন

কালীবাড়ি মাঠ

মানুষের মধ্যে উৎসাহের যে খামতি হয়। সন্ম্যাসী সুনীল সরকারের হাত নেই, তা স্পষ্ট হয়ে যায় সোমবার। ধরে পুজোর পত্তন হয়েছিল। এখন কুণ্ডুপুকুর মাঠে চড়কপুজো ঘিরে পুজোর সঙ্গে জড়িত ১৩৮ জন ভক্ত।'

মাঠের ভেতরে কোনওরকম যানবাহন ঢোকার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। আমরা সবাই সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠের পুঁজোতেও মানুষের ঢল নামে। পুজোর সঙ্গে যুক্ত সৌরভ দাস জানান, 'খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা পুজো করি। পুজো দেখতে অনেকে আসছেন। সকলেই মেলার আনন্দ উপভোগ করেন।

মেলায় বাবার সঙ্গে ঘুরতে আসা কায়ুস দে জানায়, 'স্কুলে যাওয়ার সময় শিবভক্তদের দেখতাম। ভাবতাম, কবে চড়কপুজো হবে। এবার বাবার সঙ্গে মেলায় খুব আনন্দ করলাম।' কুণ্ডুপুকুর মাঠে চড়ক ঘোরানোর জন্য নাতিকে সঙ্গে নিয়ে আসেন সত্তরের মিনু সরকার। তাঁর কথায়, 'নতুন বছর যাতে শুভ হয়, চড়ক ঘুরিয়ে সেই প্রার্থনা করার জন্য এসেছি।' পূর্ব হাতিয়াডাঙ্গায় পুরাতন কালীবাড়ি মাঠে শিব, পার্বতীর বিয়ে ঘিরে রীতিমতো একমাস ধরে এলাকায় উৎসব হয়। এদিন সুষ্ঠভাবে পজো সম্পন্ন হয় বলে জানান এই চড়কের সঙ্গে জড়িত প্রধান সন্ম্যাসী

সেলের শেষ

শिनिञ्जिष, ১৪ এপ্রিन : কোথাও মাইকৈ ঘোষণা, কোথাও আবার চিৎকার করে ছাড়ের জানান দেওয়া। কিছু কিছু দোকানে আবার রীতিমতো সেল লেখা বোর্ড ঝুলছে। চৈত্র সেলের কেনাকাটা অনেকদিন আগে থেকেই শহরে চলছে। কিন্তু বাংলা নতুন বছরে পা রাখার ২৪ ঘণ্টা আগে সোমবার শহরের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির ছবিটা ছিল অন্যরকম। সেলের মাত্রা বাডিয়ে কত বেশি ক্রেতা টানা যায়, অঘোষিত প্রতিযোগিতায় ব্যবসায়ীরা। তাই মহাবীরস্থানের একটি দোকানে এতদিন ঝুলছিল ৩০ শতাংশ ছাড়ের বোর্ড। এদিন তা বেড়ে পঞ্চাশ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। যা দেখে কিছুটা দূরের একটি দোকান থেকে এদিন চিৎকার জুড়ে বলা হচ্ছে, 'দুটি কিনলে সঙ্গে একটি ফ্রি'। যথারীতি দুর্গাপুজোর প্রতিমা দর্শনের লাইনকৈ টেক্কা

দিয়েছে কেনাকাটার ভিড়। ক'দিন সন্ধ্যারাতে বৃষ্টি হয়নি ঠিকই, কিন্তু আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখে অনেকেই বাড়ির বাইরে পা রাখার সাহস দেখাতে চাননি। চৈত্র সেলের কেনাকাটার শেষদিন ছিল সোমবার। তাই শহরের প্রতিটি বাজার এদিন ছিল ভিড়ে ঠাসা। মহাবীরস্থান ঘুরে বিধান মার্কেটে মেয়েকে নিয়ে আসা মিতা পাল বললেন, 'এতদিন কাজের চাপে মার্কেটিং করতে পারিনি। কিন্তু এখন তো কোনও দোকানে ঠিকমতো কেনাকাটা করা যাচ্ছে না। সর্বত্রই সেল চলছে। তবে এখন দেখছি মহাবীরস্থানে বেশি ছাড় দেওয়া হচ্ছে।' শিলিগুড়ির হংকং মার্কেটের গলি অথবা শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে পা রাখলেই টের পাওয়া যায় ছাড়ের



শেষ বাজারে ছাড়ের সুযোগ নিতে ক্রেতাদের ভিড়। ছবি : সূত্রধর

এর অর্থ, একজোডা জতো কিনলে

আরও একজোড়া ফ্রি। রেলগেটের

এই ব্যবসায়ীর কথায়, 'একটা সময়

অনেকদিন আগে থেকে বাজার

শুরু করে দিতেন সাধারণ মানুষ।

এখন আগের মতো বাজার জমে

না, তাই এখন কম লাভেই বিক্রি

করতে হচ্ছে।' এতদিন ৩০ শতাংশ

ছাড়ে বিক্রি করলেও শেষ বাজারে

স্টক শেষ করতে ৫০ শতাংশ ছাড়,

স্বীকারোক্তি পোশাক বিক্রেতা রজত

সাহার। একটি দোকানের সামনে

দাঁড়িয়ে এক তরুণের চিৎকার,

স্টাইলের চুড়িদার, শাড়ি কিনুন।

কেন এমন প্রচার? রকি বললেন,

'মালিক বলেছেন, আমরা যত বেশি

গ্রাহক টানতে পারব, সেই মতো

শহরের বাজারগুলিকে পিছনে ফেলতে শপিং মলেও চলছে ছাড়।

দীপিকার

Shahnaz Herbal Aroma Therapy

Lotus Professiona Professional Bridal Makeu

Professional o3 Loreal Professional Hydra facial by machine Microcurrent facial with Micro life

'ক্যাটরিনা, আলিয়া,

পুরস্কার মিলবে।'

ছাড়ের বহর

- হংকং মার্কেটের গলি থেকে শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের সর্বত্রই ছিল ছাড়ের লড়াই
- 🛮 এতদিনের ৩০ শতাংশ ছাড় এদিন স্টক শেষ করতে ৫০ শতাংশে পৌঁছে যায়
- মহাবীরস্থানে দেখা যায় এক জোড়া জুতোর সঙ্গে আর এক জোড়া ফ্রি মিলছে
- 🔳 দুগাপুজোর প্রতিমা দেখার লাইনকে টেক্কা দিয়েছে এদিন সেলের কেনাকাটার ভিড়

লডাই। কোনও কোনও দোকানে তো গ্রাহকের হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এমন ঠেলাঠেলির মধ্যে শ্রীতমা সাহা বলছিলেন, 'বাজারে বেশ ভিড় রয়েছে, আর সব থেকে বড় বিষয় এত ভিড়ে কিছুই বুঝতে পারছি না কোন দোকানে ঢুকব।'

বর্ধমান রোডের একটি মলে তো রীতিমতো মাইকে ঘোষণা চলেছে, কোন জিনিসে কত ছাড়। সবমিলিয়ে অভিনব কায়দায় একজনকে

প্রতিষ্ঠা দিবস শिनिञ्जिष, ১৪ এপ্রিল দেশবন্ধপাড়া মহামায়া কালীবাড়ির ৪৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল সোমবার। এই উপলক্ষ্যে এদিন সন্ধ্যা থেকে জুতো বিক্রি করতে দেখা গেল। তিনি বলছিলেন, 'একে, একে দুই।'

বিশেষ পুজো শুরু হয়। প্রচুর মানুষ পুজো উপলক্ষ্যে মন্দির চত্বরে ভিড্ জমিয়েছিলেন। যথারীতি মঙ্গলবার পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে পণ্যার্থীরা ভিড় জমাবেন মা কালীর পুজো দিতে। বাংলা নতুন বছরের প্রথমদিন সকালে ভোগ প্রসাদ বিতরণ করা হবে বলে মন্দির কমিটির তরফে জানানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিবসের বিশেষ পুজো উপলক্ষ্যে

LEGACY OF 20 YEARS

উপস্থিত ছিলেন প্রমথকুমার সেন,

শংকর দাস প্রমুখ।

Bright Academy

ODDLERS TO STD. **ENROLL NOW PUNJABIPARA**

সুডার দারস্থ পুরনিগম

জঞ্জাল অপসারণে সরঞ্জাম বাড়ন্ত

রাহুল মজুমদার

শिनिञ्जिष्, ১৪ এপ্রিল বৈদ্যবাটী পুরসভার আদলে শিলিগুড়ি পুরনিগমেও জঞ্জাল অপসারণ বিভাগকৈ ঢেলে সাজাতে চাইছে বর্তমান বোর্ড। যে কারণে স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (সূডা) কাছে একগুচ্ছ সামগ্রী চেয়ে তালিকা পাঠাল শিলিগুড়ি পুরনিগম। সুডা বিমুখ করবে না, শহরকে নতুন লক দিতে পরিকল্পনাও তৈরি করে ফেলেছেন ওই সামগ্রীগুলি পুরকতরাি। পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হলেই পরিকল্পনা ধরে ধরে কাজ করা হবে। পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলছেন, 'আমরা একটা তালিকা পাঠিয়েছি। ওই তালিকা অনুযায়ী সামগ্রী পেলে শহরের জঞ্জাল অপসারণ প্রক্রিয়া আরও বেশি

ভালো হবে। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় জঞ্জাল অপসরাণ প্রক্রিয়ায় গতি আনতে ইতিমধ্যে মিড-ডে পরিষেবা শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ। সাধারণ জঞ্জাল অপসারণ প্রক্রিয়া তো চলবেই, পাশাপাশি শহরের

জঞ্জাল। সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় হবে আরও বেশি গতি আনতে চাইছে পুরনিগম। তাই সুডার কাছে বেশ কিছু সামগ্রী চাওয়া হয়েছে। সেই

গতি আনতে

- শিলিগুড়ি পুরনিগম জঞ্জাল অপসারণ প্রক্রিয়ায় আরও বেশি গতি আনতে চাইছে
- 🛮 এই লক্ষ্যে পুরনিগম সুডার কাছে বর্জ্য নিষ্কাশণের জন্য বেশ কিছু সামগ্রী চেয়েছে
- সেই তালিকায় বেশ কিছু বায়োটয়লেট. সেকেন্ডারি ট্র্যানজ্যাকশন গাড়ি রয়েছে
- 🔳 ট্রাইসাইকেল ভ্যান, হাউস টু হাউস ডাস্টবিন, ৪০ লিটারের ডাস্টবিনও চাওয়া

তালিকায় বায়োটয়লেট, সেকেন্ডারি ট্যানজ্যাকশন গাড়ি (জঞ্জাল অপসারণের গাড়ি), ট্রাইসাইকেল ভ্যান, হাউস টু হাউস ডাস্টবিন,

সামগ্রা রয়েছে। পুরানগম এলাকায় এই মুহুর্তে সেকেন্ডারি ট্র্যানজ্যাকশন গাড়ির সংখ্যা ৯৮। আরও ২৫টি গাড়ি চাওয়া হয়েছে। ৭২০টি ট্রাইসাইকেল ভ্যান রয়েছে। এই সংখ্যা ৯২০-তে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে পুরনিগম।

৫০০ জোড়া হাউস টু হাউস

ডাস্টবিন এবং ১০০০ জৌড়া ৪০ লিটারের ডাস্টবিন চাওয়া হয়েছে। সেকেন্ডারি ট্র্যানজ্যাকশন গাড়িগুলি ৪৭টি ওয়ার্ডে পর্যায়ক্রমে চালানো হবে। বর্তমানে ট্রাইসাইকেলগুলিতে ছয়টি করে বিন রয়েছে। যার জন্য জঞ্জাল সেগ্রিগেট করার সময় সমস্যা হয় পুরকর্মীদের। পাশাপাশি. বিনগুলি ভেঙেও গিয়েছে। তাই পুরকর্মীদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে আট বিনের ট্রাইসাইকেল চাওয়া হয়েছে। তবে বিনগুলি আগের থেকে আকারে ছোট বলে জানা গিয়েছে। চারটি বিন থাকবে শুকনো সামগ্রী সংগ্রহের জন্য. বাকিগুলি ভেজা আবর্জনা সংগ্রহের জন্য। ট্রাইসাইকেলগুলি চলে এলে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ আরও ভালো হবে বলে

আশাবাদী পুরকর্তারা।



ইসলামপুরে পাঁচ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় হতাশ ব্যবসায়ী।

বদ্যুৎ যন্ত্ৰণা

ইসলামপুর, ১৪ এপ্রিল : বিদ্যৎ যন্ত্রণায় নাকাল ইসলামপুর। এই শহরের কংগ্রেস রোড সংলগ্ন এলাকায় প্রায় রোজ চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা বিদ্যৎ সংযোগ থাকছে না। প্রায় একমাস ধরে নিত্য এই ভোগান্তি। যেমন সোমবার প্রায় চার ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল ওই এলাকা। দুপুর সাড়ে ১১টা থেকে সমস্যার সূত্রপাত, চলে

বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। এলাকার ঘড়ির ব্যবসায়ী রূপকুমার মজুমদার বলেন, 'সকাল থেকে বিদ্যুৎ নেই। এই গরমে ফ্যান ছাডা বসে থাকতে হচ্ছে।['] রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে তিনি জানান, ঘড়ির সুক্ষ্ম কাজ আলো ছাড়া করা যায় না। তাই সকাল থেকে কয়েকজন ক্রেতাকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকায় ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। আরেক ব্যবসায়ী তপন দত্ত জানান, প্রায় একমাস আগে রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের জন্য বিদ্যুতের খুঁটিগুলি সরানো হয়েছিল। তখন থেকে এই সমস্যা চলছে।

ওই এলাকাটি ইসলামপুর শহরের ব্যস্ততম অংশ।রাস্তার দু'পাশে

প্রচুর দোকানপাটের পাশাপাশি রয়েছে বসতি। শহরের অন্য এলাকা, কাছের গ্রাম, এমনকি প্রতিবেশী রাজ্য বিহার থেকে রোজ বহু মানুষ এখানে আসেন কেনাকাটা করতে। ফলে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা অমল ঘোষের অভিযোগ, 'বিদ্যুৎ না থাকায় বাড়ি ও দোকান, দুই জায়গাতেই সমস্যা হচ্ছে।' এরপর গরম আরও বাড়লে পরিস্থিতি কী হবে, ভেবে চিন্তিত এলাকাবাসী। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির ইসলামপুর স্টেশন ম্যানেজার শুভেন্দু সাহা জানিয়েছেন, কংগ্রেস রোডের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারিটিতে তিনটি ফেজের কোনও একটিতে লোড বেশি হয়ে যাচ্ছে বলে পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে।

সমস্যাটি খতিয়ে দেখে সমাধান করার আশ্বাস দেন তিনি। যদিও স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের অভিযোগ. প্রায় একমাস ধরে ট্রান্সফর্মারটির ফেজ খারাপ হয়ে পড়ে থাকলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।



Jeannot Facial & Skin Treatment

Bridal Make up & Beautician Course Available

MALA DAS: 9434176725 / 9775276725

27 BAGHAJATIN ROAD, SILIGURI

SATYAJIT SARANI, SHIVMANDIR

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে

শিলিগুডি অফিসের জন্য প্রফরিডার এবং ডিটিপি অপারেটর

প্রফরিডার

বাংলা বানান নিয়ে খুঁতখুঁতে, ভূল বাক্যগঠন এবং ব্যাকরণগত ভুল পীড়া দেয় এমন ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারেন। বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় দখল থাকা আবশ্যিক।যোগ্যতা: অন্তত ৫৫ শতাংশ নিয়ে স্নাতক।

ডিটিপি অপারেটর

ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক।ফোটোশপ এবং কোরেল ডু জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি কাজের সময় : বিকেল পাঁচটা থেকে রাত একটা।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ১৬ এপ্রিল, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com





লকা বিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিকে ছাত্রীর অন্য স্কুলে গিয়ে

শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : বহু তরফেও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বছরের চেষ্টার পর উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগ খুলতে চলেছে হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ে। থেকেই বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করতে পারবে ছাত্রীরা।

১৯৫৮ সালে প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন স্থানীয় শিক্ষানুরাগী সত্যরঞ্জন মজুমদারের হাত ধরে পথ চলা শুরু হয়েছিল শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের। ১৯৬৪ সালে দশম শ্রেণির অনুমোদন মেলে এবং ১৯৯৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কলা বিভাগে পঠনপাঠন শুরু হয়। বর্তমানে প্রায় ১৫০০ ছাত্রী রয়েছে এই বিদ্যালয়ে। শহরের পুরোনো এই স্কুলটিতে বিজ্ঞান বিভাগ না থাকায় অনেক মেধাবী পড়য়াকে একাদশ শ্রেণিতে অন্য স্কুলে ভর্তি হতে হত। স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার

স্কুল কর্তৃপক্ষকে। বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রীদের পড়ার আগ্রহ দেখে গত বছর ডিসেম্বর মাসে স্কুলের তরফে শিক্ষা দপ্তরে বিজ্ঞান বিভাগ চালুর



অনুমোদনের জন্য আবেদন জানানো

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শুভ্রা ব্যাপারে ছাত্রীদের অভিভাবকদের চক্রবর্তী বলেন, 'স্কুলের অনেক

নিয়ে পড়াশোনা করতে হচ্ছিল। তবে সেই সমস্যা এখন আর থাকল না। আর্টস ও সায়েন্স দুটো বিভাগেই একাদশে ছাত্রীরা পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে। বিজ্ঞান বিভাগের বিষয়ভিত্তিক দুজন করে শিক্ষিকা রয়েছেন বলে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে।

এপ্রিল মাসে শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন পাওয়ার পরেই খুশির হাওয়া শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞান বিভাগের চালুর জন্য পুরনিগমের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে দুটি ক্লাস রুম ও ল্যাবরেটরি। তবে প্রাথমিকভাবে ২০ জন ছাত্রী বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার সুযোগ পাবে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অঙ্ক, বায়োলজি এই চারটি বিষয় নিয়ে একাদশে বিজ্ঞান বিভাগের পড়ার সুযোগ

পাবে ছাত্রীরা। স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ চালু

মাধ্যমিক দেওয়া অন্বেষা পাল বলে, 'আমার বিজ্ঞান নিয়ে পডার ইচ্ছে রয়েছে। স্কুলে বিজ্ঞান চালু হওয়ায় কোথায় ভর্তি হব তা নিয়ে চিন্তা অনেকটাই দূর হল। স্কুলে বিজ্ঞান চালু হওয়ায় ছাত্রীদের পাশাপাশি খুশি অভিভাবকেরাও। রাখি সরকার নামে একজন অভিভাবক বলেন. 'ছাত্রীদের আগ্রহের কথা ভেবে স্কুল যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সায়েন্স চালু করছে, তা খুবই আনন্দের খবর।'

বিজ্ঞান বিভাগ চালু হওয়ার খুশিতে ১৭ এপ্রিল স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। দীনবন্ধ মঞ্চে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মেয়র গৌতম দেব। স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রীরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে বলে স্কুলের তরফে

পুরুষদের রিকার্ভে ধীরাজ বোম্মাদেভেরা ব্রোঞ্জ পেয়েছেন।

তিরন্দাজি বিশ্বকাপে চার পদক ভারতের

ওয়াশিংটন, ১৪ এপ্রিল: চারটি পদক নিয়ে তিরন্দাজি বিশ্বকাপ স্টেজ ওয়ানের অভিযান শেষ করল ভারত। তার মধ্যে রবিবার ভারতের ঝলিতে আসে দইটি পদক। দলগত ইভেন্টে পুরুষদের রিকার্ভে রুপো জেতে ভারতীয় দল। পুরুষদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক পান ধীরাজ বোম্মাদেভেরা।

রবিবার পুরুষদের দলগত রিকার্ভ ফাইনালে ভারতের ধীরাজ, তরুণদীপ রাই ও অতনু দাস ৫-১ পয়েন্টে পরাজিত হন চিনের কাছে। ফাইনালের শুরুটা ভালোই করেছিলেন ভারতীয় তিরন্দাজরা। প্রথম সেটে ভালো খেললেও পরের সেটগুলিতে চিনের কাছে দাঁড়াতে পারেননি তাঁরা।

রবিবার পুরুষদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ বিভাগে ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে স্পেনের আন্দ্রে তেমিনোকে ৬-৪ পয়েন্টে হারিয়েছেন ধীরাজ। স্প্যানিশ প্রতিপক্ষের বিকদ্ধে একটা সময় ২-৪ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিলেন ভারতের ২৩ বছরের এই তিরন্দাজ। সেখান থেকে দারুণভাবে প্রত্যাবর্তন করে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতে নেন। এদিকে, পুরুষদের ব্যক্তিগত কম্পাউন্ড বিভাগে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া করেছেন ভারতের অভিষেক ভার্মা।

তিরন্দাজি ভারতীয় আগেই দুটি পদক জিতেছিল। দলগত বিভাগে কম্পাউন্ড ইভেন্টে ভারতের মিক্সড টিম সোনা জিতেছিল। এছাড়া পুরুষদের রিকার্ভে রুপো জেতেন ভারতীয়রা

আজ ঋষভদের শিবিরে মায়াঙ্ক

লখনউ, ১৪ এপ্রিল : লখনউ সুপার জায়েন্টস ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর। বড় অঘটন না হলে আগামীকাল ঋষভ পন্থদের সংসারে যোগ দিতে চলেছেন পেস বোলার মায়াঙ্ক যাদব।

চোটের কারণে দীর্ঘসময় ক্রিকেটের বাইরে রয়েছেন মায়াঙ্ক। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাবের পর এখন তিনি ফিট। জানা গিয়েছে, আগামীকাল লখনউয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন মায়াঙ্ক। সম্ভবত ১৯ এপ্রিল রাজস্থান त्रग्रानरभत विकरक गारि वन হাতে মাঠে দেখা যাবে মাযাঙ্ককে। মাযাল্কের প্রত্যাবর্তনে লখনউয়ের বোলিং আরও শক্তিশালী হতে চলেছে। এমনিতেই শার্দল ঠাকর. আবেশ খান, আকাশ দীপরা ভালো ছন্দেই রয়েছেন। সেই তালিকায় নয়া সংযোজন হিসেবে যুক্ত হল মায়াঙ্কের নাম। উল্লেখ্য, শেষ মরশুমে দুদন্তি পারফর্মেন্সের পুরস্কার হিসেবে মোট ১১ কোটি টাকার বিনিময়ে লখনউ রিটেইন করেছিল মায়াঙ্ককে।

নারায়ণ-বরুণের ভরসায় কিংসদের সঙ্গে পাঞ্জা

সস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

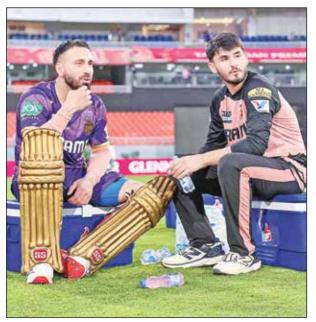
মুল্লানপুর, ১৪ এপ্রিল : আন্দ্রে রাসেলের ফর্ম নিয়ে তিনি নিজে তো বটেই, গোটা কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরই সম্ভবত খানিক চিন্তায়।

এখনও পর্যন্ত ৬টা ম্যাচের

নিরিখে আজিক্ষা রাহানেরা খুব

খারাপ এমনটা বলার কোনও

জায়গা নেই। কিন্তু এটাও ঠিক যে, যখনই দলটা ফর্মে ফিরেছে বলে মনে করা হয়েছে তখনই ফের হারের মুখোমুখি। তাই চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে অনায়াস জয় তুলে নিয়ে এলেও খুব স্বস্তিতে নেই কিং খানের দল। শুধু কি রাসেলঃ রিক্ষ সিং-সুনীল নারায়ণ, কেউই কি খুব স্বস্তিতে আছেন? সম্ভবত না। তাই এদিন রাসেলকে যখন বহুক্ষণ হাত ঘোরানোর পাশাপাশি বহু সময় কোচিং স্টাফদের সঙ্গে ক্রমাগত পরমার্শ করতে দেখা গেল তখন রিঙ্কু নেটে তাঁর নিজস্ব স্টাইলের যাকে 'তাড় ব্যাটিং' বলে সেটাই করার চেষ্টা করে গেলেন বহুক্ষণ। দুই-চারবার নেট ছেড়ে বল আউটফিল্ডে দাঁড়ানো পাঞ্জাব কিংসের ক্রিকেটারদের তাড়া করেও এল। এটাই যদি ম্যাচে হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই খুশি হবেন কেকেআর সমর্থকরা। নারায়ণ বা রাসেলকে কিন্তু আইপিএলে লম্বা সময় কাটিয়ে ফেলার পর বেশ ক্লান্তই মনে হচ্ছে। যতই তিনি ইডেন গার্ডেন্সে লখনউ সুপার জায়েন্টস ম্যাচের দিন ১৩ বলে ৩০ রান করুন না কেন! এসব কারণেই সিএসকে-র বিরুদ্ধে বড জয়ের পরও কেন যেন স্বস্তিতে লাগছে না কেকেআর শিবিরকে। এমনিতে সেটা হবে কিনা অবশ্য সময়ই



প্রস্তুতির ফাঁকে পাঞ্জাব কিংসের নেহাল ওয়াধেরার সঙ্গে আড্ডায় কলকাতা নাইট রাইডার্সের রামনদীপ সিং। মুল্লানপুরে সোমবার।

নিউ চণ্ডীগড়ের এই মুল্লানপুরের মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে রান উঠছে প্রচুর। তাই ব্যাটারদের ফর্ম খব জরুরি। তেমনি এরকম উইকেটে কারিকুরি যদি কেউ করতে পারেন, তাহলৈ সেটা স্পিনাররাই। রামনদীপ সিং এদিন নিজেদের দুই স্পিনারের সম্পর্কে বলে গেলেন, 'আমাদের নারায়ণ-বরুণ চক্রবর্তী দুইজনেই বিপজ্জনক প্রতিপক্ষের জন্য। মঙ্গলবার যদি এদের দিন হয় তাহলে ফল আমাদের পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা।

এদিনের সম্মেলনে অবশ্য দলে পরিবর্তনের বিশেষ কোনও আভাস রামনদীপের মতো তরুণ দিতে পারলেন না। কইন্টন ডি কক-ভেঙ্কটেশ আইয়ার-আজিক্ষা রাহানেরা ব্যাটিংয়ে এখনও পর্যন্ত মোটামটি একটা গভীরতা দিতে পেরেছেন, এটাই বাড়তি ভরসা এরকম ব্যাটিং উইকেটে।

কেকেআরের মতোই অবস্থা পাঞ্জাবেরও। ১৪৫ বান করেও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচ জিততে না পারার দঃস্বপ্ন যদি তাঁদের তাড়া করে তাহলে অবাক শর্মার দুরন্ত সেঞ্চুরিতে শ্রেয়স আইয়ারের অর্ধশতরান মাঠেই মারা যাওয়াটা দুঃখজনক। এই ম্যাচকে ব্যক্তিগত যুদ্ধ হিসাবে কেউ যদি দেখে থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই তিনি শ্রেয়স। চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ককে রাখেনি কেকেআর। তারপর দিল্লি ক্যাপিটালসও তাঁকে নেবে নেবে করেও নেয়নি। এখনও শ্রেয়স বা তাঁর দলকে নিয়ে আলাদা করে বলার মতো কিছু খুঁজে পাননি

INDIAN আইপিএলে PREMIER LEAGUE আজ

পাঞ্জাব কিংস কলকাতা নাইট রাইডার্স সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

স্থান : মুল্লানপুর সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। নিশ্চিতভাবেই শ্রেয়স এই ম্যাচটাকে আলাদা করে বেছে নেবেন নিজের অন্দরের আগুন উগড়ে দিতে। সেটা পারলে বাড়বে কেকেআরের। পাঞ্জাব শিবিরের খবর বলতে লকি ফার্গুসনের চোট। তাঁর জায়গায় কে খেলবেন, সেই হদিস দিতে চাইলেন না সহকারী কোচ জেমস হোপ। তিনি ফার্গুসনের পাশাপাশি নিজেদের ক্যাচ ফেলা নিয়েও দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করে গেলেন, 'এখনও পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে আমরা ১২টা ক্যাচ ফেলেছি। এটা আমাদের কাছে চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যাচ পড়েই

থাকে। কিন্তু সেটা আমাদের ক্ষেত্রে

একবার দেখেছিলাম ওই ফাতুল্লায়। কিছু জানেন বলে মনে হল না। তাঁর মুল্লানপুর, ১৪ এপ্রিল : বহু আর এবার একই অভিজ্ঞতা হল বছর আগে বাংলাদেশের ফাতুল্লার এখানে এসে।

অজানা পিচ হলেও

ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গিয়ে ঠিক এরকমই একটা অনুভূতি হয়েছিল। চণ্ডীগড়ের মতো সুন্দর

সাজানো-গোছানো শহর ভারতে আমার ঘরের মাঠে খেলা বলে খুব কমই আছে।মোহালিতে পিসিএ ভালো লাগছে। পরিস্থিতি স্টেডিয়াম খানিকটা দূর হলেও অনুযায়ী নিজের সেরাটা দেওয়ার এরকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় নয়। চেষ্টা করব। তবে এখানকার এদিন দুই দলের নেট অনুশীলন পিচ তেমন পরিচিত নয়। নতুন শেষ হওয়ার পর আমরা যারা দুই-স্টেডিয়াম বলে সবারই সুবিধা-চারজন বাইরের সাংবাদিক ছিলাম, তাঁদের প্রাথমিক চিন্তাই হল, আদৌ অসুবিধা দুইটিই থাকবে। এখান থেকে ফেরার ক্যাব পাওয়া রামনদীপ সিং যাবে কিনা। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের

বাইরেটা যাই হোক না কেন, অন্দরসজ্জা দর্শনীয়। আউটফিল্ড সবজ হলেও পিচ কারোর চেনা নয় তেমন। রামনদীপ সিং স্থানীয় ছেলে

৮টা পর্যন্ত। কেকেআর তাড়াতাড়ি পাততারি গুটিয়ে ফেললেও ঘরের মাঠে পাঞ্জাব যে জয় পেতে মবিয়া সেটা বোঝা গেল তাদের পুরো সময় ধরে অনশীলন করা দেখেই।

বঞ্চনার জবাবটাই যেন কোটলায়

২২ বলের হাফ সেঞ্চুরিতে ঠিকরে

কোপে দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ক

এদিকে, হারের সঙ্গে জরিমানার

বেরোচ্ছিল।

'ক্যাচ ছুটা তো ম্যাচ ছুটা' হলে

মন্তব্য, 'আমার ঘরের মাঠে খেলা বলে ভালো লাগছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে এখানকার পিচ তেমন পরিচিত নয়।নতুন স্টেডিয়াম বলে সবারই সুবিধা-অসুবিধা দুইটিই থাকবে।দেখা যাক কী হয়। শৈর-ই-পাঞ্জাব টুর্নামেন্ট থেকে উঠে এসেছেন রামনদীপ। নিজের শহরে এসে বাড়তি ভাবনাচিন্তা করতে রাজি নন তিনি। বলেছেন, 'ভয় পেলে চলবে না। প্রথম বলটা যদি ব্যাটে আসে তাহলেই হবে।' তবে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিংয়েও যে দলকে ভালো করতে হবে এটা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন. 'ব্যাটিং ম্যাচ জেতালে বোলিং কিন্তু টুর্নামেন্ট জেতায়।' তাঁর দলকে এই মাঠে শেষপর্যন্ত কোন বিভাগ

লাভ কেকেআরেরই।সঙ্গে নিজেদের সেরা ফর্মটাও তুলে আনতে হবে বাহানেদের। এখান থেকে সৌন যদি পারেন তাহলেই হয়তো ছন্দে থাকা গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে চাপমুক্ত হয়ে মাঠে আসবেন বাদশা।

জেতায় সেটাই এখন দেখার।

মার খেয়ে মেজাজ হারালেন জসসি

হতের মগজাস্ত্রে

অবশেষে স্বস্তির জয়।

টানা হারে ফের ব্রেক লাগিয়ে নতুন অক্সিজেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। হাড্ডাহাড়ি দৈরথের পর জয়ের স্বাদ। ব্যাট হাতে ফ্লপ হলেও মুম্বইয়ের দিল্লি ক্যাপিটালস-বধের নেপথ্যে নাকি রোহিত শর্মার মগজাস্ত্র! প্রাক্তন বাজিমাত পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের।

হেড কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে, তখন কিছুটা দূরে দর্শকের ভূমিকায় বোলিং কোচ পরস মামব্রের সঙ্গে রোহিতকে মজা নিতে দেখা যায়! আলোচনার পর হার্দিক পান্ডিয়াকে ইশারা করে তা জানান।

সেইমাফিক পদক্ষেপ এবং ফল হাতেনাতে। এরপর ১৩ ওভারে মুম্বইয়ের বল বদলের আবেদন আম্পায়াররা মেনে নেওয়ার পর ম্যাচের রং পুরোপুরি বদলে যায়। অধিনায়কের মাস্টার স্ট্রোকেই আক্রমণে করণ এবং বল বদল, জোড়া ফ্যাক্টরে হাফ ডজন ম্যাচে



১৩ নম্বর ওভার শেষে ডাগআউটে বসে বল বদলের পরামর্শ দিলেন রোহিত শর্মা। কোণঠাসা অবস্থায় অধিনায়ক হার্দিক পাভিয়া আইপিএলের নিয়ম অনুসারে রোহিতের এই পরামর্শ পেয়ে মাঠ থেকেই চুমু ছুঁড়লেন।

করুণ নায়ারের দাপটে মুম্বই বোলাবদেব করুণ অবস্থা। এখান মাত্র ১৮ করেন। পরে রোহিতের বসেই সেই করণকে কীভাবে

২০৬ রানের টার্গেটে দিল্লি দ্বিতীয় জয়। ব্যাট-বলের আকর্ষণীয় একসময় ১০.১ ওভারে ১১৯/১। যে টক্করে উত্তেজনার আঁচ জসপ্রীত বুমরাহর মেজাজ হারানো।

নায়াবেব (৪০ বলে ৮৯) হাতে থেকে ম্যাচের মোড় বদল। যার মার খেয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে নেপথ্যে রোহিত! ব্যাটিংয়ে এদিন পারেননি। মাঝ-পিচে ধাক্কা লাগার পর নায়ার দুঃখপ্রকাশ করেন। কিন্তু বদলে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে তাতে গুসসা কমেনি জসসির। নামেন করণ শর্মা। ডাগআউটে দই কথা শুনিয়ে দেন নায়ারকে। হার্দিকের সঙ্গে কথাও বলতে দেখা ব্যবহার করা উচিত, তার নির্দেশ যায় দিল্লির ব্যাটারকে। আর করুণ-দিতে দেখা যায় রোহিতকে। বুমরাহর ঝামেলা যখন চলছে,

দিল্লিকে জেতাতে না পারলেও

২০২২ সালের পর আইপিএল সমর্থকদের জিতে নেন নায়ার। বুমরাহর প্রথম স্পেলকে বিগড়ে দিয়ে ২২ বলে হাফ সেঞ্চুরি। ৪০ বলে ৮৯ ম্যাচের পর হার্দিকও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন প্রতিপক্ষ ব্যাটারকে মানলেন, যেভাবে বোলারদের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছিল তা প্রশংসার দারি রাখে। পরিশ্রম করছে নায়ার। তারই প্রতিফলন ব্যাটিংয়ে। হার্দিকের কথায়, সবাইকে অবাক করেছে নায়ারের বিস্ফোরক ইনিংস।

নায়ার আতঙ্ক সরিয়ে শেষপর্যন্ত স্বস্তির জয়। সেই সুর হার্দিকের গলায়। জানান, জয় সবসময় বিশেষত ক্রেপশাল। এরকম হাড্ডাহাড়্ডি ম্যাচ জেতার মজা আলাদা। কঠিন পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ বের করে আনার মূল কারিগর করণকে নিয়ে স্বভাবতই বাড়তি উচ্ছাস। হার্দিকের কথায়, চাপের মধ্যে যেভাবে বল করল, যেভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল কোটলার মতো ছোট বাউন্ভারির মাঠে, তা তারিফযোগ্য। ওঠা-পড়ার মধ্যে যাচ্ছে মুম্বই। হার্দিকের বিশ্বাস, এই জয়ের পর সাফল্যের গ্রাফটা উর্ধ্বমুখী হবে।

দলকে জিতিয়ে খুশি করণও। ম্যাচ সেরার পুরস্কার হাতে বলেছেন, 'প্রচর পরিশ্রম করেছি মাঝের সময়ে। লক্ষ্য ছিল যখনই সুযোগ পাই না কেন, তা কাজে লাগাতে হবে। আমার মতে, লোকেশ রাহুলের উইকেটই ম্যাচের

বুমরাহই বিশ্বের সেরা বোলার : করুণ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

লোকজন কেউই নেই। সবমিলিয়ে

বেশ এক ভৌতিক পরিবেশ

চারপাশটা। শহর থেকে এতটা

দুরে এবং এখনও জনপদ গড়ে না

বড্ড বেশি হচ্ছে। এখন ছেলেদের

এই নিয়ে কাজ করা ছাড়া আর কিছু

করার নেই। তবে আপাতত ওসব

নিয়ে বাড়তি ভেবে লাভ নেই।' দুই

দলের জন্য অনুশীলনের সময় রাখা

হয়েছিল বিকাল ৫টা থেকে রাত

নিউ পিসিএ স্টেডিয়ামের

नग्नामिल्ला, ১৪ এপ্রিল : প্রথম থেকে জসপ্রীত বুমরাহকেই টার্গেট করে নেন।

পাওয়ার প্লে-তে বুমরাহকে রেয়াত করেননি করুণ নায়ার। ব্যাট-বলের টব্ধরের মাঝে তক্তর্তিও বেধে যায় দুইজনের। তবে ম্যাচ শেষে সেই বুমরাহ-বন্দনায় মাতলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের নায়ার। ৪০ বলে ৮৯ রানের ইনিংসে ক্রিকেটমহলের প্রশংসা কুড়িয়ে নেওয়া নায়ারের দাবি, বুমুরাইই বিশ্বের সেরা বোলার।

এই নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। ২০২২ সালের পর আইপিএলে আটকে রাখা যাবে না। দাবি করেন.

১২ লক্ষ জরিমানা

রেখে আইপিএলের জন্য নিজেকে তৈরি রেখেছিলাম। অপেক্ষায় ছিলাম সযোগের। আজ যা কাজে লাগাতে

সামলানোর

পাওয়া বলগুলি কাজে লাগানো। ভারতীয় দলের দরজা খোলেনি। এই মূহর্তে বিশ্বের এক নম্বর বোলার আইপিএলেও দীর্ঘদিন ব্রাত্য ছিলেন। বমরাই। বাডতি সতর্ক ছিলাম ওকে নিয়ে। তবে নিজের ওপর আস্থা

জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেও

ম্যাচ হাতছাড়া। হতাশা আড়াল

ফেরা। দীর্ঘদিন পর প্রত্যাবর্তনের মঞ্চটাকে রঙিন করেও রাখেন করুণ। বুঝিয়ে দেন, লাল বলের ফর্ম্যাটের প্লেয়ারের গণ্ডিতে তাঁকে 'যদি সুযোগ আসে, সেই কথা মাথায়

অক্ষরের

পেরে ভালো লাগছে।'

নায়ারের দুরন্ত ইনিংসের পরও পঞ্চম ম্যাচে প্রথম হারের মখ দেখল দিল্লি। যা মানতে না পারা নায়ারের মতে, দলের প্রত্যেকের জন্য বিরাট শিক্ষা দিয়ে গেল এই ম্যাচ। মাঝের ওভারে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানোর ফলে জেতা ম্যাচ হাতের বাইরে চলে যায়। একজন সেট-ব্যাটারের শেষপর্যন্ত টিকে থাকার দরকার ছিল। আশাবাদী, হার থেকে শিক্ষা নিয়ে পরের ম্যাচে আরও ভালো প্রস্তুতি সহকারে নামবেন তাঁরা।

পরিকল্পনা নিয়ে করুণ বলেছেন, 'সঠিক বল বেছে নেওয়াকে গুরুত্ব দিয়েছি। চেষ্টা ছিল নিজের জোনে



নাটকীয়ভাবে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে জয়ের পর উচ্ছাস হার্দিক পান্ডিয়া, জসপ্রীত বুমরাহ, মিচেল স্যান্টনারদের।

করছেন না। নায়ারের কথায়, ব্যক্তিগতভাবে যতই রান পান, মূল কথা দলের জয়। দল না জিতলে সেই রানের দাম নেই। নিজের ইনিংস নিয়ে বাড়তি কিছু বলতে চান না। ভালো খেলেছেন। তবে ম্যাচ ফিনিশ করে আসা উচিত ছিল।

আসলে 'ট্র্যাজিক তকমা বোধহয় নায়ারের ক্রিকেট কেবিয়াবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। টেস্টে ত্রিশতরান করার পরও পরের ম্যাচে বাদ পড়তে ক্রিকে*টে* হয়েছিল! ঘরোয়া ভূরিভূরি রান করেও লাল বলের

প্যাটেল। মন্থর ওভার অক্ষর অভিযোগ। অধিনায়ক রেটের হিসেবে যে কারণে অক্ষরের ১২ লক্ষ টাকা কাটা যাচ্ছে। জরিমানা নয়, অক্ষরের আক্ষেপ জেতা ম্যাচ হাতছাডায়। ৫ মাচে টানা পঞ্চম জয়ের সুযোগ তৈরি করেও হেরে ফেরা মানতে পারছেন না। অক্ষরের মিডল অর্ডারে খারাপ উইকেট খোয়ানো বিপক্ষে শটে গিয়েছে। পাশাপাশি ১৯তম ওভারে রানআউটের হ্যাটট্রিক! হাতে ৬ বল

ছিল। ওভাবে উইকেট হারালে ১২

রানের ব্যবধান ঘুচে যেতেও পারত।

অধিনায়ক

মহেশ, ঘোষণা ইস্টবেঙ্গলের

নিজম্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ১৪ এপ্রিল : আগামী মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের নতুন অধিনায়ক হতে চলেছেন নাওরেম মহেশ সিং। মঙ্গলবার ক্লাবের বারপুজোয় তিনিই সংকল্পে বসবেন। সঙ্গে থাকবেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। সোমবার ক্লাবের পক্ষ থেকে এমনটাই ঘোষণা করা হয়েছে।

নববর্ষের দিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে বারপুজো শুরু হবে। বারপুজোর পরে সাড়ে দশটায় ক্লাবের মাঠেই সপার কাপের প্রস্তুতি সারবে লাল-হলুদ শিবির। সেইজন্য সোমবার দেখা গেল জোরকদমে মাঠ প্রস্তুত করছেন ক্লাবের কর্মীরা। বারপ্রজোর দিন লাল-হলুদের সিনিয়ার ছাড়াও মহিলাদের জাতীয় লিগ জয়ী দল এবং অন্যান্য বয়সভিত্তিক দলের ফুটবলাররাও উপস্থিত থাকবেন।

এদিকে 'ক্রেইটন সিলভা বিতর্ক নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছে না লাল-হলুদ। বরং তাদের নজর সুপার কাপের প্রস্তুতির দিকে। মঙ্গলবার ক্লাবের বারপুজোয় ক্লেইটন উপস্থিত থাকবেন বলেই জানা গিয়েছে। অন্যদিকে সোমবার মোহনবাগান ক্লাবকে শিল্ড জয়ের জন্য চিঠি জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চলতি সপ্তাহে মাঠে মহমেডান

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল সুপার কাপের জন্য চলতি সপ্তাহ থেকে অনুশীলন শুরু করতে পারে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আপাতত রিজার্ভ দলকেই খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। সঙ্গে রবি হাঁসদা. ইসবাফিল দেওয়ানের মতো সিনিয়ার দলের খেলোয়াড়দের খেলানো হবে।

ঘরের মাঠে জয়ের অপেক্ষায় আরসিবি

সাজঘর থেকে ব্যাট 'চুরি'

পান। ততক্ষণে আরসিবি-র পুরো সাজঘরে কোহলির ব্যাট

খোঁজা নিয়ে মশকরা চরমে।

গেল ব্যাট। ইইহই পড়ল সাজঘরে।

বিস্তর খোঁজার পর অবশেষে সতীর্থ টিম ডেভিডের কিট ব্যাগ থেকে পাওয়া গেল বিরাট কোহলির সেই ব্যাট। আর বিরাটের চুরি হওয়া ব্যাট নিয়ে শুরু হল ইয়ার্কির নয়া পর্ব।

রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে গতকাল জয়পুরের সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে ম্যাচ ছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালরুর। সেই ম্যাচ অনায়াসে জিতে নেয় আরসিবি। জয়ের নায়ক ফিল সল্ট। বিরাটও অপরাজিত ছিলেন। রাজস্থান দখলের মাধ্যমে টানা চারটি অ্যাওয়ে ম্যাচ জিতে নিয়েছে আরসিবি। অথচ, ঘরের মাঠে

এখনও জয় অধরা। এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে করে

তারকা দেবদত্ত পাডিকাল বলেছেন, 'ঘরের আমি নিশ্চিত, খুব দ্রুত সেই জয় আসতে ঘটনা ঘটেছিল। কোহলির সেই সুগন্ধি

বেঙ্গালুরু, ১৪ এপ্রিল : 'চুরি' হয়ে ম্যাচ জয়ের পর আরসিবি-র অন্যতম শিবিরের মূল আকর্ষণ কোহলির ব্যাট চুরি। যা পরে তাঁর সতীর্থ ডেভিডের ব্যাগ থেকে দিন কয়েক আগে আরসিবি–র মাঠে জয়ে ফিরতে মুখিয়ে রয়েছি আমরাও। সাজঘরে বিরাটের ব্যাগ থেকে সুগন্ধি চুরির

> রাজস্থান ম্যাচের জন্য বিরাট কোহলির কিট ব্যাগে ছিল সাতটি ব্যাট। খেলার শেষে বিরাট কিট ব্যাগে তাঁর ব্যাট গুছিয়ে রাখার সময় আবিষ্কার করেন, একটি ব্যাট কম রয়েছে। বিরাট নিজেই সাজঘরে ব্যাট খুঁজতে শুরু করেছিলেন। কিছটা সময় খোঁজার পর তিনি সতীর্থ টিম ডেভিডের ব্যাগে নিজের ব্যাট দেখতে

কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে আরসিবি-র। গতরাতে রাজস্থান ম্যাচ জয়ের পরও কোহলি-সল্টরা জয়ে ফিরবেন, সমর্থকদের হয়তো সেই ম্যাচ থেকেই জয়ে ফিরবেন অনেকটা একই ঘটনা ঘটেছে। শুধু সুগন্ধির

চলেছে। ১৮ এপ্রিল ঘরের মাঠে পাঞ্জাব ব্যবহার করেছিলেন তাঁরই এক সতীর্থ। মধ্যে শুরু হয়েছে তার অপেক্ষা। রাজস্থান কোহলিরা। কিন্তু তার আগে আরসিবি বদলে এবার বিরাটের ব্যাট চুরি গিয়েছিল।

পাওয়া যায়। এমন ঘটনা প্রসঙ্গে কোহলির সতীর্থ ডেভিড বলেছেন, 'পুরো ঘটনাটাই মজা। আমরা দেখতে চেয়েছিলাম, বিরাট ওর ব্যাট খুঁজে না পেয়ে কী করে। শেষ পর্যন্ত ও বিষয়টা বুঝতে পারে। আমাদের সঙ্গে কোহলিও হো-হো করে হেসে ওঠে ব্যাট খুঁজে পেয়ে।' ঘটনার শুরুটা অবশ্য তেমন ছিল না। রাজস্থান ম্যাচের লক্ষ্যে কোহলির কিট ব্যাগে ছিল মোট সাতটি ব্যাট। খেলার শেষে বিরাট যখন কিট ব্যাগে তাঁর ব্যাটগুলি গুছিয়ে রাখছিলেন, তখনই তিনি আবিষ্কার করেন, একটি ব্যাট কম রয়েছে। বিরাট নিজেই সাজঘরে ব্যাট খুঁজতে শুরু করেছিলেন। কিছুটা সময় খোঁজার পর তিনি সতীর্থ ডেভিডের ব্যাগে নিজের ব্যাট দেখতে পান। ততক্ষণে আরসিবি-র পুরো সাজঘরে কোহলির ব্যাট খোঁজা নিয়ে মশকরা চরমে।

লখনউ. ১৪ এপ্রিল : রুতরাজ গায়কোয়াড়ের পরিবর্ত হিসেবে সতেরো বছরের তরুণ ব্যাটার আয়ুষ মাত্রেকে নিচ্ছে চেন্নাই সুপার কিংস। কনইয়ের চোটে চলতি আইপিএল থেকে ছিটকে

গিয়েছেন দলের নিয়মিত অধিনায়ক রুতুরাজ। নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে

মহেন্দ্র সিং ধোনির।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামার আগে রুতুরাজের পরিবর্ত ক্রিকেটারও কার্যত চূড়ান্ত করে ফেলেছে হলুদ ব্রিগেড। সুপার কিংস অন্দরমহলের খবর, দলে যোগ দিতে বলা হয়েছে রোহিত শর্মার ভক্ত আয়ুষকে। দ্রুত সইপর্ব মিটিয়ে ফেলা হবে। গতবছর মুম্বইয়ের হয়ে ইরানি ট্রফিতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয়। লাল হোক বা



চেনাইয়ে হিটম্যানের ভক্ত আয়ুষ

আয়ুষ মাত্রে

সাদা বল, ধারাবাহিকভাবে রান পাচ্ছেন। যদিও ৩০ লক্ষ টাকার বেস প্রাইস থাকলেও নিলামে কোনও দল পাননি আয়ুষ। পরবর্তী সময়ে একাধিক দলে ট্রায়াল দিয়েছেন। কিছুদিন আগে উরভিল প্যাটেল, সলমান নিজারদের সঙ্গে মাত্রে টায়ালও দেন চেন্নাইয়ে। কেউ কেউ রুতুরাজের বিকল্প হিসেবে পৃথী শ-কে নেওয়ার পরামর্শ দিলেও ডানহাতি তরুণ ব্যাটার আয়ুষে আস্থা রাখছে চেন্নাই।



ক্রিস গেইল

এদিকে, প্রথম ছয় ম্যাচে টানা পাঁচবারের হারের পরও সুপার কিংসে আস্থা রাখছেন ক্রিস গেইল। বলেছেন, 'চলতি লিগ ঠিকঠাক যাচ্ছে না সুপার কিংসের। কিন্তু ভূলে যাবেন না ওরা পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন। ওদের কখনও খরচের খাতায় ফেলা যায় না। স্টিফেন ফ্লেমিং, ধোনির মতো দইজন ক্ষরধার মস্তিষ্ক রয়েছে। ওরা জানে কীভাবে নতুন করে দল তৈরি করতে হয়, ঘুরে দাঁড়াতে হয়।'

হাল ছাড়তে নারাজ অ্যাস্টন ভিলা

চাপমুক্ত বাসা, ডর্টমুড আশায় অসম্ভবের



অ্যাস্টন ভিলা ম্যাচের জন্য ইংল্যান্ডে পা রাখলেন

মিউনিখ ও লন্ডন, ১৪ এপ্রিল: ফ্রিকের প্রশিক্ষণে ইউরোপে

অপ্রতিরোধ্য বার্সেলোনা। হ্যান্সি কার্যত অশ্বমেধের ঘোড়া ছোটাচ্ছে

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

বরুসিয়া ডর্টমুন্ড বনাম বার্সেলোনা

প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম অ্যাস্টন ভিলা

সময়: রাত ১২.৩০ মিনিট সম্প্রচার: সোনি টেন নেটওয়ার্কে

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে ৪-০ গোলে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালের পথে এক পা বাড়িয়ে রেখেছেন রবার্ট লেওয়ানডস্কিরা। ফলে দ্বিতীয় লেগে দলে কয়েকটি পরিবর্তন করতেই পারেন বাসা কোচ। চোট পাওয়া আলেহান্দ্রো বালদের পরিবর্তে জেরার্ড মার্টিনকে খেলাতে পারেন তিনি। সেইসঙ্গে প্রথম লেগে হলুদ কার্ড দেখা ইনিগো মার্টিনেজকে বিশ্রাম দিতে পারেন তিনি। এছাড়া দলের গোলমেশিন লেওয়ানডস্কিকেও বিশ্রাম দিতে পারেন হ্যান্সি।

২০১৫ সালে শেষবার ইউরোপ সেরার খেতাব জিতেছিল বার্সা। তারপর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মানেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালের শেষবার ২০১৮-'১৯ মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে দেখা গিয়েছিল বার্সাকে। তবে এবার কিন্তু স্বপ্ন দেখাচ্ছেন হ্যান্সি ফ্লিক। সেমিফাইনালে নামার আগে তিনি বলেছেন, 'আমরা এই ম্যাচেও নিজেদের ছন্দ ধরে রাখতে চাই। এই মরশুমে বাসায় কোচিং করাটা

উপভোগ করছি। দলের মধ্যে একটা জেতা। ঘরের মাঠে সমর্থকদের এই জয়টা উপহার দিতে চাই।'

বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের চ্যালেঞ্জ নিতে জার্মানি পৌঁছে

গেলেন বার্সেলোনার রবার্ট লেওয়ানডস্কি ৷

দর্দান্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে।'

সেমিফাইনালে

এদিকে ডর্টমুন্ডও মেনে নিয়েছে

অলৌকিক' কিছু করে দেখাতে হবে।

দলের স্পোর্টিং ডিরেক্টর তথা প্রাক্তন

ফুটবলার লার্স রিকেন বলেছেন, 'এই

ম্যাচ জিততে গেলে আমাদের ক্লাবের

ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মিরাকলটা

ঘটাতে হবে। আমরা ম্যাচটা জেতার

চেষ্টা করব। তবে শুধু ম্যাচ জিতলে

হবে না, বড় ব্যবধানে জিততে

হবে।' দলের কোচ নিকো কোভাচ

বাস্তব পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছেন।

তাই ম্যাচ জিতে সমর্থকদের সান্তনা

পুরস্কার দিতে চান। ডর্টমুন্ড কোচ

'আমাদের লক্ষ্য

উঠতে গেলে

অন্যদিকে, অপর কোয়ার্টার ফাইনালে দ্বিতীয় লেগে প্যারিস সাঁ জাঁ খেলতে নামছে অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে। প্রথম পর্বে ৩-১ গোলে জিতেছিল ফরাসি ক্লাবটি। দ্বিতীয় পর্বেও জয়ের ধারা অক্ষণ্ণ রাখতে চায় তারা। তবে ঘরের মাঠে হাল ছাড়তে নারাজ অ্যাস্টন ভিলা কোচ উনাই এমেরি। নিজের পুরোনো দলের বিরুদ্ধে জেতার লক্ষ্যে মাঠে নামবেন তাঁরা। অ্যাস্টন ভিলা কোচ বলেছেন, 'আমাদের ঘরের মাঠে খেলা। সমর্থকদের উপস্থিতি পিএসজি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ জিততে



লখনউ সপার জায়েন্টস-১৬৬/৭ চেনাই সুপার কিংস-১৬৮/৫ (১৯.৩ ওভারে)

লখনউ, ১৪ এপ্রিল : 'তোমাদের ভালোবাসা এখনও গোলাপে ফোটে।' চুয়াল্লিশের চৌকাঠে থাকা মহেন্দ্র সিং ধোনির ব্যাটেও পাওয়া যায় মিদাস টাচ। নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তনের দ্বিতীয় ম্যাচেই ধৌনি জয়ের সরণিতে ফিরিয়ে আনলেন চেন্নাই সুপার কিংসকে।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের ১৬৭ রানের টার্গেট নিয়ে নামা চেন্নাই ৫ ওভারে ৫২-তে পৌঁছে গিয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশের ২০ বছরের শাইক ধোনির (১১ বলে অপরাজিত ২৬)

রশিদের (১৯ বলে ২৭) স্পর্শে। জোড়া বাউন্ডারি আত্মবিশ্বাস এনে তাল ঠুকছিলেন রাচিন রবীন্দ্রও (২২ দেয় শিবমের ব্যাটিংয়ে। যার সুবাদে বলে ৩৭)। যদিও দইজনের ইনিংসই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এরপরই 'চেনা ছন্দে ফিরে ১১১/৫ হয়ে যায় সিএসকে। রাহুল ত্রিপাঠী (৯), রবীন্দ্র জাদেজা (৭) ও বিজয় শংকর (৯) দ্রুত ফিরে যাওয়ায় হারের আশঙ্কা চেপে বসছিল হলুদ শিবিরে। শিবম দুবেও ইনিংসের প্রথম পর্যায়ে দিগবেশ রাঠি (২৩/১), আইডেন মার্করামদের (২৫/১) বিরুদ্ধে ব্যাটে বলে করতে সমস্যায় পড়ছিলেন। এই সময় ১৬ নম্বর ওভারে ক্রিজে এসেই পরপর দুই বলে

চেন্নাই ইনিংসের পরবর্তী ২১ বলে জোড়া ছক্কা ও চার তুলে নেন শিবম (৩৭ বলে অপরাজিত ৪৩)। চেন্নাই ১৯.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৮ রান

এর আগে সমালোচকদের সঙ্গে দলের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকেও অনেকটাই চুপ করিয়ে দেন ঋষভ পন্থ (৪৯ বলে ৬৩)। চলতি আইপিএলে প্রথম অর্ধশতরানে মন্থর পিচে লখনউকে পৌঁছে দেন লড়াই করার জায়গায়। জয়ের হ্যাটট্রিক করে নামা লখনউকে এদিন অবশ্য শুরুতে চেপে ধরেছিল চেন্নাই। খলিল আহমেদ (৩৮/১) ও অংশুল কম্বোজের (২০/১) ওপেনিং স্পেলে মার্করাম, মিচেল মার্শরা রানের গতি বাড়াতে পারেননি। প্রথম ওভারে মার্করামকে (৬) ফিরিয়ে ধাকা দেন খলিল। তবে উইকেটটা ত্রিপাঠীর প্রাপ্য। উলটোদিকে অনেকটা দৌড়ে শরীর ছুঁড়ে দুরন্ত ক্যাচ ধরেন আইপিএলে শততম ম্যাচে নামা ত্রিপাঠী।

নিকোলাস পুরান (৮) ফিরলেন 'ধোনি রিভিউ সিস্টেমে।' অংশুলের বলে আম্পায়ার আউট না দিলেও ধোনি রিভিউ নেন। রিপ্লে দেখে তৃতীয় আম্পায়ার সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হন। ৭৩/৩ হয়ে যাওয়ার পর আয়ুষ বাদোনিকে (২২) নিয়ে খেলা ধরেন ঋষভ। ট্রেডমার্ক কিছু শটে দর্শকদের মনোরঞ্জন করলেন তিনি। যার মধ্যে রিভার্স হিটে জেমি ওভার্টনকে মারা ছক্কাটা সেরা। চারটি চার ও সমসংখ্যক ছয়ে সাজানো ইনিংস আইপিএলের বাকি ম্যাচের জন্য তাঁকে আত্মবিশ্বাস জোগাবে। বাদোনিকে স্টাম্পিং করে আইপিএলে ২০০ শিকার সেরে নেন ধোনি। ঋষভকে সঙ্গ দিয়েছেন আব্দুল সামাদও (২০)। যদিও দিনের শেষে তা কোনও কাজে আসেনি।



প্যারিস সাঁ জাঁ-র কাভিচা কাভারাতস্কেইয়া ও মার্কুইনোস।

মন্টে কার্লো

জিতে গর্বিত

আলকারাজ মন্টে কার্লো, ১৪ এপ্রিল: মন্টে কালো মাস্টার্স টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হলেন স্প্যানিশ তারকা কালোস

আলকারাজ গার্ফিয়া। ফাইনালে তিনি ৩-৬. ৬-১. ৬-০ গেমে হারালেন ইতালির লোরেঞ্জো মুসেত্তিকে। ২৫ মে থেকে শুরু হতে চলেছে ফরাসি ওপেন। তার আগে ক্লে কোর্টে এই সাফল্য বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে স্পেনের ২১ বছরের আলকারাজকে। যেখানে গতবারের চ্যাম্পিয়ন তিনিই। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নিজের পারফরমেন্স নিয়ে গর্বিত আলকারাজের মন্তব্য, 'গত কয়েক

সপ্তাহ খুব কঠিন ছিল। কোর্ট এবং

কোর্টের বাইরেও বিভিন্ন সমস্যায়

ভুগতে হয়েছে। তারপরও যেভাবে স্বকিছু সামলেছি, তাতে নিজেকে

নিয়ে আমি গর্বিত। মন্টে কালো মাস্টার্স জিতে মোট ৬টি এটিপি মাস্টার্স ১০০০ খেতাব নিজের নামে করলেন আলকারাজ। গত বছরের ইন্ডিয়ান ওয়েল জয়ের পর এটিই প্রথম খেতাব। মাঝে সময়টা খব একটা ভালো ছিল না আলকারাজের জন্য। মার্চে ইন্ডিয়ান



উত্তর চবিবশ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগের ফাইনালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।



৩৮ মিনিটে লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যান কিলিয়ান এমবাপে। চাপে পডলেও রিয়াল মাদ্রিদ জিতেই ফেরে।

আলাভেসকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী রিয়াল

নাটকীয়তায় ভরপর ম্যাচে কষ্টার্জিত তাদেরও এক ফুটবলার লাল কার্ড জয় রিয়াল মাদ্রিদের। লা লিগায় দেখায় শেষ মিনিট কুড়ি দশজনে আলাভেসকে ১-০ হারাল মাদ্রিদ খেলতে হয়। দলের এই জয়ের জায়েন্টরা। এই জয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় লেগের কোয়ার্টরি ফাইনালে আত্মবিশ্বাস জোগাবে রিয়ালকে। বিশ্বাস দলের সহকারী কোচ ডেভিড আন্সেলোত্তির।

রবিবার ৩৪ মিনিটে এডুয়াডো ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেয়। তার মিনিট চারেক পরই লাল কার্ড তাতেও ম্যাচে সমতা ফেরাতে তা থেকেই হয়তো ওই প্রতিক্রিয়া।

পারেনি আলাভেস। ৭০ মিনিটে পরও নিজের আচরণে নিজেই ক্ষুব্ধ এমবাপে। রিয়ালের সহকারী কোচ তথা কালে আন্সেলোত্তির পুত্র ডেভিড বলেছেন, 'ভুল বুঝতে পেরে নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন ফরাসি তারকা।এমবাপেকে কামাভিঙ্গার করা একমাত্র গোলই লাল কার্ড দেখানোর সিদ্ধান্তও যে যথাযথ, তাও মেনে নেন ডেভিড। বলেছেন, 'ম্যাচের শুরু থেকেই কিলিয়ান এমবাপে। এমবাপেকে ফাউল করা হচ্ছিল।

একাধিক ম্যাচে নিবাসিত করা হতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে।

নিষিদ্ধ থাকায় এই ম্যাচে ডাগআউটে ছিলেন না কালো আন্সেলোত্তি। রিয়ালের সহকারী তাঁর পুত্র ডেভিড বলেছেন, 'দায়িত্ব আমি উপভোগ করেছি। ম্যাচের শুরুর দিকে চাপ অনভব করলেও পরে সেটা কাটিয়ে উঠি।' জুনিয়ার আন্সেলোত্তির বিশ্বাস, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় লেগে প্রত্যাবর্তন কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আমরা চেষ্টা করব। এই জয় আর্সেনাল ম্যাচে বাডতি আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

আবেগের টানে বাগানেই থাকতে চান অ্যালড্রেড

১৪ এপ্রিল : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের আবেগে বাঁধা পড়েছেন

জয়ের পর হোটেলে ফিরে তখন পরিবারের সঙ্গে শিরোপার স্বাদ ভাগ করে নিচ্ছেন টম। লবিতে কয়েকজন নিজেই এগিয়ে এলেন। শুভেচ্ছা



এই পথটা সহজ ছিল না। ভারত আমার কেরিয়ারে চতুর্থ দেশ। নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে খানিকটা সময় লেগেছে। তবে যখনই সুযোগ পেয়েছি সেরাটা দেওয়ার চেষ্টাই করেছি। মনে হয় কিছুটা ভরসা দিতে পেরেছি।

টম অ্যালড্রেড

গ্রহণ করলেন। পরে নিজেই বলছিলেন, 'মোহনবাগান সমর্থকরা আপন করে নিতে জানেন। তাঁরাও যে আমার পরিবার।' ঠিক সেই কারণে সবুজ-মেরুনেই থেকে যেতে চান ব্রিটিশ ডিফেন্ডার।

যবংখ্য শেষেই টয়েব সঞ্চে মোহনবাগানের চুক্তি শেষ হচ্ছে। এদিকে তাঁর কাছে আইএসএলেরই অন্য ক্লাবের প্রস্তাব রয়েছে বলে খবর। তবে অ্যালদ্রেড হয়তো

করবেন। আইএসএলে দ্বিমুকুট জয়ের পরই 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' কে তিনি বলেছেন, শনিবার রাতে আইএসএল কাপ মরশুমে কোথায় খেলব এখনও জানি না। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সঙ্গে আলোচনায় বসব তারপর দেখা যাক কী হয়। তবে সবজ-মেরুন সমর্থককে দেখে নিজের ইচ্ছা যদি বলেন, আমি মোহনবাগানেই থাকতে চাই।' আসলে দীর্ঘ ১৭ বছরের পেশাদারি ফটবল কেরিয়ারে সবজ-মেরুনের হাত ধরেই প্রথমবার বড কোনও ট্রফির স্বাদ পেলেন তিনি। স্বভাবতই মোহনবাগান তাঁর হৃদয়ে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। টম বলেছেন, 'মোহনবাগানের হয়ে দ্বিমুকুট আমার জীবনের সেরা প্রাপ্তি। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। চ্যাম্পিয়ন দলের অংশ হতে পেরে গর্বিত।

চেনা মেজাজে মহেন্দ্র সিং ধোনি। সোমবার লখনউয়ে।

শুরুর দিকে এই অ্যালড্রেডকেই বেশ নড়বড়ে মনে হয়েছিল। অথচ মরশুম যত এগিয়েছে আলবাতো রডরিগেজের সঙ্গে জুটি বেঁধে বাগান রক্ষণকে ভরসা জুগিয়েছেন। অ্যালড্রেডের কথায়, 'এই পর্থটা সহজ ছিল না। ভারত আমার কেরিয়ারে চতুর্থ দেশ। নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে খানিকটা সময় লেগেছে। তবে যখনই সুযোগ পেয়েছি সেরাটা দেওয়ার চেষ্টাই করেছি। মনে হয় কিছুটা ভরসা দিতে পেরেছি।' আর[্]এর জন্য সতীর্থদেরও কৃতিত্ব দিচ্ছেন ৩৪ বছরের ব্রিটিশ ডিফেন্ডার।



হ্যাটট্রিকের জন্য পাসাং দোরজি তামাংকে অভিনন্দন সতীর্থের। সোমবার।

পাসাংয়ের হ্যাটটিকে

মুম্বই, ১৪ এপ্রিল: সবুজ-মেরুনে স্বপ্নের মরশুম।

আইএসএলে দ্বিমুকুট জয়ের রেশ কাটেনি এখনও। এরইমধ্যে আরও একটা খেতাব ঘরে তলল মোহনবাগান সূপার জায়েন্ট। ক্ল্যাসিক ফুটবল অ্যাকাডেমিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট লিগ চ্যাম্পিয়ন সবুজ-মেরুন। ফাইনালে হ্যাটট্রিক শিলিগুড়ির পাসাং দোরজি তামাংয়ের। এদিন দেগি কাডোজোর দলের সামনে কার্যত আত্মসমর্পণ করল মণিপরের দলটি।

ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট লিগ

মোহনবাগানের। বক্সের এক প্রান্ত থেকে ডান পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে বল জালে পাঠান পাসাং। একক দক্ষতায় বলটি তাঁব কাছে

৮ মিনিটেই প্রথম গোল

পৌঁছে দিয়েছিলেন সন্দীপ মালিক। দ্বিতীয় গোল ২২ মিনিটে। বাঁদিক থেকে ভেসে আসা বল ক্লাসিক রক্ষণের ভূলে পেয়ে যান তামাং।গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে তা জালে জড়ান। মণিপুরের দলটি পালটা চ্যালেঞ্জ ছডে দেওয়ার চেষ্টা করলেও মোহনবাগানকে একেবারেই কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়নি। উলটে ৫২ মিনিটে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন শিলিগুড়ি শহিদনগরের ১৮ বছরের পাসাং। ফাইনালে ম্যাচের সেরাও তিনিই। আইএসএল শিল্ড কাপের পর আরও একটা শিরোপা ঘরে তুলল মোহনবাগান। ম্যাচ শেষে খেতাব জয়ের উচ্ছাস কোচ দেগির গলায়। যুব দলের এই সাফল্য সমর্থকদের উৎসর্গ করলেন তিনি। পাশাপাশি ডেভেলপমেন্ট লিগে সোনার গ্লাভস জিতলেন বাগান গোলরক্ষক প্রিয়াংশ দবে।

ভারতীয় হকি দলে বাংলার সুজাতা



नग्नामिल्ला, ১८ এপ্রিল অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ২৬ জনের ভারতীয় মহিলা হকি দল ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলা থেকে এই দলে সুযোগ পেয়েছেন সূজাতা কুজুর আদপে ওডিশার মেয়ে কিন্তু তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন বাংলার হয়ে।

অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন মিডফিল্ডার সালিমা টেটে। সহ অধিনায়ক হয়েছেন অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার নভনীত কাউর। কোচ হরেন্দ্র সিং বলেছেন, 'অস্টেলিয়া সফর আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সফরে নিজেদের শক্তি ও দক্ষতা যাচাই করার সুযোগ

রয়েছে। এই দলে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের চমৎকার ভারসাম্য রয়েছে। ২৬ এপ্রিল থেকে ৪ মে-র মধ্যে পারথে পাঁচটি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। প্রথম দুইটি অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিপক্ষে। পরের তিনটি অস্ট্রেলিয়ার সিনিয়ার দলের বিরুদ্ধে।



মাম্পির ব্রোঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি ১৪ এপ্রিল: মালদায় অনুষ্ঠিত স্টেট গেমসে মহিলাদের বক্সিংয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন মাম্পি সিংহ। খড়িবাড়ি হাসপাতালের নার্স মাম্পি এই প্রতিযোগিতায় ৬০ কেজি ওজন বিভাগে নেমেছিলেন। পদকজয়ের জন্য শিলিগুড়ি বক্সিং অ্যাকাডেমির মাম্পিকে অভিনন্দন

জানিয়েছেন কোচ অরূপ সাহা। অভিজিতের ৬০

কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের অগানাইজেশনের উদ্যোগে এবং ৩ উইকেট।

ক্রিকেটে সোমবার ২০১৩ ব্যাচ ৭ উইকেটে ১৯৯৩-'৯৪ ব্যাচকে হারিয়েছে। ১৯৯৩-'৯৪ ব্যাচ প্রথমে ১৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩২ রান তোলে। অলোক কুণ্ডু ৭৯ রান করেন। রাতুল দে ৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ২০১৩ ব্যাচ ১০.২ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অভিজিৎ দে ৬০ রান করেন।

অন্য ম্যাচে ২০১৮ ব্যাচ ৪ উইকেটে ২০০০ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০০০ ব্যাচ প্রথমে ১৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৪ রান তোলে। সুজিত দেবনাথ ৪৪ রান করেন। সায়ন দে ১৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ২০১৮ ব্যাচ ১০.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৮ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সায়ন ২২

জয়ী ডুয়ার্স,

আলিপুরদুয়ার, ১৪ এপ্রিল : কামাখ্যাগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : প্রোগ্রেসিভ সিটিজেন সোশ্যাল

উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় প্রোগ্রেসিভ কিডস কাপে (অনুধর্ব-১৩) আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৯২ রানে হারিয়েছে শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। জংশন ডিআরএম মাঠে ডুয়ার্স টসে জিতে প্রথমে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬৭ রান তোলে। আইনস্টাইন নার্জিনারির অবদান ৭০ রান। আয়ুষ্মান পাল ১৯ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে শিবশংকর ২০ ওভারে ৭ উইকেটে আটকে যায় ৭৫ রানে। অনিন্দ্য বর্মন ১৪ রান করে। রাজদীপ সাহার শিকার ১৬ রানে ৩ উইকেট।

দ্বিতীয় ম্যাচে উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৩৮ রানে জয় পায় বি বি মেমোরিয়াল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। উদয়ন প্রথমে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৮ রান তোলে। দেব বাসফোরের অবদান ৩৫ রান। সুমিত বর্মন ১৯ রানে ফেলে দেয় ২ উইকেট। জবাবে বি বি ২০ ওভারে ৯ উইকেট আটকে যায় ১০০ রানে। স্বরূপ শর্মা রেখে আসে ৪২ রান। বিভোর সরকার ২১ রানে পেয়েছে



কোচ রাধারমন রায়ের সঙ্গে ব্রোঞ্জ জয়ের পর স্বস্তিকা কর্মকার ও কুন্তী বর্মন।

ব্রোঞ্জ স্বস্তিকা, কুন্ডীর

নিজম্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : মালদায় নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসে কুস্তিতে ব্রোঞ্জ জিতলেন শিলিগুড়ির স্বস্তিকা কর্মকার ও কৃন্ডী বর্মন। স্বস্তিকা মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগে নেমেছিলেন। কন্তী নেমেছিলেন ৪৬ কেজি বিভাগে। স্বস্তিকা ও কুন্তীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাঁদের কোচ রাধারমন রায়।

বাংলা ফুটবল দলে জলপাইগুড়ির ৪

জলপাইগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : জাতীয় স্কুল গেমসে অনুর্ধ্ব-১৯ ফুটবলৈ জলপাইগুড়ির চারজন বাংলার মেয়েদের দলে সুযোগ পেয়েছে। তারা হল সোহিনী রায়, স্নেহা মিঞ্জ, নিশা ওরাওঁ ও প্রিয়া রায়। প্রতিযোগিতাটি ১৫-২১ এপ্রিল মণিপরের ইম্ফলে হবে। ইতিমধ্যেই চারজন দলের সঙ্গে ইম্ফল পৌঁছে গিয়েছে।

বিক্রমের শতরান

বড়দিঘি, ১৪ এপ্রিল : কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমলাই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সোমবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার ব্ডদিঘি ৩৩ রানে বিটি ইলেভেনকে হারিয়েছে। প্রথমে রয়্যাল ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৬ রান তোলে। ১২১ রান করেন ম্যাচের সেরা বিক্রম সোনার। ধনজিৎ রায় ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বিটি ১২ ওভারে ৮ উইকেটে থামে ১৫৩ রানে। পাপ্প সেন ৪৩ রান করেন।

অন্য ম্যাচে এসআরকে রাইডার্স ৫ উইকেটে মেহেদি ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে মেহেদি ৯.১ ওভারে ৭২ রানে অল আউট হয়। সুরেশচন্দ্র রায়ের অবদান ৩০ রান। নাসির আহমেদ ২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে এসআরকে ৭.২ ওভারে ৫ উইকেটে ৭৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা নাসির আহমেদ ২৯ রান করেন। গোরাবুল আলম ১৬ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।



অনলাইনে কেনাকাটা করুন



QR কোড স্থ্যান করে Website থেকে গয়না কিন্দ অঞ্জলি জুয়েলার্স

সবার জন্য

আমাদের নতুন শোরুম (৩০তম নিজস্ব শাখা): তমলুক - পদুমবসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭২

গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সন্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সন্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ৬২৯২২ ৬৪৮০৫ চুচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ কাটোয়া - ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।

শোরুমই নিজস্ব।

_{কোনও} ফ্রাঞ্চাইজি আউটলেট